কেদার রায়

ঐতিহাসিক পঞ্চাঙ্ক নাটক

নাট্যনিকেতনে অভিনীত

প্রথম অভিনয় রজনী—২২শে চৈত্র, শনিবার, ১৩৪৩ সাল

ইং ৪ঠা এপ্রিল, ১৯৩৬

শ্রীরমেশ গোস্বামী

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩-১-১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ··· কলিকাতা-৬

দুই টাকা পঁচাত্তর নয়া পয়সা

ত্রয়োদশ—মুদ্রণ

পৌষ—১৩৬৬

পরম শ্রদ্ধাস্পদ

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ পাল

মহোদয়ের করকমলে—

মহাত্মন্ !

সকলেই জানে আপনি কমলার বরপুত্র। কিন্তু আমি জানি শুধু তাই নয়—বাগ্‌দেবীর আশিস্ লাভেও আপনি ভাগ্যবান। নিজের বাড়ীতে অন্যূন চল্লিশ হাজার টাকা মূল্যের বহু দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাদি সংগ্রহ করিয়াও তৃপ্ত না হইয়া, নিত্য নূতন পুস্তকাদির জন্য অকাতরে অর্থব্যয় করিয়া যাইতেছেন।

আমার প্রথম প্রচেষ্টার ফল "কেদার রায়" তাই আমি আপনার হাতে তুলিয়া দিয়া কৃতার্থ বোধ করিতেছি। আমি জানি, নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর হইলেও, আপনার হাতে ইহার অনাদর হইবে না। ইতি—

১০২, হরি ঘোষ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
১লা বৈশাখ, সন ১৩৪৬ সাল

গুণমুগ্ধ
রমেশ

নাট্যোল্লিখিত চরিত্র-পরিচয়

পুরুষ

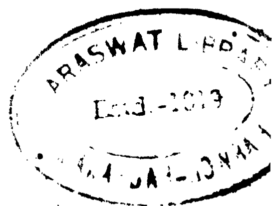
চাঁদ রায়	বিক্রমপুরের ভূতপূর্ব্ব রাজা
কেদার রায়	ঐ কনিষ্ঠ ভ্রাতা (বর্ত্তমান রাজা)
নারাণ রায়	কেদার রায়ের পুত্র
মুকুট রায়	ঐ সেনাপতি
শ্রীমন্ত	ঐ পুরাতন কর্ম্মচারী
বিশ্বনাথ	ঐ পত্রলেখক (মুন্সী)
কাল্লু সর্দ্দার	ঐ তীরন্দাজ সৈন্যাধ্যক্ষ
রত্নগর্ভ	রাজ-পুরোহিত
ঈশা খাঁ	খিজিরপুরের নবাব
ফজলু খাঁ	ঐ উজীর
তাহের	ঐ পরিচারক
কার্ভালো	পর্ত্তুগীজ জলদস্যু (পরে কেদার রায়ের নৌ-সেনাপতি)
মানসিংহ	মোগল সেনাপতি
কিলমক খাঁ, রেজাক খাঁ	ঐ সৈন্যাধ্যক্ষ
সাদি খাঁ, ওস্মাক্ খাঁ	কিলমক্ খাঁর পার্শ্বচর

অন্ধ বাউল, পুরোহিত, হকিম, বালকবেশী শ্রীকৃষ্ণ, ভৃত্য, গুপ্তচরগণ, গ্রামবাসিগণ, বৈষ্ণবগণ, বাঙালী, পর্ত্তুগীজ ও মোগল-সৈন্যগণ, ভিক্ষুকগণ, লাঠিয়ালগণ, স্নানার্থিগণ ইত্যাদি

স্ত্রী

সুনন্দা	কেদার রায়ের স্ত্রী
সোণা	চাঁদ রায়ের বিধবা কন্যা
রত্না	কেদার রায়ের কন্যা
মায়া	ঈশা খাঁর কন্যা
শান্তি	শ্রীমন্তের কন্যা

প্রধান নর্ত্তকী, বৈষ্ণবী, পরিচারিকা, বৃদ্ধা, বাঁদীগণ, নর্ত্তকীগণ, স্নানার্থিনীগণ, পুরবাসিনীগণ ইত্যাদি



কেদার রায়

প্রথম অঙ্ক

দ্বিতীয় দৃশ্য

শ্রীপুর—প্রাসাদ-সংলগ্ন উদ্যানের একাংশ। মাঝে মাঝে লতাকুঞ্জ ও শ্বেতপ্রস্তর নির্ম্মিত বেদী। এক পার্শ্বে একটি ফোয়ারা। দূরে ভবানী-মন্দিরের চূড়া দেখা যাইতেছে। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে—আকাশে শুক্লা সপ্তমীর চাঁদ। মন্দিরে আরতি হইতেছে। আরতির বাদ্যধ্বনি অস্পষ্টভাবে শোনা যাইতেছে। একটি প্রস্তর বেদীর উপর বসিয়া রাজা চাঁদ রায়ের বিধবা কন্যা সোণা বিষাদক্লিষ্টা, চিন্তামগ্না। স্থানটি অতীব নির্জ্জন। সোণা একদৃষ্টে আকাশের দিকে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিল। ধীরে ধীরে বস্ত্রাঞ্চলে লুক্কায়িত স্বামীর আলেখ্য বাহির করিয়া, অতি আগ্রহ সহকারে তাহা দেখিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে কহিলেন—

সোণা। আজ তুমি কত দূরে! দাসীকে ফেলে চ'লে গেছ, রেখে গেছ শুধু তোমার স্মৃতি! আমি আর কিছু চাই না, শুধু আমার শেষ সম্বল—এই স্মৃতিটুকু তুমি কেড়ে নিও না।

আলেখ্যকে প্রণাম করিতেছিলেন, এমন সময় রত্নার প্রবেশ

রত্না। দিদি!

সোণা আলেখ্য লুকাইয়া ফেলিলেন

রত্না। দিদি! তুমি তো বেশ মজার লোক দেখছি! ও দিদি!

সোণা। কে? রত্না?

রত্না। এতক্ষণে বুঝি তোমার হুঁস হ'ল ?

সোণা। কেন ? কি হয়েছে ?

রত্না। হবে আবার কি ? তুমি এখানে এসে একলাটি চুপ করে বসে আছ, আর ওদিকে আমরা তোমায় খুঁজে খুঁজে হায়রাণ্! চল, জ্যাঠামণি তোমায় ডাক্‌ছেন। আরতি দেখ্‌বে চল—ওঠো!

সোণা। রত্না! জানিস আজ কি তিথি ?

রত্না। জানি নে বাপু! ওসব পাঁজি-পুঁথির খবরে আমার দরকার নেই। তুমি ওঠো—যাবে চল!

সোণা। তুই জানিস না! আজ শুক্লা-সপ্তমী! চার বছর আগে আমার বিয়ের বাজনা শুনে সেদিনকার চাঁদও ঠিক এমনিই হেসেছিল। আর আজ আমার এ পোড়ামুখ দেখেও ঠিক তেমনি হাসছে। উঃ—

রত্না। দিদি! তুমি আবার সেই সব কথা ভাবছ ? ওঠো—আরতি দেখবে চল, লক্ষ্মীটি!

সোণা। রত্না! তুই এখন যা ভাই। আমায় একটু একলা থাকৃতে দে!

রত্না। যাবে না ত ? আচ্ছা, জ্যাঠামণিকে এখনি গিয়ে ডেকে নিয়ে আস্‌ছি—দাঁড়াও, দেখাচ্ছি তোমায় মজা!

প্রস্থান

সোণা! আমি আর পারি না মা! আর সহ্য করতে পারি না, আর কতদিন্? মাগো! আর কতদিন্?

চাঁদ রায়ের প্রবেশ

চাঁদ। মা! মা! আবার কাঁদচিস্?

সোণা। না! তুমি বুঝি শুধু আমাকে কাঁদতেই দেখ বাবা? কই দেখ ত আমার চোখে জল আছে কি না?

চাঁদ। কি ভাবছিলি? দূর থেকে তোকে দেখে আমার মনে হ'চ্ছিল যেন বিষাদ মূর্ত্তিমতী হ'য়ে তোর বুকের ভেতর থেকে বেরিয়ে আস্‌ছে।

সোণা। বিষাদ!

ম্লান হাসিলেন

চাঁদ। কি ভাবছিলি মা?

সোণা। কত চেষ্টা করি, কিছুতেই যে মনে শান্তি আনতে পারি নে বাবা!

চাঁদ। কতবার তোকে বলেছি মা, আগুনে পুড়ে পুড়েই সোণা খাঁটি হয়! দুঃখের ভেতর দিয়েই যে মা জগদম্বা মানুষকে তৈরী করে নেন।

সোণা। সবই বুঝি বাবা, কিন্তু—

চাঁদ। এর মধ্যে কিন্তু নেই মা, অদৃষ্টের সঙ্গে কি কারো বিরোধ করা চলে? সব দুঃখ-কষ্ট অম্লান বদনে সহ্য করে নেওয়া ছাড়া অন্য উপায় ত আর নেই মা। পিঠে তার যত কষাঘাত পড়বে, সব সহ্য করে নিতে হবে। নইলে, ভেবে দেখ মা—আমি কত সাধ করে তোর বিয়ে দিয়েছিলাম। স্বপ্নেও ভাবি নি ছ'মাস যেতে না যেতেই—

সোণা। কিন্তু আমি ত আর কাঁদি না বাবা!

চাঁদ। কাঁদিস নে—আমাকেও তুই ভুলোতে চাস্ মা?

সোণা নিরুত্তর রহিলেন

ভাবনার কি অন্ত আছে মা? মিছে ভেবে কোন ফল নেই—মন দৃঢ় করে, মা ভবানীর পায়ে সব চিন্তা—সব ভাবনা ঢেলে দে।—কে?

রত্নগর্ভের প্রবেশ

রত্নগর্ভ। দেবীর আরতি শেষ হয়েছে মহারাজ।

চাঁদ। বেশ, বেশ—কি এনেছেন—নির্ম্মাল্য?

রত্নগর্ভ। আজ্ঞে হাঁ।

াদ। দিন্—(নির্ম্মাল্য গ্রহণ) মায়ের আরতি দেখা আজ আর আমার হয়ে উঠ্ল না।

রত্নগর্ভ। মা—

সোণা। না পুরুতকাকা।

াদ। সে কি মা? দেবীর নির্ম্মাল্য—

সোণা। দেবীর নির্ম্মাল্যে কিছু হয় না বাবা। ওসব বাজে!

াদ। বাজে? আজ তোর মুখে এসব কি শুন্ছি মা? যে পবিত্র শাস্ত্রের আদেশ আজ চার যুগ ধরে সকলে মাথা নীচু করে মেনে আসছে—তাকে তুই বাজে বলে উপেক্ষা কর্চ্ছিস্?

সোণা। উপেক্ষা ত এতদিন করি নি বাবা! উনিশ বছর ধরে বরাবর দেবীর নির্ম্মাল্য আমি মাথা পেতে নিয়ে এসেছি। কিন্তু এখন আর আমার মন এ-সব চায় না!

াদ। হুঁ—

চিন্তিত হইলেন

রত্নগর্ভ। মহারাজকে এসব কথা জানাতে নিষেধ ছিল। আজ ছ'মাস কাল সোণামা আরতি দেখাও বন্ধ করেছে—

াদ। তাই ত! তুমি অত্যন্ত অন্যায় করছ মা!

রত্নগর্ভ। আমি অনেক বুঝিয়েছি মহারাজ, কিন্তু কোনই ফল হয় নি। কেন যে তোমার মনে ও-সব নাস্তিকতা স্থানলাভ করেছে, আমি ধারণাও কর্ত্তে পার্চ্ছি না মা। আশ্চর্য্য! মা আনন্দময়ী! তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্ মা!

সোণা। এই উনিশ বছর ধরে দেবীর নির্ম্মাল্য আমি নিয়ে এসেছি।

কি পেয়েছি বাবা ? তোমার সঙ্গে তর্ক আমি করতে চাই না। দেবীর নির্ম্মাল্য নিয়ে মানুষ কি ইষ্ট লাভ করে,' আপনি আমায় বলতে পারেন পুরুতকাকা ?

চাঁদ। ইষ্ট লাভ ? ইষ্ট লাভ করা কি সোজা কথা মা ? উনিশ বছর ত সামান্য ! কত শতাব্দী কেটে যায় !

রত্নগর্ভ। অত্যন্ত সত্য কথা মহারাজ ! তোমরা হবে মা সমাজের আদর্শ, তোমাদের দেখেই দেশের সমস্ত লোক শিক্ষালাভ করবে। কিন্তু তোমরাই যদি মা সমাজের চোখের ওপর ওই সব নাস্তিকতার আদর্শ তুলে ধর—তা হলে দেশ যে রসাতলে যাবে ! ধর্ম্ম যে লোপ পাবে মা ?

সোণা। ওসব লোক দেখানো মিথ্যা আড়ম্বর আমার ভাল লাগে না। অন্ধের মত অনেক কিছুই করেছি, কিন্তু এখন আর সেগুলো করতে ইচ্ছা হয় না !

রত্নগর্ভ। কিন্তু যুগে যুগে যা হয়ে আসছে—অন্ততঃ লোকাচার জেনেও ত তা মানতে হয় ?

সোণা। ওসব লোকাচার দেব-দেবীর মহিমা কীর্ত্তনই শুধু করতে পারে ! মানুষের সত্যিকার কল্যাণ তাতে হয় না ! পৃথিবীতে মানুষ অর্থ চায়, যশ চায়—কিন্তু সব চাইতে বেশী চায় সে শান্তি ! শান্তি জিনিসটা ত বাইরের নয় পুরুতকাকা ? সে যে সম্পূর্ণরূপে ভেতরের ! নির্ম্মাল্য নিয়ে আমি শান্তি পাই না।

ছুটিয়া রত্নার প্রবেশ

রত্না। এই যে জ্যাঠামণি ! ওঃ অনেক কষ্টে ধরেছি বাবা ! আজ আর কিছুতেই ছাড়ছি না ! আমার গান আজ তোমাকে শুনতেই

হবে! ও বাবা! এযে দেখছি সব একেবারে গম্ভীর ভোলানাথ শক্তিশেলের পর গন্ধমাদন আন্‌তে যাবে কে তারই পরামর্শ চল্‌ছে নাকি? কি বল? ও জ্যাঠামণি!

চাঁদ। (ম্লান হাসিয়া) আমার পাগলী মা! কোথায় ছিলি রে এতক্ষণ?

রত্না। ওসব বাজে কথা রেখে দাও। আমার গান শুন্‌বে কিনা তাই বল?

রত্নগর্ভ। অনুমতি হলে আমি এখন আসি মহারাজ!

রত্না। হাঁ, হাঁ—আপনি যান, আপনি যান! এ-সব গান আপনার ভাল লাগবে না। চণ্ডী খুলে আপনি নমস্তস্যৈঃ নমস্তস্যৈঃ পাঠ করুন গে যান।

রত্নগর্ভ। (হাসিয়া) হাঁ মা, তাই যাচ্ছি।

প্রস্থান

চাঁদ। গান শুন্‌তে আমারও যে ভাল লাগে না মা!

রত্না। ভাল লাগে না! বটে? এই সেদিন তুমি দিদির গান শোন নি? আর সবার গান তুমি শুন্‌তে পার, শুধু আমার গান শুন্‌তে হলেই তোমার ভাল লাগে না, সময় হয় না—আমি জানি গো জানি!

চাঁদ। আচ্ছা, আচ্ছা—শুন্‌ছি! তুই বোস্‌! (নিকটে বসাইয়া) রত্না! আমার জ্যাঠামণি কোথায় রে? নারাণ? তাকে আজ সমস্ত দিনে একবারও দেখেছি বলে ত মনে হচ্ছে না। সে কোথায়?

রত্না। আঃ। ধান ভানতে শিবের গীত! নারাণ কোথায়? তুমি দেখছি সব ভুলে যাও! কিচ্ছু মনে থাকে না! কালীগঙ্গায় একটা বড় কুমীর এসেছে, সেটাকে মারতে যাচ্ছে—কাল তোমাকে বলে যায় নি?

চাঁদ। ও হ্যাঁ—ঠিক কথা মা। আমার মনেই ছিল না। কিন্তু এখনও সে ফিরে আসে নি ?

সোণা। রত্না !

রত্না। কি দিদি ?

সোণা। তোমার গান কিন্তু বাবা আজ শুন্‌বে বলে বোধ হচ্ছে না।

রত্না। বাঃ রে! ঠিক ত! তুমি বুঝি শুধু কথায় ভুলিয়ে রেখে আমায় ফাঁকি দেবে ভেবেছ ? হুঁ ! সেটি হচ্ছে না বাবা !

চাঁদ। (হাসিয়া) কথায় ভুলিয়ে রাখবার, মেয়েই বটে তুমি ! যাক্‌, তা হলে তুমি গাও, আমি শুন্‌ছি !

রত্না। কোন্‌টা গাইব দিদি ?

সোণা। আমি কি বলব ! তোর যেটা ভাল লাগে—গা না।

রত্না। তুমি বলে দাও না দিদি, কোনটা গাইব ? জ্যাঠামণি একেই বলছে গান শুন্‌তে ভাল লাগে না ! তায় যদি—বল না দিদি !

চাঁদ। তবে এখন আমি চললাম মা ! গান আজ তুমি মনে করে রাখ। আমি বরং আর একদিন শুন্‌ব।

উঠিলেন

রত্না। আঃ ! বসো না। একটু সবুর সইছে না ? এমন ছটফটে স্বভাব ! দিদি ! বলবে না ?

সোণা। ঐ যে গানটা তুই কাল শিখেছিস্‌—সেইটে গা।

রত্না। সেইটে ? আচ্ছা ! শোন জ্যাঠামণি ! খুব ভাল গান। চুপটি করে বসে লক্ষ্মী ছেলেটির মতন মন দিয়ে শোন। কেমন ?

চাঁদ। আমি প্রস্তুত—তুমি আরম্ভ কর।

রত্নার গীত

আমি বনের পাখী।
সই পাতিয়ে ফুলের সনে
ফুলের বনে থাকি ॥
এক নিমিষের আনন্দটুকু
ওলো কুসুম কলি,
ভোগ করে নে, ভোগ করে নে,
গানের সুরে বলি।
আমি শুধু ফুলের বুকে
রঙিন্ ছবি আঁকি।

গান শেষ হইয়া আসিয়াছে এমন সময় নারাণের প্রবেশ

নারাণ। জ্যাঠামণি! জ্যাঠামণি! এই রত্না, গান থামা! আঃ— থামা না গান।

রত্না। (গান থামাইয়া) আমার কিন্তু কোন দোষ নেই জ্যাঠামণি। দাদা গানটা মাটি করে দিলে।

নারাণ। গান রেখে, কত বড় কুমীর মেরে এনেছি দেখবি আয়।

রত্না। কুমীর মেরেছ? কই দাদা? কোথায়?

নারাণ। কাছারী বাড়ীর সাম্‌নে। চল্ দেখবি চল্।

রত্না। জ্যাঠামণি! চল চল! দিদি শীগ্‌গির এসো।

সোণা। তুমি নারাণের সঙ্গে যাও, আমি বাবাকে নিয়ে পরে যাচ্ছি।

রত্না ও নারাণ একদিকে এবং চাঁদ রায় ও সোণা অপর দিকে প্রস্থান করিলেন

কেদার রায় ও বিশ্বনাথের প্রবেশ

কেদার। তুমি বল কি বিশ্বনাথ। সমস্ত পল্লীটা জ্বালিয়ে দিয়ে গেল, অথচ কেউ তাদের বাধা দিতে পারলে না?

বিশ্ব। কেউ পারলে না মহারাজ! দু'চারজন গ্রামবাসী সাহস করে নাকি এগিয়েছিল। কিন্তু মোগল সৈন্যের হাতে তাদের নির্য্যাতন দেখতে পেয়ে, আর কেউ তাদের বাধা দিতে সাহস পেল না। সমস্ত লোক ভয়ে গাঁ ছেড়ে পালিয়ে গেছে।

কেদার। তাই ত বিশ্বনাথ! এ যে এক মহা সমস্যার কথা হয়ে দাঁড়াল?

বিশ্ব। এখনি এর উপযুক্ত প্রতিকার করা উচিত মহারাজ। নইলে মোগলের কাছে বার বার এভাবে নির্য্যাতিত হলে, প্রজারা বিদ্রোহী হয়ে উঠ্‌বে। আমাদের ওপর তাদের আস্থা হারাবে!

কেদার। তাই ত! কোন্ দিক রক্ষা করি? চারিদিক থেকে শুধু অত্যাচারের কাহিনী আমায় অতিষ্ঠ করে তুলেছে! পাঠানের অত্যাচার দেশবাসী অনেক সহ্য করেছে। কিন্তু মোগলদের অত্যাচার আজ তাদের অত্যাচারকেও ছাপিয়ে উঠেছে। দাউদ খাঁকে পরাজিত করে তৃপ্ত না হয়ে ক্রোধান্ধ মোগল এখন প্রজা সাধারণের ওপর তাদের প্রতিশোধ নিচ্ছে! একদিকে আরাকান মাথা তোলবার চেষ্টা করছে, আর একদিকে পর্ত্তুগীজ দস্যুদের লুণ্ঠনের মাত্রাও ক্রমেই বেড়ে চলেছে। কি করি? কেমন করে নিরীহ প্রজাদের এই অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচাই?

বিশ্ব। প্রায় দুশো নিরাশ্রয় প্রজা কাল এসে রাজধানীতে হাজির হয়েছে, তাদের মুখে শুধু অত্যাচারের কাহিনী। কেউ বা মোগলের হাতে লাঞ্ছিত, আর কেউ বা ডাকাতের অত্যাচারে দেশে টিঁকতে না পেরে স্ত্রীপুত্র নিয়ে পালিয়ে এসেছে।

কেদার। তুমি যাও বিশ্বনাথ—তাদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে দাও!

সভায় যেন তারা আমার সঙ্গে দেখা করে। আমি নিজে সব কথা শুন্‌ব।

বিশ্বনাথ। যে আজ্ঞে মহারাজ!

বিশ্বনাথের প্রস্থান

অপর দিক দিয়া রত্নার প্রবেশ

রত্না। বাবা! বাবা!

কেদার। কি মা?

রত্না। এর বিচার কিন্তু তোমাকে কর্‌তেই হবে! কিছুতেই শুন্‌ব না।

কেদার। কিসের? কি হয়েছে?

রত্না। জ্যাঠামণি কিছুতেই আমার গান শুন্‌বে না, তারপর যদিই বা কোন রকমে রাজী করলুম, অমনি দাদা এক কুমীর মেরে এনে এমন চীৎকার স্থরু কর্‌লে, যে আমার গানটা শেষ করাই হল না। সব মাটি করে দিলে।

কেদার। বটে! এ তার ভয়ানক অন্যায়! কিন্তু কেন মা সে তোমার সঙ্গে এমন শত্রুতা করেছে বল ত?

রত্না! তুমিই বল ত বাবা! আচ্ছা, তুমি গান শুন্‌তে না চাও না শুন্‌লে! কেই বা তোমাকে গান শোনাতে যাচ্ছে! আমার দায় পড়েছে! কিন্তু জ্যাঠামণিকে, কিম্বা যদি মাকে—ও! সেদিনকার কাণ্ডটা তুমি বুঝি শোন নি বাবা? দিদির কাছ থেকে কত কষ্ট করে একটা গান শিখে নিয়ে যেই মাকে বসে শোনাচ্ছি—অম্‌নি ওরে বাবা! কোথা থেকে দাদা হন্তদন্ত হয়ে সেখানে এসে হাজির! —হাতে একটা মরা কেউটে সাপ!

কেদার। কেউটে সাপ! কোথায় পেলে?

রত্না। কে জানে কোন্ বন-বাদাড়ে শিকার করতে গিয়ে এক কেউটে মেরে এনেছে!

কেদার। রত্না!

রত্না। কি বাবা!

কেদার। তোদের চপলতা কি কোনও দিন যাবে না রে? চিরদিন তোরা এমনি চঞ্চল থাকবি?

রত্না। ঐ যে জ্যাঠামণি আসছে—আচ্ছা, হাঁ জ্যাঠামণি, আমার গানটা দাদা নষ্ট করে দেয় নি?

চাঁদ রায়ের প্রবেশ

চাঁদ। নিশ্চয় নষ্ট করে দিয়েছে। বাবার কাছে তারই নালিশের আর্জি পেশ হচ্ছে বুঝি?

রত্না। তা কি আর করব? তুমি ত তাকে কিছুই বল্লে না? আমার অমন গানখানা সে নষ্ট করে দিলে—আর তুমি চুপ-চাপ বসে রইলে—

চাঁদ। ওঃ এই কথা? (কৃত্রিম কোপে) আচ্ছা, আজ এইখানে তোমারই সামনে তার বিচার হবে—তাকে শাস্তি দেব! তুমি যাও মা, এখনি তাকে ডেকে নিয়ে এসো! এত বড় স্পর্দ্ধা! ওঃ এত বড় কথাটা আমার মনেই ছিল না! ওরে—

রত্না। না, না জ্যাঠামণি! তাকে আবার মার-ধোর ক'র না যেন! যা করে ফেলেছে—ফেলেছে—

কেদার। কেন রে! মার না খেলে শিক্ষা হবে কেন? যে রোগের যে ওষুধ।

রত্না। ত্যাখো, ত্যাখো, জ্যাঠামণি! বাবার কেমন বুদ্ধি! বলে, মার

না খেলে শিক্ষা হবে কেন ? সব সময় ঢাল তরোয়াল নিয়েই থাকেন কিনা ! (চাঁদ ও কেদার হাসিতে লাগিলেন) ওঃ, দুজনেই দিব্বি হাস্‌তে লাগলেন ! দুজনেই সমান ! যেন কি অন্যায় কথাটাই না বলেছি !

চাঁদ। কেদার। এ বেটি ঠিক আমাদের মা-ই বটে ! নয় ?

রত্না। মা-ই বটে ! বেশ, বেশ, আমি চল্‌লুম।

রাগিয়া প্রস্থান

চাঁদ। রত্না ! রত্না !

কেদার। আর ডেকো না দাদা ! এখনি আবার এসে জ্বালাতন আরম্ভ করবে।

চাঁদ। জ্বালাতন ? না, না, কেদার ! যতক্ষণ ও আমার কাছে থাকে, আমি সব ভুলে যাই। আমার শোক, তাপ, জ্বালা—সব ভুলিয়ে দিয়ে যেন এক নূতন রাজ্যে আমাকে নিয়ে আসে।

কেদার। তুমি যাই বল দাদা ! রত্নার চপলতা কিন্তু দিন দিন বাড়ছে। যত বড় হচ্চে ততই—

চাঁদ। ভুল, ভুল—এ তোমার ভুল কেদার ! ওই হচ্চে মা আনন্দময়ীর প্রকৃত রূপ। ওই রূপেই মা আমার জগৎকে ভুলিয়ে রাখে। সোণার অকাল বৈধব্য আমার বুকে যে আগুন জেলে দিয়েছে—আমার রত্না মা তার ওই চপলতা দিয়ে সেই আগুনে শান্তি বারি ঢেলে দেয়, আমি সব ভুলে থাকি ! এ সময়ে যদি আমি রত্নাকে কাছে না পেতাম, তা হলে তুমি কি মনে কর কেদার, যে আমি এ বয়সে আমার সোণার শোক—সে যে কি জ্বালা ভাই ! কি জ্বালা ওঃ—

কেদার। তুমি আবার সেই কথাই ভাবছ দাদা ? তুমি ত নিজেই বল

যে, অদৃষ্টের ওপরে কারো হাত নেই, দুঃখকে ভুলে থাকৃতে পারলেই পাওয়া যায় আনন্দের সন্ধান! সব ভুলে গিয়ে, নিজেই আবার—

চাঁদ। কি করব ভাই, আমি পারি না। যত চেষ্টা করি সব ভুলব, তত আমার চোখের সামনে জোর করে ভেসে ওঠে সোণার শূন্য হাত—তার কাঙালিনী মূর্তি! আমায় পাগল করে তোলে! আমি পারি না! আমার সব চেষ্টা কোন্ বানের জলে ভেসে যায়! কেদার! রত্নাকে আমি আর পরের ঘরে পাঠাব না ভাই!

কেদার। রত্না ত তোমারই দাদা! ওকে তুমি নিজে দেখে, পছন্দ করে, নিজের ইচ্ছে মত বিয়ে দাও—

চাঁদ। (ভয় পাইয়া) আবার বিয়ে? ওরে না, না, না—

কেদার। সমাজ শুন্‌বে কেন দাদা? মেয়ে হয়ে যখন জন্মেছে, বিয়ে দিতেই হবে—অদৃষ্টে যাই থাক্!

চাঁদ। ও কথা বলিস নি কেদার! বলিস নি! বিয়ে দিলে এও যদি —ওরে না, না—আমি সইতে পার্‌ব না! কিছুতেই সইতে পার্‌ব না! তার চেয়ে বেশ আছে! আনন্দে আছে!

নেপথ্যে গীত শোনা গেল

চাঁদ। কে গাইছে কেদার? ঠাকুর বাড়ীতে নয়?

কেদার। হ্যাঁ, ঠাকুর বাড়ীতে কে এক অন্ধ বাউল এসেছে।

চাঁদ। অন্ধ বাউল!

কেদার। তীর্থ করতে যাবে শুন্‌লাম। অতিথশালায় আজ দু'দিন বিশ্রাম করছে।

চাঁদ! একবার ডেকে পাঠাও না ভাই। চমৎকার গায়, নিশ্চয় কোনও ভাবুক লোক।

কেদার। ওরে কে আছিস্ ?

ভৃত্যের প্রবেশ

ঠাকুর বাড়ী থেকে অন্ধ বাউলকে ডেকে নিয়ে আয়।

ভৃত্যের প্রস্থান

রত্নার পুনঃ প্রবেশ

কেদার। কি রে! আবার ফিরে এলি যে বড় ?

রত্না। বেশ, তবে চলেই যাই!

যাইতে উদ্যত, চাঁদ তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন

আঃ—ছাড়, ছাড়, আমার আসা যখন তোমরা কেউই পছন্দ কর না!

চাঁদ। (হাসিয়া) পাগ্‌লী বেটী! বোস্, আমার কাছে বোস্। তোর দিদি কোথায় রে ?

রত্না। দিদি? ঘরে বসে রামায়ণ পড়্‌ছে। সীতা-হরণ শোনবার জন্য আমায় ডাকছিল। আমার বয়ে গেছে! আমি পালিয়ে এসেছি।

চাঁদ। হাঃ হাঃ হাঃ—বেশ করেছ!

অন্ধ বাউলের হাত ধরিয়া ভৃত্যের প্রবেশ

চাঁদ। এসো, এসো, বোস বাবা, বোস। একখানা মা'র নাম শোনাও ত বাবা? ওরে, তুই যা—তামাক নিয়ে আয়!

ভৃত্যের প্রস্থান

তুমি আজ দু'দিন অতিথশালায় আছ, অথচ তোমার কোন পরিচয়ই পাই নি। তোমার বয়স ত বেশী হয় নি দেখ্‌ছি, তুমি অন্ধ হলে কি করে?

বাউল। পরিচয়? আমি বাউল; এ ছাড়া অন্য পরিচয় যে আমার

নেই মহারাজ! আর অন্ধ? জগৎজননীর করুণা! (হাসিল) আমার যা কিছু—সব পরিত্যাগ করেই নাকি তাঁর কাছে যেতে হয়!

চাঁদ। আহা! কি নিশ্চিন্ত আত্ম-সমর্পণ! চমৎকার! গাও বাবা, গাও, একটি মা'র নাম শোনাও। আর কথা দিয়ে যাও, ফেরবার পথে এখানে হয়ে যাবে?

বাউল। যে আজ্ঞে। তবে, আমি হয় ত আর নাও ফিরতে পারি মহারাজ।

চাঁদ। কেন?

বাউল। আমায় সেই আশীর্ব্বাদই করুন।

তামাক লইয়া ভৃত্যের প্রবেশ

চাঁদ। সে পরের কথা পরে। এখন গাও।

বাউল। যে আজ্ঞে।

গীত

(আমার) শ্যামা মায়ের কি রূপ দেখি।
রক্তজবা পদতলে, রক্ত রাঙা দুটি আঁখি॥
পদতলে পড়ে ভোলা—
জানি নে মা একি খেলা,
মুণ্ডমালা পর্‌লি গলে,
সর্ব্ব-অঙ্গে রক্ত মাখি॥
কালো রূপে ধরে বাঁশী—
কালী হয়ে নিলি অসি,
কখন কৃষ্ণ, কখন কালী (মা)
না জানি তোর এ কোন্ ফাঁকি॥

চাঁদ। আহা! চমৎকার!

বাউল। মহারাজ! যদি অনুমতি হয়—

চাঁদ। বেশ বাবা, বেশ। তুমি কি আজই যাবে?

বাউল। আজ্ঞে হ্যাঁ।

চাঁদ। ফেরবার পথে কিন্তু আসা চাই। ওরে—নিয়ে যা—

নমস্কার করিয়া ভৃত্যের হাত ধরিয়া বাউলের প্রস্থান

চমৎকার গান! আহা-হা—

রত্না। ওদের বেলায় "চমৎকার"! "আহা-হা"! আর আমার বেলায় ছোট্ট একটি "বেশ"! ষাঁড়ের মতন গলা—"আহা"—না ছাই!

চাঁদ ও কেদার হাসিতে লাগিলেন

প্রথম ~~দ্বিতীয়~~ দৃশ্য

সুন্দরবন—পথ। কাল—অপরাহ্ণ। দূরে একটি স্বল্পকায়া নদী। জলদস্যুর অত্যাচারে উৎপীড়িত গ্রামবাসিগণ নিজেদের আবাস-ভূমির মায়া পরিত্যাগ করিয়া প্রাণভয়ে পলায়ন করিতেছে। একদল পথ-শ্রমে ক্লান্ত স্ত্রীপুরুষ মোট কাঁধে রাস্তা চলিতেছিল

১ম ব্যক্তি। আবার দাঁড়ালে কেন গো? চল না! বেলাবেলি একটা আস্তানা খুঁজে নিতে হবে ত?

বৃদ্ধা। আরে তুমি ত বলবেই বাছা। জোয়ান বয়স কিনা, হ্যাঁ।

বসিল

১ম। বলি, এই বন-বাদাড়ে বাঘের মুখেই প্রাণটা দিতে হবে নাকি?

বৃদ্ধ। তা কি আর করব বাছা? মনিষ্যির দেহ ত বটে? এ তো আর লোহা নয়!—কি বলিস রে পরাণে? একবার ছাখ দিকিন?

পা দু'খানি দেখাইল

১ম। কি মুস্কিল দেখ দিকি নি খুড়ো। এখনি আবার ঐ শালা ডাকাতের দল যদি এসে পড়ে ত মহা ফ্যাসাদ বাধাবে দেখ্‌ছি।

বৃদ্ধ। বাধাক গে, বাছা! আমি আর পারি না! পরাণটা বেরুলেই এখন বাঁচি!

অগত্যা সকলেই বিশ্রামের জন্য বসিল

বৃদ্ধ। ওঃ, কি অত্যাচার রে বাবা! একেবারে অরাজক। তিন পুরুষের ভিটে—হায়, হায়, হায়···সব জ্বালিয়ে দিলে গা? কি অত্যাচার!

২য়। এই সেদিন নতুন ঘরখানা বাঁধলাম। একমাস হয় নি এখনও। বলি, তুমি জান ত সব? সর্ব্বস্ব লুটে নিয়ে ঘরখানাতে ধরিয়ে দিলে আগুন। পালিয়েছিলাম—তাই প্রাণে বেঁচেছি।

২য়। আচ্ছা, ঐ শালার ডাকাতের দলকেই যদি না ঠাণ্ডা করতে পারবে, ত রাজা হয়েছে কেন? এ তোমায় আমি বলে রাখ্‌ছি খুড়ো—রাজধানীতে গিয়ে মহারাজারে আমি এই কথাটাই জিজ্ঞেস করব। এ তুমি দেখে নিও।

বৃদ্ধ। তা মহারাজের আর দোষ কি বল? দোষ সবই আমাদের অদৃষ্টের। নইলে বছর বছর খাজনা ত প্রায় রেহাই পেয়েই আসছি। আর ডাকাতের দল ধরা যে পড়ছে না, তাও ত নয়?

২য়। কিন্তু অত্যাচার কমছে কই?

১ম। আরে কমবে কি করে? ও দু'দশ ব্যাটারে ধরলেই কি আর অত্যাচার থামে? শালারা যে সব রক্তবীজের ঝাড়। সেদিন

কথকঠাকুর বলছিল শুনিস নি ? সেই কোন্ দেশে নাকি একব্যাটা রাক্ষস ছিল। সেনাপতি তাকে তরোয়াল দিয়ে কচাকচ্ কেটে ফেলে দিলে। কিন্তু তার এক এক ফোঁটা রক্ত-থেকে তক্ষুনি হাজার হাজার রাক্ষস গজিয়ে উঠল। এ-ত সেই রক্তবীজের ঝাড়! দু'শ' পাঁচশ' ধরলেই কি শালারা সাবাড় হয় ?

২য়। ঠিক বলেছিস্ ভাই! আমারও ঠিক তাই মনে হচ্ছে। তা নইলে এত বোম্বেটেই বা আসে কোত্থেকে ?

বৃদ্ধা। ছেলে-বেলায় দেখেছি দেশে ছিল শুধু মগ দস্যুর উৎপাত! এ আবার কোথা হতে ওলন্দাজ বোম্বেটে এসে হাজির হ'ল, আর দেশটাকে একেবারে জাহান্নামে দিল!

১ম। তুমি অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়ে নিও খুড়ো—ঐ শালা কর্ভোলা ব্যাটা ধরা না প'লে, কাউকে আস্ত রাখ্‌বে না। এ তুমি দেখে নিও!

২য়। ও ব্যাটা কর্ভোলাটা আবার কেডারে ?

১ম। আরে ঐ নচ্ছারই ত পালের গোদা। ঐ ছুঁচোই ত ডাকাতের সর্দ্দার। সেদিন পাঁচুদা বলছিল—ব্যাটার নাকি ইয়া বড় বড় ভাঁটার মত চোখ—ইয়া গালপাট্টা, কটা দাড়ি—আর মুখে শুধু হাতুড়ির ঘায়ের মতন খটাং খটাং বচন! একবিন্দু বোঝ্‌বার যো নেই কি বল্‌ছে। আর দাঁত মুখ ত খিঁচিয়েই আছে সব সময়।

২য়। ওরে বাবা। এমন ধারা ?

৩য়। কি বলবো আমি বাড়ী ছিলাম না। নইলে দেখে নিতাম শালার ঐ কর্ভোলারে। শালা আমার ঘরে দেয় আগুন? এত বড় আস্পর্দ্ধা ?

২য়। অত বড়াই করিস্ নে নিধে! মজা টের পাইয়ে দেবে—হুঁ!

৩য়। আরে রেখে দে !

বৃদ্ধা। রাজধানী আর কতদূর রে বাছা? আজ দুদিন দুরাত্তির সমানে চলেছি! এ যে আর শেষ হতে চায় না রে বাবা !

১ম। তা মাসী, শ্রীপুর এখনো পাক্কা একদিনের পথ। তুমি আবার তার উপর হাঁটতে পার না। আমার বোধ হয় দুদিনই লেগে যাবে।

বৃদ্ধা। ওরে বাবা! আরও দুদিন? তবেই গিছি।

৩য়। আচ্ছা ভাই, আমরা ত ডাকাতের ভয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে চলেছি রাজধানীমুখো। এখন রাজা যদি আমাদের ঠাঁই না দেয়?

বৃদ্ধা। সত্যিই ত। আমাদের মত আরও কত লোকের সর্ব্বনাশ হয়েছে। তারাও ত রাজার কাছেই যাচ্ছে।

বৃদ্ধ। তোমরা মহারাজকে চেন না তাই একথা বলছ; তিনি দয়ার সাগর, দুর্ব্বলের সহায়। একবার কোনগতিকে সেখানে গিয়ে পৌছুতে পারলেই, ব্যস! আর দেখ্‌তে হবে না।

নেপথ্যে দূরে বন্দুকের শব্দ এবং বাদ্যধ্বনি শ্রুত হইল। তাহা শুনিয়া সকলে চঞ্চল হইয়া উঠিল

বৃদ্ধা। ও কিসের শব্দ! হ্যাঁরে পরাণে?

সকলে। তাই ত! কি ও!

ছুটিয়া ৪র্থ ব্যক্তির প্রবেশ

৪র্থ। ও খুড়ো! ও মাসী! সর্ব্বনাশ!

সকলে। কিরে? কি? কাণ্ডটা কি?

৪র্থ। শালা ডাকাতের দল এখানে অবধি ধাওয়া করেছে রে বাবা!

সকলে। এ্যাঁ, বলিস কি রে?

৩য়। ও খুড়ো, এই বারেই সর্ব্বনাশ! বুঝি ধনে-প্রাণে গেলাম। হায়! হায়! হায়!

কাঁপিতে লগিল

৪র্থ। নদীর ঘাটে দেখে এলাম চার পাঁচখানা জাহাজ!

বৃদ্ধ। এই সেরেছে রে! চল, চল—আর দেরী নয়!

বৃদ্ধা। ওরে বাছা! আমায় একবার ধর দিকিন!

১ম। আঃ—কি বিপদেই প'লাম! নাও—নাও—ওঠ!

হাত ধরিয়া টান দিল

বৃদ্ধা। ওরে গেছিরে! গেছিরে! ওরে বাবা! কোমরটা টাস্ মেরেছে রে বাবা!

বৃদ্ধাকে টানিয়া লইয়া সকলের প্রস্থান। নেপথ্যে তিনবার বন্দুকের আওয়াজ শোনা গেল। ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে রাজ-সেনাপতি মুকুট রায় ছুটিয়া প্রবেশ করিলেন। তাঁর হাতে বন্দুক

মুকুট। আবার অদৃশ্য হয়ে গেল। কি আশ্চর্য্য! তিন-তিন বার হরিণটাকে গুলি করলাম—তিনবারই পালিয়ে গেল! ঐ আবার ছুটেছে!

নেপথ্যে বন্দুকের আওয়াজ

কে মারলে? কে মার্‌লে?

কার্ভালোর প্রবেশ

কার্ভালো। হামি মারিয়াছে।

মুকুট। তুমি? চমৎকার!

কার্ভালো। আরে! হামি দেখিল যে, তুমি বড় trouble, I mean

কষ্ট পাইতেছে। তিনবার shoot করিল but nothing, ফুঃ—কুছ্ করিতে পারিলো না। তাই হামি—

মুকুট। তুমি কে? তোমার নাম?

কার্ভালো। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—আমার নাম? হাঃ হাঃ হাঃ—তুমি জানে না হামার নাম?

মুকুট। তুমি—তুমিই কি কার্ভালো?

কার্ভালো। হোঃ হোঃ হোঃ তুমি ঠিক ধরিয়াছে। হামার নাম ডমিনিক কার্ভালিয়ান আছে।

মুকুট। ও! তা হলে তুমিই সারা বাংলার ত্রাস সেই জলদস্যু কার্ভালো?

কার্ভালো। What? দস্যু? No—No, দস্যু হামি না আছে। হামি পর্তুগীজ আছে, খৃস্তান আছে!

মুকুট। তুমি দস্যু নও? তোমাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে, আমাদের কত নিরীহ প্রজা দেশ ছেড়ে পালিয়েছে! কত শান্তিপূর্ণ গ্রামে তুমি আগুন ধরিয়ে দিয়েছ! তুমি দস্যু নও?

কার্ভালো। অত্যাচার। অত্যাচার! O—Yes, I understand! But তুমি কোন্ আছে?

মুকুট। রাজা কেদার রায়ের নাম শুনেছ? আমি তাঁরই সেনাপতি।

কার্ভালো। হো Deusa! তুমিই কমেণ্ডার মুকুট আছে? Shake hands! Shake hands! Hands please!

হস্ত প্রসারণ ও কর-মর্দ্দন

মুকুট। তারপর, সাহেব! এখানে তোমার কি উদ্দেশ্যে আগমন? এখানে ত নগরও নেই যে লুণ্ঠন করবে; ঘরবাড়ীও নেই যে জ্বালিয়ে দেবে। কি অভিপ্রায় তোমার?

কার্ভালো। What? তুমারা বাত্ হামি বুঝিতে পারছে না। আপনি কি বল্‌ছো?

মুকুট। বল্‌ছি যে তোমাকে ধরবার জন্য আমরা বহু চেষ্টা করেও ধরতে পার্ম্বি নি সাহেব! আমাদের প্রতি চেষ্টাই তুমি বিফল করে দিয়েছ।

কার্ভালো। Yes! সাচ বাৎ। Quite true!

মুকুট। কিন্তু আজ তোমাকে আয়ত্বের মধ্যে পেয়েছি! কিছুতেই এ সুযোগ আমি ছেড়ে দেব না।

কার্ভালো। কি করিবে?

মুকুট বাঁশীতে ফুঁ দিলেন। ছুটিয়া কালু সর্দ্দার ও সৈনিকগণ প্রবেশ করিল

কার্ভালো। Never mind commander, হামিও বোলাতে জানে!

দুইজন পর্ত্তুগীজ দস্যুর প্রবেশ

আল্‌ফান্‌সের—হাঃ হাঃ হাঃ—আউর দেখিবে? আউর?

বাঁশীতে ফুঁ দিতে উদ্যত

কাল্লু। আরে মিঞা থামো, থামো! আর বাঁশা বাজাইবার কাম নাই। তোমার কেরামতি মালুম হয়েছে। থামো।

কার্ভালো। আরে তুম কোন আছে?

কাল্লু। আরে আমি ত আমিই আছি। তুমি কোন্ আছে?

কার্ভালো। What?

কাল্লু। ভাট্!

মুকুট। কাল্লু! এই সেই জলদস্যু কার্ভালো! যার ভয়ে, যার অত্যাচারে, আমাদের সমুদ্রতীর-বাসী প্রজারা তাদের বাপ-

পিতামহের ভিটের মায়া পরিত্যাগ করে দলে দলে রাজধানীতে এসে আশ্রয় নিচ্ছে—যাকে ধরবার জন্য আরাকান-রাজ শত চেষ্টা করেও ধরতে পারেন নি—এই সেই পর্ত্তুগীজ কার্ভালো।

কার্ভালো। আরাকান! আরাকান! আরাকানকে হামি দেখিয়ে দেবে যে পর্ত্তুগীজ অপমানের প্রতিশোধ নিতে জানে। Dam Arakan! Mongraj! Just like a monkey!

কাল্লু। আরে মিঞা! আরাকানের উপর তোমার ত খুবই অনুরাগ দেখতে আছি। আরাকান তোমার কি কর্ছে?

কার্ভালো। তুমি ও সব বুঝিতে পারিবে না—কমেণ্ডার জানে! হামি চাইতে গেলে shelter—আশ্রয়—আর রাজা করিলো হামাকে বন্দী! লেকেন্ রাখিতে পারিবে কেনো! হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!

মুকুট। কিন্তু সাহেব! আজ যদি তোমাকে আমরা বন্দী করি, রক্ষা করতে পারবে তোমাকে তোমার ঐ পর্ত্তুগীজ দেহরক্ষিগণ?

কার্ভালো। আলবৎ পারিবে! What do you say boys—এঁ্যা?

মুকুট। আমার এক ইঙ্গিতে মুহূর্ত্তের মধ্যে সহস্র সৈনিক এসে তোমাকে ঘিরে ফেল্‌বে! কি করবে তোমার ঐ নগণ্য দেহ-রক্ষীরা?

কার্ভালো। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ! কমেণ্ডার! বোয়্ দেখাইয়ে হামাকে বন্দী করিতে পারিবে না।

মুকুট। পার্‌ব না?

কার্ভালো। Nao! Never! হামাকে একদম হত্যা করিতে পারে! হামি কুছ্ বলিবে না—আপশোষ ভি করিবে না! লেকেন্ বন্দী? Never! Here you are!

হাতের পিস্তল দেখাইল

মুকুট। (বিস্মিত ভাবে) এত নির্ভীক তুমি সাহেব ?

কার্ভালো। পর্ত্তুগীজ বোয় জানে না, কমেণ্ডার, পর্ত্তুগীজ বোয় জানে না। শিশুকালে সাগরের তুফানে দোল্ খাইতে খাইতে সে বোয় ভুলিয়া যায়। তিমি ফিসকা সাথে সাঁতারের পাল্লা দিয়ে সে ঢেউয়ের উপরে dance করে। সারা দুনিয়া তার বোয়ে কাঁপে! Trembles ! Just like this—Just like this ! Understand ? But—

ইঙ্গিতে নিজ সৈন্যগণকে যাইতে বলিল, তাহারা চলিয়া গেল

লেকেন্ আজ আমি তোমার কাছে বন্দী হইতেই আসিয়াছে। কর্ কমেণ্ডার, হামাকে বন্দী কর্।

মুকুট। তোমার অভিপ্রায় কি সাহেব ?

কার্ভালো। হামাকে বিশোয়াস্ কর্ কমেণ্ডার! তুমি বীর আছে! হামাকে বন্দী কর্! নিয়ে চল্ তুমার রাজার কাছে।

মুকুট। রাজার কাছে ? কেন ?

কার্ভালো। তুমার রাজার সঙ্গে হামি দুটো বাৎ করিবে কমেণ্ডার। তিনি নাম হামি খুব শুনিয়াছে। হামি একবার দেখিবে। Please !

মুকুট! (নিজ সৈন্যদের প্রতি) তোমরা যাও—

সৈন্যগণের প্রস্থান

কাল্লু। (যাইতে যাইতে) উঁহুঁ। গতিক বড় বেখাপ্পা লাগছে! মতলব ত কিছুই ঠাওর করৃতি পারলাম না। রইলাম বাবা ঐ গাছটার পিছে। বন্দুকে হাত দিছ কি, আমিও বিষমাখা তীর ছাড়ছি, হুঁ!

অন্তরালে প্রস্থান

কার্ভালো। What! কমেণ্ডার! হামাকে বন্দী করিবে না?

মুকুট। নিশ্চয় করব। তবে আপাততঃ নয়। জানি না কেন তুমি বন্দী হতে চাইছ—কি তোমার অভিপ্রায়! কিন্তু সাহেব, আমিও নিজেকে বীর বলেই পরিচয় দিই। লৌহ-শৃঙ্খল পরিয়ে তোমার অবমাননা আমি করতে পারি না—কারণ তুমি স্বেচ্ছায় ধরা দিয়েছ। চল সাহেব, তোমাকে আমার রাজার কাছেই নিয়ে যাব। চল।

কার্ভালো। রাইট্ ও!

উভয়ের প্রস্থান। কানু ও লোকজন উহাদের অনুসরণ করিল

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—শ্রীপুর। রাজা কেদার রায়ের সভাগৃহ। কাল—প্রাহ্ন। চাঁদ রায় ও ঈশা খাঁ বসিয়া পরামর্শ করিতেছেন। উভয়েরই মুখে চিন্তা এবং উদ্বেগের চিহ্ন পরিস্ফুট।

চাঁদ। তা হলে ত বড়ই বিভ্রাটের কথা দেখছি খাঁসাহেব?

ঈশা। বিভ্রাট নিশ্চয়ই। আমরা রাজস্ব দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছি শুনে সম্রাট আকবর সেনাপতি মানসিংহকে আদেশ দিয়েছেন—তিন মাসের মধ্যে বঙ্গদেশ জয় করা চাই।

চাঁদ। তাই ত! এত শীঘ্র? তিন মাসের মধ্যে?

ঈশা। আমি এই জন্যই গোড়ায় বলেছিলাম বড়রাজা, যে সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত না হওয়া পর্য্যন্ত, প্রকাশ্যভাবে মোগলের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অগ্রসর হওয়া আমাদের উচিত নয়। দাউদ খাঁর হঠকারিতার ফলে, বাঙলার জনসাধারণ আজ কতটা বিপদগ্রস্ত দেখছেন ত?

চাঁদ। তা বটে! কিন্তু মানসিংহ কি করতে চান?

ঈশা। তিনমাসের মধ্যে বঙ্গদেশ মোগলের করতলগত কর্‌তে চান।

চাঁদ! বটে! চাওয়া খুবই সহজ খাঁসাহেব, কিন্তু পাওয়া ততটা সুসাধ্য না-ও হতে পারে।

ঈশা। তা স্বীকার করি। কিন্তু মানসিংহের পরাক্রমের কথাটাও আমাদের বিস্মৃত হলে চল্‌বে না বড়রাজা।

চাঁদ। রাজ-কার্য্যের সম্পূর্ণ ভার আমি কেদারের হাতে তুলে দিয়েছি। জানি না, এক্ষেত্রে তার অভিমত কি? কিন্তু আমার মনে হয় খাঁ-সাহেব, আর এ আমার দৃঢ়বিশ্বাসও বটে যে—আপনি—ভূষণার মুকুন্দ রায় এবং আমরা—অন্ততঃ এই তিন শক্তিও যদি একযোগে মোগলের পথ রোধ করে দাঁড়াই—তা হলে সেই বাধা অতিক্রম করা মানসিংহের পক্ষে বিশেষ সহজসাধ্য নাও হতে পারে!

ঈশা। বার্দ্ধক্য বোধ হয় বড়রাজাকে ভুলিয়ে দিয়েছে যে মানসিংহের পরাক্রমের কাছে প্রতাপাদিত্যের শৌর্য্যও চূর্ণ হয়ে গেছে।

কেদারের প্রবেশ

কেদার। খাঁসাহেবও হয় ত ভুলে গেছেন—প্রতাপাদিত্যের পরাজয়ের মূলে ছিল শুধু নীচতা, স্বার্থপরতা আর বিশ্বাসঘাতকতা!

ঈশা। তা বটে, তা বটে!

কেদার রায় ও ঈশা খাঁ পরস্পর অভিবাদন করিলেন

কেদার। আমি এক একবার ভেবে আশ্চর্য্য হয়ে যাই নবাবসাহেব, স্বার্থসিদ্ধির জন্য মানুষ এতটা নীচ হতে পারে? বিশ্বাসঘাতক ভবানন্দ মজুমদারের সহায়তা না পেলে মানসিংহের সাধ্যও ছিল না রাজা প্রতাপাদিত্যকে পরাজিত করে। সেই স্বার্থপর কাপুরুষ,

নিজের মর্য্যাদা, প্রতিপত্তি, নিজের মনুষ্যত্ব, নিজের ভবিষ্যৎ—সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়ে যশোরকে বিক্রী করে দিলে বিদেশী মোগলের পায়ে! আর বংশ-পরম্পরায় ললাটের ওপর সে এঁকে নিলে বিশ্বাসহন্তার ঘৃণ্য তিলক! ছিঃ—ছিঃ—ছিঃ!

চাঁদ। প্রতাপের পরাজয়ের জন্য আমি নিজেও কম দায়ী নই, ভাই! এই ত সেদিনের কথা। প্রতাপ যেদিন তার যশোরের মান বাঁচাতে আগুন জেলেছিল, আমরা তখন অন্তর্বিপ্লব নিয়েই ব্যতিব্যস্ত। তুমি আমাকে বারবার বলেছিলে বটে, কিন্তু তখন আমাদের এমন সাহায্য-কারী কেউ ছিল না, যাকে শ্রীপুর রক্ষার ভার দিয়ে আমরা গিয়ে প্রতাপের হাত ধরে সেই আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ি।

ঈশা। নিজেদের ভেতর মনোমালিন্যের ফলেই আমাদের দেশটা উচ্ছন্ন গেল। একতা নেই, বন্ধুত্ব নেই—কেউ কারো কথা শুনতে চায় না—কেউ কারো বিপদে মাথা দিতে এগিয়ে আসে না।

কেদার। ভেবে দেখুন নবাবসাহেব, বাঙলায় আমরা বার ভুইঞা ছিলাম।

ঈশা। সে ত শুধু নামে! সকলেই ত প্রতাপাদিত্য এবং আপনাদের ন্যায় মহাপ্রাণ নয়? ভাওয়ালের ফজলগাজী, চন্দ্রদ্বীপের কন্দর্প-নারায়ণ, সাঁতৈলের রামকৃষ্ণ—এরা ত সব স্বার্থপরতা নিয়েই ঘুরে বেড়াচ্ছে! এদের ভেতর কাকে আপনি আশা করতে পারেন, মোগলের বিরুদ্ধে আমাদের সঙ্গে যোগ দেবে?

কেদার। তা জানি! কিন্তু নবাবসাহেব, এখনও আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে মানসিংহকে এবার বিফল-মনোরথ হয়েই ফিরতে হবে! তারপর দেখে নেব মগ আর পর্ত্তুগীজ জলদস্যুদের! উপকূলে যাতে ওদের একখানা জাহাজও না ভিড়তে পারে তার ব্যবস্থা আমি করব।

ঈশা। খোদা আপনার অভিলাষ পূর্ণ করুন! তবে এ কথা ঠিক বড়-রাজা, মানসিংহের হুম্‌কিতে আমরা পরাজয় স্বীকার কর্‌ব না।

কেদার। কিছুতেই না! আপনি দেশে গিয়ে প্রস্তুত হোন নবাব-সাহেব! মোগলকে প্রথম বাধা দেব আমি নিজে। তারপর যদি আবশ্যক হয়—আপনার সাহায্য ভিক্ষা চেয়ে পাঠাব।

ঈশা। ভিক্ষা কেন ছোটরাজা? হুকুম করবেন! আপনার সহায় হতে পারলে, নিজেকে আমি ধন্য মনে কর্‌ব!

কার্ভালোর সহিত মুকুট রায়, বিশ্বনাথ এবং রত্নগর্ভের প্রবেশ

কেদার। কে?

উঠিয়া দাঁড়াইলেন

মুকুট। জলদস্যু কার্ভালো।

কার্ভালো। (জনান্তিকে) রাজা কোন্ আছে কমেণ্ডার?

মুকুট। (জনান্তিকে) যাঁর সম্মুখে তুমি দাঁড়িয়ে।

কেদার। (অগ্রসর হইয়া) তুমিই দস্যু কার্ভালো?

কার্ভালো জবাব দিল না। রাজাকে অপলক দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া অভিবাদন করিল

কেদার। কি করে ওকে ধরলে?

মুকুট। আমি ওকে ধরতে পারি নি মহারাজ। ও নিজে ইচ্ছে করেই আমাকে ধরা দিয়েছে।

কেদার। কেন?

মুকুট। জানি না। বলে আমাদের রাজাকে দেখবে।

কেদার। কি তোমার বক্তব্য সাহেব? কি চাও?

কার্ভালো। রাজা! হামি চায় তুমার কাছে রুটি—তুমার কাছে ঘর।

কেদার। তোমার কথার অর্থ আমি ঠিক বুঝতে পারছি না সাহেব?

কার্ভালো। রাজা! হামি একদম সাচ বাত বলিতেছে।

কেদার। তুমি দস্যুপতি কার্ভালো—যে আমার উপকূল-বাসী প্রজাদের সম্পত্তি অবাধে লুণ্ঠন করে তার রুটির সংস্থান করে নিচ্ছে; যার অত্যাচার নিবারণের জন্য আমরা সর্ব্বদা চিন্তিত; সেই দুর্দ্ধর্ষ কার্ভালো স্বেচ্ছায় ধরা দিয়েছে, আর আজ আমার কাছে এসে চাইছে রুটি, চাইছে থাকবার জন্যে ঘর!

কার্ভালো। রাজা! হামি ত ধরা দিয়েছে। আউর হামি কুছ করিতে পারিবে না। হামাকে বন্দী কর্—কোতল কর্। কিন্তু রাজা! কবুল কর্, যে হামার দেশবাসী—দুই হাজার পর্ত্তুগীজদের দিবে তুমি খাবার রুটি—দিবে তাদের আশ্রয়?

কেদার। এর অর্থ?

কার্ভালো। তুমি জানে রাজা—হামরা ডাকাত আছে! লেকেন কেন আছে তা জানে না।

মুকুট। দেশে কি তোমাদের রুটি ছিল না সাহেব?

কার্ভালো। কমেণ্ডার! তা থাকিলে কি দরকার ছিল হামাদের তুমাদের দেশে আস্‌বার? How terrible! Atlantic Ocean! Indian Ocean! Bay of Bengal!

কেদার। কিন্তু এই দস্যুবৃত্তি নিয়েছ কেন? এতে কত নিরীহ লোকের সর্ব্বনাশ হচ্ছে—তা কি তোমরা বুঝতে পার না?

কার্ভালো। বুঝিতে পারে; আলবৎ পারে। কিন্তু কি করিবে? No help!

কেদার! কেন?

কার্ভালো। আরাকানের কাছে হামি ভিক্ষা মাগিল shelter—আউর Dam Arakan হামাকে করিল বন্দী! তাকে হামি একদফে দেখিয়ে দিবে! রাজা! তোমার নাম হামি খুব শুনিয়াছে। তুমি খুব ভাল আছে! তোমার Heart আছে। তুমি দাও আমাদের রুটি—লেও হামাদের জান!

কেদার। রুটির বন্দোবস্ত করে দিলে, তোমরা কি করতে পার?

কার্ভালো। হামাকে হুকুম কর—সারা বাঙলা তুলিয়ে দেবে তোমার হাতে! হামি তিন তুরিতে উড়াইয়া দিবে মোগল, আরাকান, ঈশা খাঁন—

চাঁদ। চুপ কর সাহেব—আমাদের বন্ধু ঈশা খাঁ তোমার সম্মুখে!

কার্ভালো। (অপ্রস্তুত হইয়া) হো Deusa! I see! হামাকে মাপ করিবে ঈশা খাঁন! হামি জান্‌তো না যে তুমি রাজার দোস্ত আছে! please!

ঈশা খাঁ ঈষৎ হাসিলেন

কেদার। মুকুট! সাহেবকে বিশ্রাম করতে দাও। এর প্রার্থনা আমরা পরে ভেবে দেখবো।

কার্ভালো। রাইট ও!

মুকুট। চল সাহেব। (অগ্রসর হইয়া নেপথ্যে) সাহেবকে অতিথি-শালায় নিয়ে যাও। আমি পরে যাচ্ছি।

কার্ভালোর প্রস্থান। অপর দিক হইতে শ্রীমন্তের প্রবেশ

চাঁদ। শ্রীমন্ত যে! এস, এস—দাঁড়িয়ে রইলে কেন? বোস!

শ্রীমন্ত বসিয়া চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিল

চাঁদ। কি দেখচো!

শ্রীমন্ত। এই যে নবাবসাহেব। আদাব! হুজুরের মেজাজ সরিফ্?

ঈশা। (হাসিয়া) মঙ্গলময় খোদা যে রকম রেখেছেন! তারপর তুমি ভাল আছ শ্রীমন্ত?

শ্রীমন্ত। হাঁা, ভাল আছি বৈ কি! খুব ভাল আছি বল্‌তে হবে। মহারাজের কৃপায় দিব্যি সুখে খেতে পর্‌তে পাচ্ছি, যেখানে খুসী যেতে পাচ্ছি—ভাবনার দায় থেকে একেবারেই রেহাই! আত্মীয়স্বজন এমন কেউ কোথাও নাই যাকে রোজগার করে খাওয়াতে হবে, যার অসুখ কর্‌লে মাথায় হাত দিয়ে বসে ভাবতে হবে, যে মরে গেলে বুক চাপড়ে বসে কাঁদতে হবে! আমি আবার ভাল নেই? খুব ভাল আছি খাঁ সাহেব—খুব ভাল আছি!

ঈশা। (কেদারের প্রতি) এখনও ঠিক সারে নি দেখ্‌ছি!

কেদার। না, তবে আগের চেয়ে অনেক ভাল!

ঈশা। (অর্দ্ধস্বগতঃ) মেয়েটিকে হারিয়ে বেচারার এই অবস্থা।

চাঁদ। ক'দিন তোমায় যেন দেখতে পাই নি শ্রীমন্ত! এখানে ছিলে না?

শ্রীমন্ত। না, দিন কতক ঘুরে এলাম। আজ এই খানিকক্ষণ আগে ফিরে এসেছি। এসেই শুন্‌তে পেলাম সর্দ্দার বোম্বেটে ধরা পড়েছে। রাস্তার দিকে তাকিয়ে দেখি—অগুন্তি লোক রাজবাড়ীর দিকে ছুটে চলেছে বোম্বেটে দেখতে। আমিও দলে ভিড়ে গেলাম। কিন্তু কৈ তাকে ত দেখতে পাচ্ছি না!

চাঁদ। আজ আর তাকে দেখতে পাবে না শ্রীমন্ত! কাল পাবে। (ঈশা খাঁর প্রতি) তার দস্যুগিরি করবার চেহারাই বটে—কি বলেন খাঁ সাহেব?

ঈশা। নিশ্চয়! দেহেও অসীম ক্ষমতা!

এমন সময়ে হঠাৎ দেখা গেল—পশ্চাতের বারান্দায় সোণা দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

সোণা পিতাকে ডাকিল—

সোণা। বাবা! তোমার আহ্নিকের সময় হয়েছে।

চাঁদ। এই যাচ্ছি মা!

সোণা দেখিল—ঈশা খাঁ অপলক দৃষ্টিতে তাহার দিকে তাকাইয়া আছেন। সে ক্ষিপ্রপদে চলিয়া গেল। শ্রীমন্ত ব্যাপারটা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া ঘাড় নাড়িতেছিল

ঈশা। ইনি কে বড়রাজা?

চাঁদ। আমার মেয়ে সোণা।

ঈশা। ও!

চাঁদ রায়ের প্রস্থান

কেদার। আমার মনে হয় নবাবসাহেব, পর্ত্তুগীজ কার্ভালোকে এভাবে পাওয়া আমাদের পক্ষে ভালই হয়েছে। কারণ যুদ্ধ করে তাকে যদি ধরা যেত, তা হলে তার শৌর্য্যকেই শুধু পরাজয় করা হ'ত তার হৃদয় জয় করা হ'ত না! কি বলেন?

ঈশা। (অন্যমনস্কভাবে) নিশ্চয়! নিশ্চয়!

কেদার। উপকূলের প্রজারা এখন নির্ভয়ে নিদ্রা যেতে পার্‌বে। জলদস্যুর ভয় আর তাদের থাক্‌বে না। এও আমাদের পরম লাভ! কি বলেন?

ঈশা। হ্যাঁ, ছোটরাজা।

রত্নগর্ভ। কিন্তু ওর মনে কি আছে আমরা জানি না। বিদেশী—বিশেষতঃ বিধর্ম্মী! সহসা ওকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করাটা কি সমীচীন হবে মহারাজ?

বিশ্বনাথ। আমারও মনে হয় মহারাজ, ওর অন্তরের পরিচয় না পেয়ে ওকে বিশ্বাস করা উচিত নয়।

কেদার। তা সত্য, কিন্তু মানবের আকৃতিই তার প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ পরিচয়!

যার অমন বীরত্বব্যঞ্জক মুখশ্রী, সে কখনও হীন কপটতার আশ্রয় গ্রহণ কর্‌বে, এ আমার ধারণাই হয় না। আপনি কি অনুমান করেন নবাবসাহেব ?

ঈশা। তা—তা—প্রথমেই বিশ্বাস কর্‌বার কি প্রয়োজন আছে ছোট-রাজা ? দেখাই যাক না—কি ভাবে ওরা চলে ?

কেদার। বেশ তাই হবে, আপনি কখন্ যাত্রা কর্‌বেন ?

ঈশা। আজ সন্ধ্যায় যাত্রা করব ছোটরাজা। আমি তা হলে এখন উঠি !

কেদার। আচ্ছা নবাবসাহেব।

ঈশা খাঁর প্রস্থান

মুকুট। খাঁসাহেবকে আজ একটু অন্যমনস্ক দেখা গেল না ? যেন কেমন একটা কুণ্ঠিত ভাব—ভেতরে যেন কিসের একটা দ্বন্দ্ব চল্‌ছে।

কেদার। ও কিছু নয় মুকুট ! মোগলের সঙ্গে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী, তাই বোধ হয় একটু চিন্তিত।

শ্রীমন্ত। খাঁসাহেব খাবি খাচ্ছেন মহারাজ, খাবি খাচ্ছেন—চোখের সাম্‌নে ভেসে উঠ্‌ছে একখানা চাঁদপানা মুখ ! মন ঠিক থাকবে কেন?

হঠাৎ উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল

হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—

রত্নগর্ভ। তোমার কি হ'ল শ্রীমন্ত ? হঠাৎ হেসে উঠলে যে ?

শ্রীমন্ত। আজ্ঞে হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল গোঁসাইজী ! গাছে একটা বেল পেকেছিল। একটা দাঁড়কাক হাঁ করে তার দিকে তাকিয়েছিল। জিব থেকে তার জল গড়াচ্ছিল কিনা দেখতে পাই নি

বটে—কিন্তু দৃষ্টিতে লালসা মাখানো ছিল একেবারে পুরো দস্তুর ! সেটা বেশ লক্ষ্য করেছিলাম ! হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—

আপন মনে হাসিতে লাগিল

কেদার। ওর মেয়ে অপহরণের পর থেকেই কেমন যেন হয়ে গেছে ! চিকিৎসকের এত চেষ্টা—সব বিফল হয়ে গেল !

রত্নগর্ভ। তুমি এখন যাও শ্রীমন্ত। বেলা হয়েছে—আহারাদি সব সেরে এসো গে।

শ্রীমন্ত। এই যাচ্ছি গোঁসাইজী ! (যাইতে যাইতে) কিন্তু গাছের বেল ত গাছেই রইল। দাঁড়কাকের রসনা তৃপ্ত হয়েছিল কি ? দেখতে হবে ! দেখতে হবে। কি বলেন গোঁসাইজী ? হাঃ হাঃ হাঃ—দেখতে হবে !

প্রস্থান

বিশ্ব। মস্তিষ্কের বিকৃতি ! দেখে দুঃখ হয়।

প্রহরীর প্রবেশ

মুকুট। কি সংবাদ ?

প্রহরী। মোগল দূত !

কেদার। মোগল দূত ?

প্রহরী। মহারাজের দর্শনপ্রার্থী।

কেদার। যাও মুকুট ! সসম্মানে এখানে নিয়ে এসো।

প্রহরীর সহিত মুকুট বাহিরে গেলেন

এত শীঘ্র ! আশ্চর্য্য !

মুকুট রায়ের সঙ্গে দূতবেশে মানসিংহের প্রবেশ

কেদার। কি সংবাদ দূত ?

মান। সংবাদ এই চিঠিতেই পাবেন মহারাজ !

বিশ্বনাথের হস্তে পত্র প্রদান। বিশ্বনাথ পত্রখানা কেদারের হাতে দিলেন। পত্র পড়িতে পড়িতে কেদারের মুখ আরক্তিম হইয়া উঠিল, নাসারন্ধ্র স্ফীত হইল, তিনি ক্রোধে কাঁপিতে লাগিলেন। মানসিংহ লক্ষ্য করিয়া ঈষৎ হাসিতেছিলেন। সভাসদগণ উদ্‌গ্রীব হইয়া কেদারের দিকে চাহিয়া ছিলেন।

কেদার। স্পর্দ্ধা! এতদূর উদ্ধত!

মুকুট। পত্রে কি লেখা আছে মহারাজ?

পত্রখানা কেদার বিশ্বনাথের দিকে ছুঁড়িয়া দিলেন,
বিশ্বনাথ পত্র পড়িতেছিলেন

মুকুট। কি—বিশ্বনাথ?

কেদার। মনে মনে নয়—মনে মনে নয় বিশ্বনাথ! উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করে শোনাও।

বিশ্বনাথ। (পত্র পাঠ)

"ত্রিপুর মঘ বাঙালী, কাক কুহলী চাকুলি।
সকল পুরুষ মেতৎ, ভাগ যাও পলায়ী॥
হয়-গজ-নর-নৌকা কম্পিত বঙ্গভুমি।
বিষম সমরস্সিংহ মানসিংহ প্রয়াতী॥"

কেদার। বটে! পালিয়ে যাব! মানসিংহের ভয়ে বাঙলা ছেড়ে পালিয়ে যাব? দুরাত্মা মানসিংহ ভেবেছে যে প্রতাপাদিত্যের পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গেই বাঙলার রবি চিরতরে অস্তমিত হয়েছে—ভেবেছে যে তাকে বাধা দিতে বাঙলার আর কেউ বেঁচে নেই! মূর্খ বোধ হয় জানে না, যে অস্তমিত রবির পূর্ব্বদিনের সমস্ত ম্লানিমা মুছিয়ে দিয়ে, আবার মধ্যাহ্ন ভাস্করেরও উদয় হয়—আর তারই প্রখর তেজে সমস্ত জগৎ পুড়ে খাক্ হয়ে যায়! এবার জান্‌বে! চিঠির জবাব দাও বিশ্বনাথ!

বিশ্বনাথ। যে আজ্ঞে মহারাজ।

বিশ্বনাথ লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন

মুকুট। বর্ব্বর নিজে হিন্দু হয়েও হিন্দুজাতির কি সর্ব্বনাশই না সাধন কর্চ্ছে!

কেদার। কে বলে? কে বলে মানসিংহ হিন্দু? হিন্দু হলে সে হিন্দুর মর্য্যাদা বুঝতো। এমন করে রাজপুত-কুলরবি রাণা প্রতাপের ধ্বংস সাধন কর্‌তো না—বাঙলার কায়স্থ-কুলগৌরব প্রতাপাদিত্যের সর্ব্বনাশ কর্‌তো না—হিন্দুর জাতীয়তার মূলে সে নিজের হাতে কুঠারাঘাত কর্‌তো না!—কি লিখ্‌লে—পড়।

বিশ্বনাথ। (উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিলেন)

"ভিনত্তি নিত্যং করিরাজ কুম্ভং
বিভর্ত্তি বেগং পবনাতি রেকং।
করোতি বাসঃ গিরিরাজ শৃঙ্গে
তথাপি সিংহঃ পশুরেব নান্যঃ।"

রত্নগর্ভ। চমৎকার বিশ্বনাথ! উপযুক্ত জবাব হয়েছে। অত্যুচ্চ গিরিশৃঙ্গেই হোক্ অথবা যেখানেই বাস করুক না কেন, যত বলশালী হোক্ না কেন, তবু সে নীচ পশু ভিন্ন অন্য কিছু নয়! চমৎকার!

কেদার। (পত্রে স্বাক্ষর করিয়া) যাও দূত! সেই হিন্দুর অগৌরব রাজপুত-কুলগ্লানি, মোগলের পদলেহী মানসিংহকে গিয়ে বলো—

মান। ভৃত্যের সম্মুখে প্রভুর নিন্দাবাদ, বিশেষতঃ তাঁর অলক্ষ্যে—বোধ করি শ্রীপুরাধিপতির অগৌরবেরই পরিচয় দিচ্ছে!

কেদার। তোমার স্মরণ রাখা উচিত যে তুমি দূত মাত্র। যাও, তোমার প্রভুকে গিয়ে বলো যে রাজা কেদার রায় তাঁর দর্শনাকাঙ্ক্ষায় উদগ্রীব হয়ে বসে আছেন।

মান। উদ্‌গ্রীব হবার কোনই কারণ নেই মহারাজ! তিনি নিজেও আপনাকে দেখবার জন্য কম ব্যাকুল নন্!

কেদার। বটে! কবে তাঁর সাক্ষাৎ পাব?

মান। তিনি আপনার সম্মুখে রাজা!

উষ্ণীষ উন্মোচন। সকলে অবাক হইয়া দেখিতে লাগিলেন

আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই রাজা। হিন্দু-রাজার কাছে দূত চিরকালই অবধ্য, তা আমার জানা আছে! সে-ই সাহস! আমি একবার দেখতে এসেছিলাম রাজা কেদার রায়কে। জান্‌তে এসেছিলাম, কিসের বলে তিনি ক্ষুদ্র বাঙলার এক ভুইঞা হয়েও ভারত সম্রাট্ আকবরের বিরুদ্ধাচরণ কর্‌তে সাহসী হন। বলুন রাজা—কি বল্‌তে চাইছিলেন—বলুন!

কেদার। মোগলের ক্রীতদাস, তুমিই মানসিংহ? পরিচয় দিতে তোমার লজ্জা বোধ হচ্ছে না? একবার ভাব দেখি—না, না, না, তুমি দূত—তুমি দূত! মানসিংহকে আমি দূত-বেশে দেখ্‌তে চাই না। তাকে আমি মোগল-সেনাপতিরূপেই দেখতে চাই! যে বেশে সে মহাবীর রাণা প্রতাপকে পরাজিত করেছে—যে মূর্ত্তিতে সে বাঙলার গৌরব প্রতাপের উচ্চশির নত করেছে—হিন্দু ললনার মর্ম্মভেদী ক্রন্দনের রোল তুলেছে, প্রতি গৃহে আগুন জ্বালিয়েছে—আমি তাকে সেই বেশেই, সেই মোগলের পদলেহী কুক্কুরের বেশেই দেখতে চাই। যাও দূত, তুমি যাও, তুমি যাও—তোমার প্রভুকে পাঠিয়ে দিও। (সম্মুখে যাইয়া) তাকে বোলো—আমি প্রস্তত!

মান। উত্তম।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

গান

শ্রীপুরের উপকণ্ঠে নদীতীরে যাইবার একটি সাধারণ পথ। পূর্ব্বাকাশ উষার রক্তিম রাগে রঞ্জিত। গাহিতে গাহিতে অন্ধ বাউলের প্রবেশ

মিছে মন মায়ায় ভুলে আখের খোয়াস্ নে।
ভূতের বেগার খেটে, বোঝা বেড়াস্ নে টেনে—
(ওরে মন আখের খোয়াস্ নে।)
গহীন রাতের অন্ধকারে,
পথ ভুলেছিস বারে বারে
পাগলপারা চেতনহারা
পড়্লি কাঁটার বনে।
জ্ঞানের আলো জ্বাল্বে এবার
আঁধার-ভরা প্রাণে।
কেন তুই হারালি চেতন,
কেটে ফেল মোহের বাঁধন,
উষার আলো ফুটিয়ে তোল্
(তোর) হৃদাকাশের কোণে।
টলিয়ে দেরে মায়ের আসন, বুক-ভরা তোর গানে।
(ওরে মন আখের খোয়াস্ নে।)

বাউল। কই মা! কোথায় গেলি?

শান্তির প্রবেশ

শান্তি। এই যে বাবা!

বাউল। আমার হাত ধর—নিয়ে চল।

শান্তি। আর যে আমি যেতে পারবো না; উষার আলো ফুটে উঠ্ছে, এক্ষুণি আমায় ফিরে যেতে হবে।

বাউল। শ্রীপুর আর কতদূরে মা?

শান্তি। শ্রীপুরের সীমায় আমরা পা দিয়েছি বাবা! এখন তুমি যাকে বল্বে, সেই তোমায় রাজবাড়ীতে পৌঁছে দেবে।

বাউল। তোমায় এক্ষুণি ফির্তে হবে?

শান্তি। হাঁ বাবা।

বাউল। ছেলের সঙ্গে আর একটুখানি এগোবে না!

শান্তি। না বাবা, আর এগোবার জো নেই!

বাউল। জো নেই? কেন মা? তোমার কথাগুলো যেন একটু হেঁয়ালীর মত ঠেক্‌ছে! আমি যে কিছু বুঝতে পাচ্ছি না মা!

শান্তি। (স্বগতঃ) কি বল্‌বো? এক্ষুণি পরিচিত লোকজন সব রাস্তায় বেরিয়ে পড়বে—কি করে বল্‌বো যে তাদের সাম্‌নে এ পোড়ামুখ আমি দেখাতে পারি না?

বাউল। চুপ করে রইলে যে মা?

শান্তি। আর আমার দেরী কর্‌লে চল্‌বে না বাবা!

বাউল। নিতান্তই যখন চলে যাবে—ধরে রাখতে যখন পার্‌বোই না—মিছে বিলম্ব করে আর লাভ কি মা? অন্ধ মানুষ, রাস্তার মাঝে অসহায় দেখে দয়া করে আমার হাত ধরে এতটা পথ নিয়ে এসেছ—এই যে আমার পরম লাভ!

শান্তি। আমি তা হলে এইখানেই বিদায় নিচ্ছি! এখনি বহুলোক নদীতে স্নান করতে এই দিকে এসে পড়বে। তাদের সঙ্গেই তুমি রাজবাড়ীতে যেতে পারবে। আমি চল্লুম। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন!

বাউল। মা!

শান্তি। 'আমায় কিছু বল্‌ছো?

বাউল। মায়ের পরিচয়টা কি এখনও ছেলের কাছে লুকোনই থাক্‌বে?

(শান্তি নিরুত্তর)

বাউল। মা?

শান্তি। পরিচয়? আমার কী পরিচয় তোমায় দেব বাবা? আমি যে রাস্তার একটা ঘৃণ্য কুকুর! পাঁচ-দুয়ারের কৃপা-ভিখারী! আমি যে সমাজের চোখে গলিত-কুষ্ঠ-রোগীর চেয়েও ঘৃণ্য। আঁস্তাকুড়ের দুর্গন্ধময় আবর্জ্জনার চেয়েও হেয়। আর আমার পরিচয় পেয়েও ত তোমার কোন লাভ হবে না বাবা! আমার সঙ্গে তোমার হয় ত আর কোনদিন দেখাই হবে না। আমায় তুমি মা বলে ডেকেছ! জেনে রাখ বাবা, এই-ই আমার পরিচয়—অন্য পরিচয় আমার নেই।

বাউল। বুঝতে পাচ্ছি মা, তোমার ঐ কোমল বুকে কিসের একটা মস্ত বড় ব্যথা! কিসের এই গভীর ব্যথা—থাক্—আমি তা জান্‌তেও চাই না! কিন্তু শুধু একটা কথা না বলে আমি কিছুতেই থাকৃতে পাচ্ছি না মা! তোমার প্রতি কথায়, প্রতি ব্যবহারে আমি বেশ বুঝতে পেরেছি মা—এ জগতে তুমি কারো চেয়ে হীন নও, ঘৃণ্য নও। অন্ধ হলেও আমি বেশ বুঝতে পাচ্ছি—তুমি মা করুণার জাগ্রত মূর্ত্তি! পাপের কালিমা তোমার কাছেও আসতে পারে না!

শান্তি। ঐ যেন কে এইঁ দিকেই আসছে। তুমি এই পথে সোজা এগিয়ে যাও বাবা! আর তোমার কোন অসুবিধে হবে না।

বাউল। আচ্ছা মা, চল্লুম। তারা, শিব-শঙ্করী!

বাউলের প্রস্থান. শান্তিও দ্রুতপদে বিপরীত দিকে চলিয়া গেল

কিছুক্ষণ পরে ছুটিয়া শ্রীমন্তের প্রবেশ

শ্রীমন্ত। কে? কে? কে চলে গেল? শান্তি! মা শান্তি! এই যে আমি এসেছি! একটু দাঁড়াও! একটু দাঁড়াও!

বিশ্বনাথের প্রবেশ

বিশ্বনাথ। এই যে শ্রীমন্ত খুড়ো! কি হ'চ্ছে এখানে? কাকে ডাকছো?

শ্রীমন্ত। আমার মেয়ে—শান্তি!

বিশ্বনাথ। তোমার মেয়ে! কোথায়?

শ্রীমন্ত। এইমাত্র এখানে ছিল—আমায় দেখতে পেয়েই চলে গেল। বড় অভিমানী কিনা! আমায় ত সে দেখা দেবে না। আমার উপর সে রাগ করেছে, আমি যে তার অক্ষম—অপদার্থ, বাপ! আমি ত পারি নি তাকে ধরে রাখতে, কালসাপের নিষ্ঠুর ছোবল থেকে পারি নি তাকে বাঁচাতে?

বিশ্বনাথ। কি তুমি সব বলছো খুড়ো? কোথায় তোমার মেয়ে? আমি যে ওদিক থেকেই আসছি!

শ্রীমন্ত। ও দিক থেকেই আসছ? তবু তাকে দেখতে পাও নি? একটি মেয়ে! ছিপছিপে গড়ন—গেরুয়া কাপড় পরা, মাথায় রুক্ষ এলো-মেলো চুল, দেখতে পাও নি?

বিশ্বনাথ। না। তবে একটু আগে একজনকে এ পথে যেতে দেখেছি বটে।

শ্রীমন্ত। দেখেছো? কে সে? কে সে?

বিশ্বনাথ। এক অন্ধ বাউল।

শ্রীমন্ত। এক অন্ধ বাউল!

বিশ্বনাথ। হাঁ। সেই যে মাস দুই আগে এখানে এসেছিল।

শ্রীমন্ত। অন্ধ বাউল?

বিশ্বনাথ। হ্যাঁ—সে ফিরে এসেছে, খুব সম্ভব রাজবাড়ীতেই যাচ্ছে।

শ্রীমন্ত। কিন্তু আমি যে তাকে স্পষ্ট দেখলাম! তবে কি আমার চোখের ভুল? এ কি তবে সেই মরুভূমির মরীচিকা?

বিশ্বনাথ। তাতে আর সন্দেহ আছে? অন্য কেউ এ পথে যায় নি।

শ্রীমন্ত। তবে! হয় ত আমারই ভুল!

বিশ্বনাথ। তুমি কতক্ষণ এখানে আছ?

শ্রীমন্ত। অনেকক্ষণ।

বিশ্বনাথ। অনেকক্ষণ? তবে কি সারারাত এই নদীর ধারেই ঘুরে বেড়াচ্ছ?

(শ্রীমন্ত চুপ করিয়া রহিল)

কি খুড়ো জবাব দিচ্ছ না যে? হাঃ হাঃ হাঃ।

শ্রীমন্ত। পাগল দেখে হাসছো? হাসো!

বিশ্বনাথ। চল, চল খুড়ো—নদীতে স্নান করবে চল! মাথা ঠাণ্ডা হবে'খন। যাবে? কি বল?

শ্রীমন্ত। হায় রে দুনিয়া! বলিহারি! কেউ বা আনন্দে হাস্চে, আর কেউ বা দুঃখে বুক চাপড়ে কাঁদে। চমৎকার সৃষ্টি!

বিশ্বনাথ। না যাও—আমি চল্‌লাম। (স্বগতঃ) পাগল!

প্রস্থান

শ্রীমন্ত। লোকে ভাবে আমি পাগল। পাগল নয় ত কি? পাগল নইলে কি কেউ সারারাত পথে পথে ঘুরে বেড়ায়? পাগল না হলে কি কেউ মর্ম্মান্তিক শোকের জ্বালা এম্‌নি করে ভুলে থাকতে পারে? এত বড় একটা অত্যাচার নীরবে হজম করে নিতে পারে? আমি পাগল—তাই পেরেছি! আমি পাগল! মা আনন্দময়ী! আমাকে তুই চিরকাল পাগল করেই রেখে দে মা—পাগল করেই রেখে দে! আমি চাই তোর কাছে—শুধু বিস্মৃতি। আমায় ভুলিয়ে দে মা! আমায় সব ভুলিয়ে দে!

রত্নগর্ভ নদীতে প্রাতঃস্নান করিয়া ফিরিতেছিলেন, তিনি শ্রীমন্তকে দেখিয়া দাঁড়াইলেন

রত্নগর্ভ। কি হে শ্রীমন্ত যে! এত ভোরে কোথায় চলেছ? রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে কি ভাবছো?

শ্রীমন্ত। ভাবছি ঠাকুরমশায়, আচ্ছা, রাজা বড় কি সমাজ বড়?

রত্নগর্ভ। হাঃ হাঃ হাঃ—হঠাৎ তোমার আবার এ খেয়াল হ'ল কেন হে? রাত্রে ঘুমোও নি বোধ হয়?

শ্রীমন্ত। বলুন না, সমাজের নিয়ম রাজা মান্‌বেন, অথবা রাজার আদেশ সমাজ শুন্‌তে বাধ্য হবে?

রত্নগর্ভ। সমাজের অনুশাসনই রাজাকে মান্‌তে হবে।

শ্রীমন্ত। মিছে কথা, তুমি জান না ঠাকুর, তুমি জান না। ধনী দোষ কর্‌লে সমাজ কানে আঙ্গুল দিয়ে রাখবে—চোখ থাক্‌বে বুঁজে। কিন্তু অসহায় গরীব অন্যায় করলে সমাজ তার টুঁটি চেপে ধরবে! তখন ধনী আর সমাজ এক হয়ে তার সর্ব্বনাশ করবে!

রত্নগর্ভ। না, না? অন্যায় করলে সমাজ গরীবকে যে শাস্তি দেবে,

ধনবানকেও সেই দণ্ডই গ্রহণ করতে হবে। সমাজের চক্ষে সব সমান।

শ্রীমন্ত। সত্যি কি তাই হয়ে থাকে?

রত্নগর্ভ। নিশ্চয়ই হওয়া উচিত!

শ্রীমন্ত কি যেন চিন্তা করিয়া সহসা হাসিয়া উঠিল

শ্রীমন্ত। হওয়া উচিত? হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—

তাহার চোখে প্রতিহিংসার আগুন জ্বলিয়া উঠিল

রত্নগর্ভ। হাসলে যে! বিশ্বাস হ'ল না?

শ্রীমন্ত। আমি দেখবো! আমি দেখবো!

রত্নগর্ভ। কি দেখবে?

শ্রীমন্ত। সমাজের নিরপেক্ষ বিচার!

রত্নগর্ভ। সমাজের বিচার দেখ নি?

শ্রীমন্ত। হ্যাঁ, দেখেছি—(শিহরিয়া উঠিল, তার পরেই আবার হাসিয়া উঠিল) হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ! কিন্তু ঠাকুর, সেটা তার একদিক! তার অন্য দিকটাও দেখবো!

রত্নগর্ভ। চল, চল, রাস্তায় দাঁড়িয়ে আর সমাজের বিচার দেখে কাজ নেই—চল! একে মনসা, তায় আবার ধুনোর গন্ধ।

শ্রীমন্ত। ঠিক হয়েছে। আচ্ছা ঠাকুর—না থাক্, তুমি যাও!

কালু সর্দ্দারের প্রবেশ

রত্নগর্ভ। এই যে সর্দ্দারজী! এই দিকে এত ভোরে?

কালু। আর কন্ কেনে—যত সব ঝঞ্ঝাট। হঠাৎ রাণীমার খেয়াল হইছে বেরামপুত্তর যাইবার। আমারেও তোমার সাথে যাইবার

লাগ্‌বো। মহারাজার হুকুম হইছে। তাই সব গোছগাছ করবার চল্‌ছি।

শ্রীমন্ত। কি বল্লে? ব্রহ্মপুত্র! কেন?

কাল্লু। আরে আপনি হিন্দু হইয়াও জানেন না? পরশু নাকি ঐ নদীতে গোছল করলে খুব ছবাব হয়! অষ্টুমির গোছল না কি তাই কইছিল।

শ্রীমন্ত। তা বেশ, তা বেশ, আর কে কে যাচ্চেন রাণীমার সঙ্গে?

কাল্লু। যাইবার ত চায় হগ্‌গলই! বড়রাজকুমারী যাইবার চায়—ছোটও কয় আমিও যামু—

শ্রীমন্ত। বড় বজরায় যাবেন বোধ হয়?

কাল্লু। উঁহু, বড় বজরায় যাইতে হইলে দেরী লাগবো। পরশু ভোরের আগে পৌছাইতে পারুম কেন? ছিপে কইর‍্যা ত তিনি আর যাইবার পারবো না! কতক পথ নৌকায় যাইয়া হেষে পাল্কী লমু। খাড়াইয়া খাড়াইয়া তোমার লগে পেচাল পাইরা কাম নাই! আমি চল্‌লাম—সেলাম!

প্রস্থান

রত্নগর্ভ। কি ভাবছো শ্রীমন্ত?

শ্রীমন্ত হঠাৎ হাসিয়া উঠিল

হাসলে যে?

শ্রীমন্ত। কিছু নয় গোঁসাইজী! আগুন! আগুন! বাতাসের সঙ্গে আগুন আস্‌ছে! আমিও যাই—আমিও যাই গোঁসাইজী!

দ্রুত প্রস্থান

রত্নগর্ভ। নাঃ, সারবার আর আশা নেই!

বিশ্বনাথের প্রবেশ

বিশ্ব। এই যে ঠাকুরমশাই! আপনি এখনও রাজবাড়ী যান নি?

রত্নগর্ভ। আরে স্নান করে ফিরছি হঠাৎ এখানে পাগলা শ্রীমন্তের সঙ্গে দেখা। মিছামিছি আমায় দাঁড় করিয়ে রেখে দিলে!

বিশ্ব। আচ্ছা ঠাকুরমশাই! শুনেছি, ও নাকি রাজদপ্তরে খুব ভালো কাজ করতো—খুব পাকা লোক ছিল। তার পর হঠাৎ মাথা খারাপ হয়ে গেল কেন?

রত্ন। সে আজ প্রায় দশ বৎসরের পূর্ব্বের কথা। তুমি তখনও এখানে আস নি। ও স্ত্রীপুত্র নিয়ে একবার দেশে গিয়েছিল। সেই ওর হ'ল কাল!

বিশ্ব। কি রকম?

রত্ন। দেশে ডাকাতের উৎপাত জান ত? মগ ডাকাতেরা ওর মেয়েকে একদিন শেষ রাত্রে ঘর থেকে ধরে নিয়ে যায়। বাধা দিতে গিয়ে ওর একটিমাত্র ছেলে তাদের হাতে প্রাণ দেয়। ও নিজেও খুবই জখম হয়েছিল।

বিশ্ব। তারপর? তারপর?

রত্ন। ডাকাতেরা মেয়েটাকে নিয়ে বহু দূরে এক জঙ্গলের ভেতরে লুকিয়ে ছিল। কিন্তু ভগবানের খেলা দেখ! রাজসেনাপতি মুকুট রায় ঘটনাক্রমে সেই বনেই ক'দিন ধরে শিকার করছিলেন! তিনি জঙ্গল ঘিরে ফেলেন। ডাকাত বেটারা পালিয়ে যায় মেয়েটাকে ফেলে। তিনি তাকে শ্রীপুরে নিয়ে আসেন।

বিশ্ব। কিন্তু কোথায় সেই মেয়ে? শ্রীমন্তের মেয়ে?

রত্ন। কেউ জানে না কোথায়। তারপর শোন, মেয়ে পাওয়া গেছে সংবাদ পেয়ে শ্রীমন্ত উর্দ্ধশ্বাসে রাজধানীতে এসে উপস্থিত হয়। কিন্তু বেচারী মেয়েটাকে পেয়েও পেলো না!

বিশ্ব। তার মানে?

রত্ন। সমাজ আর তাকে নিতে দিল না।

বিশ্ব। সে কি? তার কারণ?

রত্ন। কারণ—দস্যুরা তাকে চুরি করেছিল।

বিশ্ব। কিন্তু সে ত তার জাত খোয়ায় নি? ধর্ম্মও হারায় নি?

রত্ন। তাই বা কে জান্‌ত বল? তবে বারবার মেয়েটা কেঁদে বলেছিল বটে—সে নিষ্কলঙ্ক।

বিশ্ব। নিশ্চয়! শেষ রাত্রে ধরে নিয়ে গিয়ে সমস্ত দিন ছুটেছে। তারপর অপরাহ্ণেই সেনাপতি মুকুট রায় তাকে উদ্ধার করলেন।

রত্ন। শ্রীমন্তের স্ত্রী একসঙ্গে দুটো শোক সাম্‌লাতে পার্‌লে না, দিন কয়েক পরে সেও মারা গেল। মেয়েটাও দিনকতক রাজধানীতে অনাথ-আলয়ে ছিল। তার পর কোথায় যে চলে গেল, কেউ আর তাকে দেখতে পেলো না! শ্রীমন্তও সেই থেকেই পাগল হ'ল! মাঝে মাঝে বেশ প্রকৃতিস্থ থাকে। আবার সব গুলিয়ে যায়।

বিশ্ব। আশ্চর্য্য!

রত্ন। বড় দুঃখ হয় লোকটার জন্য—

বিশ্ব। ঠাকুরমশাই, এই আমাদের মুনি-ঋষিদের গঠিত হিন্দুসমাজ। আর এই সমাজের গর্ব্বেই আমাদের বুক দশ হাত ফুলে ওঠে। এই যে মেয়েটাকে আমাদেরই সমাজ পায় ঠেল্‌লে, একবার ত চিন্তা করেও দেখলে না—শেষে তার পরিণামটা কি হবে?

রত্ন। থাক্—থাক্—ও আলোচনায় এখন আর ফল কি বল?

বিশ্ব। এই আলোচনারই এখন বিশেষ করে প্রয়োজন হয়েছে ঠাকুর-মশাই। শুধু এক শ্রীমন্ত নয়, এ দেশে এই সমাজের জন্য বহু শ্রীমন্তের

সর্ব্বনাশ হয়েছে, হচ্ছে—আর এর সংস্কার না হওয়া পর্য্যন্ত হবেও। লোকসান তাতে শ্রীমন্তের নয় ঠাকুরমশাই—লোকসান হচ্ছে আমাদের ধর্ম্মের—আমাদের জাতের—আমাদের দেশের।

রত্ন। চল, চল বিশ্বনাথ, দেরী হয়ে যাচ্ছে। যতদিন সমাজ আছে তার নিয়ম মেনে আমাদের চলতেই হবে।

বিশ্ব। হ্যাঁ, চলুন।

উভয়ের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—রাজবাটীর অন্তঃপুরস্থ কক্ষ। কাল—অপরাহ্ণ

সোণা এবং রত্না কথা কহিতে কহিতে প্রবেশ করিল

রত্না। না, না—আমি কোন কথা শুনব না দিদি! আমিও তোমাদের সঙ্গে যাবো। কিছুতেই ছাড়ব না!

সোণা। সে কিরে? তুই পাগল হয়েছিস্ রত্না?

রত্না। পাগল কেন? তোমরা যেতে পার, আর আমার বেলাই যত দোষ?

সোণা। দোষ গুণের কথা নয় বোন! কাকামণি যে কিছুতেই মত কচ্ছেন না। তাঁর অবাধ্য হবি?

রত্না। কেন মত কচ্ছেন না শুনি? তোমার বেলায় মত কচ্ছেন, দাদার বেলায় মত কচ্ছেন, হরিদাসীকে যেতে বল্লেন। আমার কি অপরাধটা শুনি?

সোণা। তবে সত্যি কথা শুন্‌বি? বলব?

রত্না। কি কথা?

সোণা। ভূষণার রাজবাড়ী থেকে সেদিন একজন ভাট্ পাঠিয়েছিল জানিস্ ত? তারা নাকি তোকে দেখ্‌তে আস্‌বে।

রত্না। আবার ইয়ারকি হচ্ছে বুঝি?

সোণা। ইয়ারকি কেন? তোর যে বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে সেখানে।

রত্না। আবার? দিদি! ভাল হবে না কিন্তু—আমি বলে দিচ্ছি।

নারাণের প্রবেশ

নারাণ। কি ভাল হবে না রে? এখানে দাঁড়িয়ে কি বক্তিমে হচ্ছে?

সোণা। এই দেখ না ভাই নারাণ? রত্না বায়না ধরেছে, সেও আমাদের সঙ্গে ব্রহ্মপুত্র স্নানে যাবে।

নারাণ। হ্যাঁ! রত্না যাবে বৈকি! রত্না না গেলে চলে? আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে কে?

রত্না। রত্না কেন যাবে না শুনি?

নারাণ। হ্যাঁ, যাবি বৈকি! তুই যে এখন মস্ত বড় মুরুব্বি হয়ে উঠেছিস্!

রত্না। না গো মশাই, না! আমি মুরুব্বি হ'ব কেন? মুরুব্বি হয়েছ তুমি, মুরুব্বি হয়েছে দিদি!

নারাণ। তা আমরা মুরুব্বি হয়েছি বেশ করেছি! তুই চুপ কর্!

সোণা। না, না, রত্নাও মুরুব্বি হয়েছে বৈ কি! ওর যে বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে!

রত্না। হ্যাঁ! তোমার কানে কানে বলেছে!

সোণা। কেন? সেদিন ভাট আসে নি?

রত্না। ফের্ বল্‌ছি দিদি, ওসব ইয়ারকি আমার ভাল লাগে না! এই নিয়ে আমি কুরুক্ষেত্তর বাধাব কিন্তু বলে দিচ্ছি!

নারাণ। রত্নাকে কেন ক্ষ্যাপাচ্ছ দিদি? ও যাবে বল্লেই ত আর যেতে পাবে না!

রত্না। না। যাবে না বৈ কি। সকলের আগে গিয়ে আমি বজরায় উঠে বসে থাকবো, দেখে নিও।

নারাণ। হ্যাঁ, বসে থেকো! আর আমরাও এই এম্‌নি করে ঘাড়টি না ধরে সুড় সুড় করে নামিয়ে দেব! দেখে নিও!

রত্না। উঃ—মাগো! এই গ্যাখো না, দাদা কি কচ্ছে!

নারাণ। কেন? কি কচ্ছি?

সোণা। না, না, ওকে আর চটিয়ে দরকার নেই নারাণ! ও একেই ক্ষেপি—

রত্না। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি ক্ষেপি আর তোমরা সব এক একটি বুদ্ধির ঢেঁকি। আমি জানি গো জানি, সব জানি। আমি তোমাদের দু'চক্ষের বালাই। আমায় বিদেয় করতে পারলেই তোমরা বাঁচো।

সুনন্দার প্রবেশ

সুনন্দা। আমায় ডাক্‌ছিলি রত্না?

রত্না। এই দেখ না মা, ওরা কি কচ্ছে!

সুনন্দা। কেন বাপু, তোরা ওর সঙ্গে সব সময় লাগিস্‌ বল্‌ ত?

নারাণ। ওর সঙ্গে কিচ্ছু লাগি নি মা!

রত্না। লাগো নি বৈ কি! আমার ঘাড় ধরে ঝাঁকুনি দাও নি?

নারাণ। তুই কেন বললি আমাদের আগে গিয়ে বজরায় উঠে বসে থাকৃবি?

রত্না। থাকৃবোই ত!

সুনন্দা। ও! রত্নাও ব্রহ্মপুত্রে স্নান করতে যাবে বলছে বুঝি?

রত্না। হ্যাঁ মা—আমিও তোমাদের সঙ্গে যাব।

নারাণ। হ্যাঁ, যাবি বৈকি! বাবা বারণ কচ্ছেন—গেরাস্থি হচ্ছে না!

রত্না। আমি গেরাস্থি করব না! আমার ইচ্ছে। তোমাদের কি?

সুনন্দা। তোমার বাবা যে বারণ কচ্ছেন মা? নইলে আমার ত ইচ্ছে ছিল তোমাকে নিয়ে যাই।

সোণা। কাকামণিকে বলে তুমি রাজি কর না কাকীমা? ও যে কাল থেকে আমার সঙ্গে ঝগড়া কচ্ছে!

রত্না। হ্যাঁ মা, বাবাকে তুমি একবার বল!

সুনন্দা। দেখি আর একবার বলে!

নারাণ। বাবাকে বলে কিছু হবে না! তিনি একবার যখন 'না' বলেছেন—কিছুতেই আর রাজি হবেন না।

রত্না। না, রাজি হবেন না। তুমি হাত গুণতে শিখেছ! কি আমার গণক-ঠাকুর এলেন গো!

নারাণ। আরে হতভাগী—তুই সেখানে যাবি কি রে? এই ত হোঁদল-কুঁতকুঁতের মতন চেহারা! জানিস্ স্নানের ঘাটে কি ভয়ানক ভিড়? চেপ্টে যাবি। ভিড়ের ভেতর এম্নি তালগোল পাকিয়ে যাবি—শেষে আর কেউ তোকে বিয়ে করতে চাইবে না।

রত্না মুখ-ভঙ্গি করিল

সুনন্দা। আচ্ছা, আচ্ছা, আমি আর একবার মহারাজকে বলে দেখি। তুই একটু ঠাণ্ডা হ' দেখি।

নারাণ মুখ-ভঙ্গি করিয়া প্রস্থান করিল

রত্না। দেখলে মা? দেখলে? দাদার দোষ তোমরা কেউ দেখতে পাও না! আমি যাচ্ছি জ্যেঠামণিকে সব এক্ষুনি বলছি গিয়ে।

প্রস্থান

সোণা। এই যে শ্রীমন্তদা!

শ্রীমন্তের প্রবেশ

সোণা। শ্রীমন্তদা! তুমি যাবে আমাদের সঙ্গে?

শ্রীমন্ত। তোমাদের সঙ্গে? হ্যাঁ—তা—যেতেও পারি! কিন্তু কোথায়?

সোণা। ব্রহ্মপুত্রে? অষ্টমীর স্নান করতে?

শ্রীমন্ত। তুমিও যাবে দিদিমণি?

সোণা। হ্যাঁ, —আমি যাব, নারাণ যাবে, কাকীমা যাবেন—

শ্রীমন্ত। অষ্টমী-স্নান? লাঙ্গলবন্ধে? বেশ! বেশ! প্রতিবছর বহুলোক সেখানে যায়!

সুনন্দা। আপনিও কেন চলুন না সরকারমশাই? এম্‌নি ত নানা যায়গায় ঘুরে ঘুরে বেড়ান—চলুন না কেন, আমাদের সঙ্গে স্নানটা করে আসবেন; প্রাণে শান্তি পাবেন।

শ্রীমন্ত। শান্তি? আমি শান্তি পাব? ভুল—ভুল! শান্তি যে আমার বহুকাল ছেড়ে গেছে রাণীমা। আর কি আমি তাকে ফিরে পাব!

সুনন্দা। নিশ্চয় পাবেন। মিছে হা-হুতাশ করে ত কোনও লাভ নেই।

শ্রীমন্ত। তা নেই।

সুনন্দা। এই যে প্রতি বছর হাজার হাজার লোক সেখানে স্নান করতে যায়, শান্তি কি তারা পায় না? নইলে এত কষ্ট সহ্য করে দেশ-বিদেশের অত লোক যায় কেন?

শ্রীমন্ত। আমিও ত বহুবার গেছি রাণীমা—স্নান করে এসেছি! কিন্তু কি পেয়েছি? আমার স্ত্রীকে স্নান করিয়েছি, আমার শান্তিকে স্নান করিয়ে নিয়ে এসেছি—পুণ্যের জোয়ারে ব্রহ্মপুত্রের জলে মাথা আমাদের অনেকবার ডুবিয়ে ভারি করে এসেছি! কিন্তু ফল!

সুনন্দা। ফল মা ভবানীর হাতে সরকারমশাই! মানুষ তার আশা করবে কেন? এই যে আপনি অশান্তির আগুনে জ্বলে পুড়ে খাক্ হচ্চেন—কি করবেন? আপনার ত কোন হাত নেই! সব যে তাঁরই ইচ্ছা!

শ্রীমন্ত। তাঁরই ইচ্ছা? তবে আর মানুষ মিছে ভাবনা করে মরে কেন? তবে মা ভবানীর ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।

সোণার দিকে চাহিতে চাহিতে প্রস্থানোদ্যত

সুনন্দা। চলে যাচ্ছেন যে?

শ্রীমন্ত। হ্যাঁ, যাচ্ছি রাণীমা! বুকের মধ্যে আগুনের শিখা লক্ লক্ করে জ্বল্‌ছে! ছাই চাপা দিয়ে আর রাখতে পাচ্ছি না—রাণীমা, রাখতে পাচ্ছি না। আমি যাই—আমি যাই—দেখি, একটু জল কোথায় পাই! একটু জল!

প্রস্থান

সোণা। আহা মাথা একেবারে খারাপ হয়ে গেছে কাকীমা!

সুনন্দা। যাবে না? কি দাগাটাই না পেয়েছে? ও যে এখনও বেঁচে আছে তাই আশ্চর্য্য।

বিপরীত দিক হইতে নারাণ ও রত্নার পুনঃ প্রবেশ

নারাণ। সন্ধ্যে যে হয়ে এল! চল দিদি, সব গোছ-গাছ করতে হবে না? আর সময় কোথায়? কাল সকালেই ত যাত্রা করতে হবে।

সোণা। হাঁ ভাই, চল।

উভয়ের প্রস্থান

সুনন্দা। রত্না!

রত্না। কি মা।

সুনন্দা। তোমার যেয়ে কাজ নেই! লক্ষ্মী মা আমার!

রত্না। তুমিও?

সুনন্দা। বুঝে ছাখ্ মা—আমি যাচ্ছি, সোণা যাচ্ছে—তুইও চলে গেলে, তোর বাবাকে আর তোর জ্যাঠামণিকে এখানে কে দেখবে বল্ ত? কে ওঁদের কাছে বসে খাওয়াবে? হয় ত এই ক'দিন ওঁদের খাওয়াই হবে না।

রত্না। তবে দিদিই বা যাচ্ছে কেন? সে ত আর পুণ্যি-টুণ্যি কিছু মানে না? মায়ের আরতি দেখতে পর্য্যন্ত যায় না।

কেদার রায়ের প্রবেশ

কেদার। কে আরতি দেখতে যায় না রে রত্না? এই যে সুনন্দা এখানে। ছাখ, তোমাদের যাবার জন্য বড় বজরাখানাই বলে দিলাম। সঙ্গে দু'খানা পাল্কীও পাঠাচ্ছি। পরশু ভোর বেলা যদি দেখ বজরা ঠিক সময়ে পৌঁছুতে পারবে না, তা হলে বজরা ছেড়ে পাল্কী করে চলে যেও।

সুনন্দা। আচ্ছা, তাই হবে।

কেদার। আর তোমাদের সঙ্গে দু'খানা ছিপে করে যাচ্ছে কাল্লু সর্দ্দার আর পঞ্চাশজন লেঠেল্। মিছেমিছি আর লোক বাড়িয়ে লাভ কি? কি বল?

সুনন্দা। তাই যথেষ্ট। কিন্তু এদিকে যে আর এক মুস্কিল!

কেদার। কেন—কি হ'ল?

সুনন্দা। রত্নাও যাবার জন্য বায়না ধরেছে।

কেদার। না, না, রত্না যাবে না। ও চলে গেলে ওর জ্যাঠামণির কাছে থাকবে কে?

সুনন্দা। আমিও ত তাই বল্‌ছি!

কেদার। রত্না!

রত্না। বাবা?

কেদার। তুমি মা আমার এত বুদ্ধিমতী হয়ে আবার এমন অবুঝ? তুমি গেলে যে তোমার জ্যাঠামণিকেও পাঠাতে হয়! তিনি যে একদণ্ডও তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারেন না।

রত্না। আমি যাব না বাবা।

কেদার। এই ত আমার মায়ের মতন কথা।

রত্না। কিন্তু তোমরা দাদাকে আর দিদিকে বলে দিও, ওরা যেন যা তা বলে আমার সঙ্গে ইয়ারকি না করে! রাগিয়া প্রস্থান

সুনন্দা। মেয়ের রকম দেখে হাসি পায়।

কেদার। কি বলছিল ওরা রত্নাকে?

সুনন্দা। বিয়ের কথা দিয়ে ওরা ওকে ঠাট্টা করে কিনা।

দূরে মন্দিরে শঙ্খধ্বনি শ্রুত হইল

কেদার। সত্যিই সুনন্দা, আমার মাঝে মাঝে মনে হয় রত্নার বিয়ে আমি দেব না। দিব্যি হেসে খেলে বেড়াচ্ছে! কি পাপে আমার সোণার এই দশা!

সুনন্দা। থাক্, থাক—ওসব কথা আর ভেব না। আরতির সময় হ'ল—চল।

উভয়ের প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

খিজিরপুরে নবাব ঈশা খাঁর আরাম কক্ষ। কাল—রাত্রি। পুষ্পাধারে পুষ্পগুচ্ছ শোভা পাইতেছিল। অর্দ্ধোন্মুক্ত বাতায়ন-পথে উদ্যানের কিয়দংশ দেখা যাইতেছিল। নবাব পালঙ্কের উপর অর্দ্ধশায়িত। আলবোলায় তামাক খাইতেছিলেন। সম্মুখে নর্ত্তকীগণ গাহিতেছিল—

গীত

কত নিশি জাগি পোহাই সই।
পিয়া লাগি দিন যামিনী—
আকুল প্রাণে জেগে রই,
ও সে আসে কই?
বিরহিনীর উদাস প্রাণে, ভোমরা বঁধু গুঞ্জরণে,
কয়ে কথা কানে কানে, বাতায়নে আসে ওই,
সে আসে কই?
পাগল হাওয়া আগল ভেঙ্গে
ছুটে আসে সই কত রঙে
বরষা শেষে চাঁদনী হাসে
মরমেতে মরে রই—
ও সে আসে কই?

গান তাঁহার ভাল লাগিল না, মুখে উদ্বেগের চিহ্ন পরিস্ফুট

ঈশা খাঁ। তোমরা যাও। গান আজ আমার ভাল লাগছে না।

নর্ত্তকীগণ অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেল

ওঃ—মাথার ভেতর যেন কিসের একটা দুঃসহ জ্বালা! অসহ্য!

অস্থিরভাবে কক্ষমধ্যে কিছুক্ষণ ঘুরিয়া বেড়াইলেন। তার পর আবার বসিলেন। নিজের আঙরাখার ভিতর হইতে একখানা পত্র বাহির করিয়া বিশেষ মনোযোগের সহিত তাহা দেখিতে লাগিলেন। পরে কহিলেন—

ঈশা। কিন্তু এ কি সত্য? এ তার পত্র? সোণা—আমার বন্ধু রাজা চাঁদ রায়ের কন্যা সোণা—সে আমার কাছে এই পত্র লিখেছে? সে আমাকে বিবাহ করতে চায়? এ কি সম্ভব? হিন্দু রাজার কন্যা হলেও সে আমাকে—না, না, হতেও পারে—অসম্ভব। কিসে? কিছুমাত্র আশ্চর্য্য নয়! অপরূপ সুন্দরী—পূর্ণ-যৌবনা, বালবিধবা! হৃদয়ে অফুরন্ত কামনা—অতৃপ্ত তৃষ্ণা! অকালে স্বামী হারিয়েছে। আশ্চর্য্য কি! শ্রীপুরে সেদিন তাকে দেখলাম! কি অপূর্ব্ব সুন্দরী! রূপের আভায় চোখ যেন ঝল্‌সে যায়! না, না, সে যে আমার বন্ধুকন্যা! বন্ধুকন্যা! ওঃ পিপাসা—শুধু পিপাসা! এই—কে আছিস্?

ভৃত্যের প্রবেশ

কে?- তাহের? যা—সরাব নিয়ে আয়!

তাহের হাঁ করিয়া তাকাইয়া রহিল

এই ও, সরাব! সরাব!

তাহের। সরাব! আপনি খাবেন?

ঈশা। হাঁ, কোনদিন খাই নি, আজ খেয়ে দেখ্‌বো।

তাহের। জনাব! আজ আপনার মুখে—

ঈশা। আঃ চোপ্‌রাও! জলদি লে আও।

তাহের কুর্নিশ করিয়া চলিয়া গেল

ওঃ ! আর পারি না ! দেখছি বৃদ্ধ চাঁদ রায়ের কন্যাই শেষে আমার কাল হ'ল। কতবার কতভাবে মনকে প্রবোধ দিচ্ছি—চাঁদ রায় আমার বন্ধু—তার কন্যা ! সে হিন্দুললনা, আর আমি মুসলমান ! কিন্তু পারি না—কিছুতেই তাকে ভুল্‌তে পারি না। স্বপ্নে, তন্দ্রায়, জাগরণে সর্ব্বদা আমার চোখের ওপর ভেসে উঠ্‌ছে তার সেই অপরূপ ছবি ! ছবি বল্‌ছে, 'আমি আগুনের ফুলকি—আমায় ছুঁস্‌ নি, পুড়ে যাবি'—কিন্তু মন আমার ছুটে চলেছে পতঙ্গের মত সে বহ্নিশিখাতেই ঝাঁপিয়ে পড়তে। ওঃ খোদা—খোদা ! আমায় বাঁচাও ! তুমি আমায় বাঁচাও !

সরাবের পাত্র হস্তে তাহের পুনরায় প্রবেশ করিল

ঈশা। কে ? ও, তাহের ?

তাহের। হুজুর, সরাব এনেছি।

ঈশা। কি এনেছিস্‌ ?

তাহের। যা হুকুম করেছিলেন—সরাব !

ঈশা। সরাব ? (পাত্র মুখে তুলিতে গিয়া ফিরাইয়া দিয়া) ওরে না, না, নিয়ে যা—নিয়ে যা—উত্তেজনায় ক্ষিপ্ত হয়ে সরাব খাব বলেছি ! তুইও ক্ষেপেছিস্‌ ? আমি যে মুসলমান, সরাব আমার খেতে নেই !

তাহের। জনাব ! তাই বলুন !

হাসিমুখে কুর্নিশ করিতে করিতে তাহের প্রস্থান করিল

ঈশা। কিন্তু কি করি ? কেমন করে তাকে ভুলি ?

মায়ার প্রবেশ

মায়া। বাবা ! বাবা ! তুমি এখানে একলাটি বসে আছ ?

ঈশা। আঃ! তুমি আবার এখানে কি করতে এলে মা?

মায়া। তোমায় খুঁজতে, আমি তোমাকে কত জায়গায় খুঁজে এসেছি। চল বাবা, খাবে চল!

ঈশা। তুমি চল মা—আমি যাচ্ছি।

মায়া। না, তুমিও আমার সঙ্গে চল। নইলে তুমি আরও দেরি করবে।

ঈশা। (বিরক্ত হইয়া) না, না, তুই এখন পালা।

অপ্রতিভ হইয়া মায়া চলিয়া গেল

মা-হারা মেয়ে—সেও আজ আমার মুখ থেকে রূঢ় কথা শুনে গেল। জীবনে এই বোধ হয় ওর প্রথম! আমি কি উন্মাদ হয়েছি? না, না, আমি সেই মায়াবিনীকে ভুল্‌বো, যেমন করে হোক, যেমন করে পারি, তাকে ভুল্‌বো।

সহসা শ্রীমন্তের প্রবেশ

শ্রীমন্ত। আপনি পার্‌বেন না জনাব!

ঈশা। কে? ও শ্রীমন্ত! তুমি এখানে?

শ্রীমন্ত। আমার গোস্তাকী মাপ কর্‌বেন নবাবসাহেব! আমি সংবাদ না পাঠিয়েই এসে হাজির হয়েছি।

ঈশা। কিন্তু কি পার্‌ব না বলছিলে?

শ্রীমন্ত। সোণাকে ভুল্‌তে! হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!

ঈশা। চোপ্‌রও বেয়াকুব্‌! এখনি বেঁধে তোমায় চাঁদ রায়ের কাছে পাঠাব।

শ্রীমন্ত। জনাব! প্রতারণা অন্যের সঙ্গে চলে, কিন্তু নিজের অন্তরের সঙ্গে চলে না।

ঈশা। আমি সোণাকে চাই, তুমি কি করে জান্‌লে ?

শ্রীমন্ত। আমি জানি—আমি জানি নবাবসাহেব।

ঈশা। আমি সোণাকে পেলে তোমার কি ?

শ্রীমন্ত। আমার কি ? আমার কি ? ওতেই আমার সব নবাবসাহেব আমার এই বিদগ্ধ জীবনের শেষ একটা আকাঙ্ক্ষার পরিসমাপ্তি আপনি বুঝতে পারবেন না। নবাবসাহেব—আপনি ধারণাও করতে পারবেন না।

তাহার চক্ষু-তারকা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল

ঈশা। আমি তোমার কথা বুঝতে পাচ্ছি না শ্রীমন্ত। তোমার মস্তিষ্ক ঠিক আছে ত ?

শ্রীমন্ত। মস্তিষ্কই নেই, তার আবার ঠিক! হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—মাথা নেই—তার মাথা ব্যথা! নবাবসাহেব, আমি সময় সময় পাগল হয়ে যাই। কিন্তু কেন জানেন কি ? যদি তা জানতেন—ওঃ! যাক্। এখন থাক এসব কথা। সময়ান্তরে বল্‌ব! (সহসা উত্তেজিত হইয়া উঠিল) নবাবসাহেব, আমি উন্মাদ! একটা বদ্ধ পাগল! কিন্তু যে কথা আপনাকে বলবার জন্য আজ এখানে উল্কার মত ছুটে এসেছি—(সহসা থামিল)

ঈশা। কি কথা ? থাম্‌লে কেন ? বল! বল!

শ্রীমন্ত। আঁপনি—আপনি—(কথা বাধিয়া গেল)

ঈশা। আমি কি ?

শ্রীমন্ত। আপনি যেমন সোণাকে চান—সেও তেমনি আপনাকেই চায়

ঈশা। আমাকে চায় ? আমাকে চায় ? সত্য ? সত্য কথা শ্রীমন্ত ! সে আমাকে ভালবাসে ?

শ্রীমন্ত। মিথ্যা বলে আমার লাভ?

ঈশা। সত্য? কিন্তু আমি কি তাকে পাব শ্রীমন্ত? না, না, না, তা হয় না। সে যে—আকাশ-কুসুম!

শ্রীমন্ত। আমি জানি এক উপায়! সোণাকে পাবার উপায়! ব্রহ্মপুত্রে অষ্টমী স্নান—

তারপর উদ্‌ভ্রান্তভাবে বলিল

না, না, আমি যাই। এখন আমি যাই নবাবসাহেব!

যাইতে উদ্যত

ঈশা। দাঁড়াও! (তাহার হাত ধরিয়া ফেলিলেন) আমাকে পাগল করে তুমি কোথায় পালাবে উন্মাদ? সুধার পাত্র সম্মুখে ধরে আবার তা কেড়ে নেবে? তা হতে পারে না। এস আমার সঙ্গে—তোমার সমস্ত কথা আমি শুন্‌বো।

শ্রীমন্তের হাত বজ্র-মুষ্টিতে ধরিয়া টানিতে টানিতে বাহির হইয়া গেলেন

চতুর্থ দৃশ্য

দিল্লী—মানসিংহের প্রাসাদ। কাল—প্রাহ্ন

মানসিংহ এবং তাঁহার সহকারী কিলমক্ খাঁ কথা কহিতে কহিতে প্রবেশ করিলেন

মানসিংহ। বাঙ্‌লা জয় করতে সম্রাট আমাকে তিনমাসের সময় দিয়েছিলেন। কিন্তু আজ ছ মাস পূর্ণ হয়ে গেল—বাঙ্‌লা জয় করা ত দূরের কথা, সেখানে সৈন্য সমাবেশ পর্য্যন্ত করে উঠতে পারি নি।

কিল্‌মক্‌। সে দোষ আপনার নয় মহারাজ! বর্ষাকালে বাঙ্‌লা দেশে সৈন্য পাঠানো আর তাদের মৃত্যুর মুখে ছেড়ে দেওয়া একই কথা!

মান। তুমি সত্য বলেছ সেনাপতি। এত বড় বড় ভীষণকায়া নদ-নদীর একত্র সমাবেশ আমি আর কোন দেশে দেখি নি।

কিল্‌মক্‌। বিশেষতঃ সেই সব নদ-নদী যখন তাদের দুকূল ছাপিয়ে বাঙ্‌লা দেশকে গ্রাস করে ফেলে, তখন কি ভীষণ দৃশ্য! সমস্ত দেশটা যেন জলে ভাস্‌ছে!

মান। বাঙ্‌লা দেশের সবই অপরূপ কিল্‌মক্‌ খাঁ। প্রকৃতি তাকে যতদূর সম্ভব নিপুণ হাতে সাজিয়েছে—তার মনোমুগ্ধকর রূপ দিয়েছে। আর সে দেশের অধিবাসিগণ! আমি নিজে দেখে এসেছি সেনাপতি, যেমন তাদের দেহের দীর্ঘায়ত বলিষ্ঠ গঠন, তেমনি তাদের বীরত্ব-ব্যঞ্জক অপূর্ব্ব মুখশ্রী! আমার মনে হ'ল যেন প্রত্যেক লোক ভিন্ন ভিন্ন রূপের আবরণে এক একজন প্রতাপাদিত্য। কেদার রায়, অবহেলার পাত্র নয় কিলমক্‌ খাঁ! তার বিরুদ্ধে তোমাকে পাঠাচ্ছি—তুমি রীতিমত প্রস্তুত হয়ে যাবে, যেন বিফল মনোরথ হয়ে ফিরতে না হয়।

কিলমক্‌। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন মহারাজ! বিশ হাজার মোগল সৈন্য ভুঁইয়া কেদার রায়ের বিরুদ্ধে যথেষ্ট।

মান। না, না, কিলমক্‌ খাঁ,! আমি সংবাদ পেয়েছি—কেদার রায় পর্ত্তুগীজ বোম্বেটেদের সাহায্য লাভ করেছে, আর ঈশা খাঁর সঙ্গে তার যুদ্ধ-সম্বন্ধে পরামর্শ চলছে। তুমি আরও দশ হাজার সৈন্য নাও সেনাপতি।

কিলমক্‌। কোন প্রয়োজন ছিল না মহারাজ! তবে আপনি বল্‌ছেন,

আমি আপনার আদেশ অবহেলা করতে পারি না। আমি আরও পাচ হাজার সৈন্য ও একশত কামান সঙ্গে নেব।

মান। তা বেশ! তুমি তা হলে অবিলম্বে যাত্রা কর। (মানচিত্র দেখিয়া) পদ্মার এপারে কুতুবপুরেই প্রথমে ছাউনি ফেল্‌বে?

কিলমক্। আজ্ঞে হাঁ, আমার সেইরূপই ইচ্ছা!

মান। (মানচিত্র দেখিতে দেখিতে) তা মন্দ নয়, যায়গাটা সুরক্ষিত বলেই বোধ হচ্ছে। তুমি তা হলে এখন এস। (কিলমক খাঁ ফিরিলেন) আমি তোমার কাছ থেকে সংবাদের প্রতীক্ষা করব কিলমক্ খাঁ।

কিলমক্। যথা আজ্ঞা। গমনোদ্যত

মান। আর ত্যাখো—একবার রেজাক খাঁকে এখানে পাঠিয়ে দাও ত!

কিলমক্। যে আজ্ঞে মহারাজ।

প্রস্থান

রেজাক খাঁর প্রবেশ

রেজাক। মহারাজ। আমায় স্মরণ করেছেন?

মান। হাঁ, রেজাক খাঁ। দূতবেশে যেদিন আমি শ্রীপুরে যাই সেদিন কেদার আমায় কি বল্‌লে জান?

রেজাক। কি করে জান্‌বো মহারাজ! ফিরে এসে আপনি ত কিছুই বলেন নি?

মান। কেদার রায় সেদিন বল্‌লে যে আমি স্বজাতিদ্রোহী—আমি হিন্দু কুলের অগৌরব। আমা হতেই নাকি হিন্দুর হিন্দুত্ব যেতে বসেছে—ভারতের হিন্দু-জাতি ধ্বংসের পথে ছুটে চলেছে। ভারতের সমস্ত হিন্দুই নাকি এই একই কথা বলে।—তাই কি?

রেজাক। এ প্রশ্নের কি জবাব দেব আমি বুঝতে পার্চ্ছি না মহারাজ!

মান। আমি নিজে হিন্দু হয়েও মোগলের দাসত্ব বরণ করেছি সত্য কথা, কিন্তু তারা জানে না যে আমি মোগলের সৈনাপত্য গ্রহণ না করলেও বর্ত্তমানে ধ্বংসাবশেষ হিন্দু জাতির পুনরুত্থান অসম্ভব। রাণা প্রতাপ কিম্বা প্রতাপাদিত্যের সাধ্যও ছিল না যে মোগলের বিরাট বাহিনীকে পরাজিত করে দিল্লীর অটল সিংহাসন টলাতে পারে! হাঁ, তবে হতে পারে—আমি এর নিমিত্ত—কারণ! কি বল?

রেজাক। সত্য কথা মহারাজ! কিন্তু সে কথা ভেবে আর এখন ফল কি?

মান। সত্য রেজাক খাঁ, সে কথা ভেবে এখন কোনও ফল নেই। আমি—আমি বহুদূর অগ্রসর হয়ে পড়েছি—আর ফিরে যাওয়া অসম্ভব।

ধীরে ধীরে নিষ্ক্রান্ত হইলেন

রেজাক। অদ্ভূত প্রকৃতি! এতদিনেও চিন্‌তে পার্‌লুম না!

প্রস্থান

অপর দিক দিয়া কিলমক্ খাঁ এবং সাদি খাঁর প্রবেশ

কিলমক্। এই যা! মহারাজ যে চলে গেলেন? কি হবে?

সাদি। তা ত যাবেনই?

কিলমক্। যাবেনই?

সাদি। তা নয় ত কি!

কিলমক্। বটে? আমার সঙ্গে ইয়ারকি হচ্ছে সাদি খাঁ?

সাদি। আজ্ঞে ইয়ারকি কেন? আগে খবর পাঠিয়ে ত আর আপনি আসেন নি?

কিলমক্। আগে খবর পাঠাই নি—তা কি হয়েছে?

সাদি। তিনি ত আর হাত গুণ্‌তে জানেন না! তা হলেও না হয়

হুজুর কখন আসবেন জেনে এখানে হাঁ করে তিনি আপনার পথ চেয়ে বসে থাকতেন।

কিলমক্। এইও, বাড়াবাড়ি হচ্ছে! আমি তোমায় ফের সাবধান করে দিচ্ছি সাদি খাঁ! হুঁসিয়ার!

সাদি। আজ্ঞে বাড়াবাড়িটা হচ্ছে কোথায় হুজুর? তিনি হলেন মহারাজ মানসিংহ। ওরে বাপ্ রে! বাঘে গরুতে যার নামে এক ঘাটে জল খায়! আপনি হচ্ছেন তাঁর অধীনে একজন—

কিলমক্। এইও, চোপ্‌রও বেয়াদব! বেত্‌মিজ—বে-আক্কেল!

রেজাক খাঁর পুনঃ প্রবেশ

রেজাক। আরে কি হচ্ছে? কি হচ্ছে খাঁ সাহেব?

কিলমক্। এই দ্যাখ না! বেয়াদবটা আমার মাথা খারাপ করে দিয়েছে।

রেজাক। মাথা খারাপ করে দিয়েছে? সে কি? কেন?

সাদি। আমি কিছু করি নি ছোটহুজুর!

কিলমক্। ফের্ ঝুটা বাত? উল্লুক!

সাদি। (রেজাক খাঁর পিছনে গিয়া) ঝুটা বাত বলিনি হুজুর!

কিলমক্। তবে রে কমবক্ত!

রেজাক। আহা-হা! যেতে দিন খাঁসাহেব! যেতে দিন।

কিলমক্। আরে না, না—তুমি বুঝতে পাচ্ছ না রেজাক খাঁ।

রেজাক। বুঝতে আমি বেশ পেরেছি খাঁসাহেব!

কিলমক্। তবে?

রেজাক। তবে কথা হচ্ছে এই যে এর মত একটা তুচ্ছ প্রাণী আপনার রাগ বরদাস্ত করতে পারবে কেন?

কিলমক্। হাঁ, হাঁ, তা বটে! তবে—

রেজাক। যাক্, যা হবার হয়ে গেছে। ওকে মাপ করুন।

কিলমক্। যা বেত্‌মিজ! বেঁচে গেলি এবার! যা এখান থেকে—পালা!

সাদি। যাচ্ছি হুজুর।

কিলমক্। যা, পালা! এই শোন্! আজ সন্ধ্যের পরই রওনা হতে হবে, মনে থাকে যেন।

সাদি। আজ্ঞে তা ঠিক মনে আছে! তবে আমাদের সঙ্গে বাঙ্‌লা মুল্লুকে আরও একজন যেতে চায় হুজুর!

কিলমক্। কে সে! ও। তোমার দোস্ত্ ওস্‌মাক্ খাঁ?

সাদি। জী হুজুর।

কিলমক্। কোথায় সে?

সাদি। এই যে এখানেই হুজুরের ভয়ে লুকিয়ে আছে। এই আয় না এখানে!

ওস্‌মাক্ খাঁর প্রবেশ

ওস্‌মাক্। বন্দেগী হুজুর! আদাব ছোটহুজুর।

রেজাক। (জনান্তিকে) সাঙ্গ-পাঙ্গ যে রকম জুটেছে দেখ্‌ছি খাঁসাহেব, মনে হচ্ছে বাঙ্‌লায় গিয়ে সময়টা বেশ ভালই কাট্‌বে।

কিলমক্। হেঁ, হেঁ, হেঁ—তা, তা—একটু কাটবে বৈকি। আরে সে কি এখানে? দিল্লী থেকে একেবারে সেই বাঙ্‌লা মল্লুক! একটু আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা না থাক্‌লে সেখানে থাকে কার সাধ্য?

রেজাক। তা বটে! সেই জন্যই বুঝি ওস্‌মাক্ খাঁকেও সঙ্গে নিচ্ছেন!

কিলমক্। আরে ওটা একটা আস্ত উল্লুক। ওর বাপ মা ওর নাম রাখতে ভুল করেছিল। ওস্‌মাক্ খাঁ না রেখে উচিত ছিল রাখা ওজবুক খাঁ!

ওস্‌মাক্। আজ্ঞে হুজুরই আমার মা বাপ। আমার খোসনামটা বের করে আর ফল কি? ছোটহুজুর ত আমার সবই জানেন। ফিরিস্তিটা তা হলে একবার আমায় দিয়ে দিন হুজুর।

কিলমক্। ফিরিস্তি? কিসের?

ওস্‌মাক্। আজ্ঞে ওই আমোদ-প্রমোদের?

কিলমক। ওঃ—নাচনেওয়ালী?

ওস্‌মাক্। জী হাঁ! কাকে কাকে নেব—তাই!

কিলমক্। ও তোমার পছন্দ মাফিক্ নাও গে যাও!

ওস্‌মাক্। যে আজ্ঞে হুজুর! চল দোস্ত! আমাদের পছন্দ মাফিক! আদাব হুজুর!

সাদি খাঁ এবং ওস্‌মাক্ খাঁর প্রস্থান

কিলমক্। কি ভাবছেন রেজাক খাঁ?

রেজাক। ভাবছি খাঁসাহেব—আয়োজন যা করেছেন বাঙ্‌লা মুল্লুকে নিজের গর্দ্দান রেখে আস্‌তে হয়।

কিলমক্। তোমার মনে রাখা উচিত রেজাক খাঁ, যে বয়সে এবং পদবীতে তুমি আমারই চেয়ে ছোট!

রেজাক। তা জানি খাঁসাহেব। তবে বাঙ্‌লা দেশটাও সোজা জায়গা নয় এটাও আপনি মনে রাখবেন।

কিলমক্। আরে রেখে দাও তোমার বাঙ্‌লা দেশ। বাঙ্‌লা মুল্লুককে ভয় করগে তুমি! আমি অমন ঢের বাঙ্‌লা মুল্লুক দেখিছি। হ্যাঁ!

রাগিয়া কিলমকের প্রস্থান

রেজাক। আরে শুনুন—শুনুন খাঁসাহেব!

প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য

অষ্টমী উপলক্ষে ব্রহ্মপুত্রের স্নান ঘাট। অদূরে একটি ঘাট মেয়েদের স্নানের জন্য নির্দ্দিষ্ট করা ছিল। মেয়েদের ঘাটের একাংশ চাঁদ রায়ের কন্যা সোণার স্নানের জন্য পৃথক রাখা হইয়াছিল। স্নান-ঘাট হইতে কিছুদূরে একটি সাধারণ পথ।

ভিক্ষার্থী বালক-কৃষ্ণের গীত

রাখালরাজে দেখবে এসো
ওগো নগরবাসী।
মাথে চূড়া হাতে বাঁশী তার
মুখে মধুর হাসি।
পাচন হাতে পালি প্রজা
শাসন করি সেজে রাজা
(আবার) মানের দায়ে সাজি যোগী
দেখ্‌তে রাধার মুখশশী॥

জনৈক পুরোহিতকে ঘিরিয়া কতিপয় স্নানার্থীর প্রবেশ

পুরোহিত। আরে তোরা একটু থাম্ না বাপু। স্নান ক'র্‌বি ত এত গোল কচ্ছিস কেন?

১ম স্নানার্থী। দোহাই বাবাঠাকুর! আমার স্নানটা আগে করিয়ে দাও। দোহাই তোমার! দোহাই!

২য় স্নানার্থী। দোহাই দেবতা! আমারটা আগে! আমি সেই কখন থেকে তোমার পেছনে ঘুরছি।

পুরোহিত। আচ্ছা, আচ্ছা, তুই দাঁড়া। আরে তুই আবার আমার কাছাটা ধরে আছিস্ কেন রে হতভাগা? ছাড়্ না! আঃ! কি বিপদেই পড়েছি।

৩য় স্নানার্থী। বাবাঠাকুর!

পুরোহিত। আরে আমায় ছাড় না ব্যাটারা। জোঁকের মত সব পেছনে লেগেছে। ঘাটে আর বাবাঠাকুর দেখতে পাচ্ছ না ধনমণি?

৩য় স্নানার্থী। কোথায় আর পাব বাবাঠাকুর! সব জায়গায় ভিড়—ঠাকুর কি আজ পাবার যো আছে?

পুরোহিত। কেন? ওদিকে যাও না—খুঁজে দেখ না! যত সব ছোটলোক!

১ম স্নানার্থী। রুক্ষ মুখ কর কেন বাবাঠাকুর? স্নান করাবে পয়সা পাবে, গালমন্দ দাও কেন বাবা?

পুরোহিত। গালমন্দ দিই সাধে? তোমাদের আক্কেলের দোষে! এক একজন করে এলেই ত হয়। চারিদিক থেকে আমায় ঘিরে ধরেছো কেন? আমায় কি পাকা কলাটি পেয়েছ?

৪র্থ স্নানার্থী। যাক দয়াময়, যা হবার হয়েছে। ওরে তোরা সর্ না! এখন আমার মন্তরটা আগে পড়িয়ে দাও দেখি?

২য় স্নানার্থী। ইস্ তা বটে আর কি! তুমি ত এই এলে?

৪র্থ স্নানার্থী। আচ্ছা, আচ্ছা, এই এসেছি বেশ করেছি। এখন সরে দাঁড়া। তুমি চল ত দয়াময়!

পুরোহিত। বটে! তুমি ত দেখছি বাহাদুর আছ, যাদু! এস—এস, এদিকে এস!

৪র্থ স্নানার্থী। এই যে দয়াময়! চলুন তা হলে।

পুরোহিত। গাঁটটা একবার খোল ত মণি?

৪র্থ স্নানার্থী। গাঁট খুলে কি হবে বাবা?

পুরোহিত। দক্ষিণে দিতে হবে না? কত আছে একবার দেখে নেব আর কি? খোল—খোল ত যাদু?

পাণ্ডা। আরে দেখ বাছারা মুঁই ঘাট-পাণ্ডা আছি। স্নান সারি কিড়ি ফোঁটা লিও। ফোঁটা, ফোঁটা—হুঁ!

পুরোহিত। মোটে এই দু'গণ্ডা কড়ি? আরে দূর! যা পালা—ঐ ওখানে যা। ওখানে এক ব্যাটা কুটে বামুন বসে আছে—তার কাছে যা। আমার মত কুলীনের কাছে দু'গণ্ডায় হয় না।

৪র্থ স্নানার্থী। এই যে বাবা, এই কোঁচড়ে আরও দু'গণ্ডা কড়ি রয়েছে বাবা!

পুরোহিত। তাই ত দেখছি। তবে ত আরও আছে! আর কোথায় কি আছে খোল ত ধনমণি?

কাণা, খোঁড়া, অন্ধ, নুলো ইত্যাদির প্রবেশ

কাণা। জয় রাধেকৃষ্ণ! এই কাণাকে কিছু খেতে দাও বাবা! খুব পুণ্যি হবে বাবা! দাও বাবা।

খোঁড়া। এই পা নিয়ে চল্‌তে পাচ্ছি না বাবা! দাও বাবা, কিছু খেতে দাও বাবা!

হাবা। এ্যাঁও—এ্যাঁও—আ-বা-বা—

পুরোহিত। এই রে! যত সব কাণা খোঁড়ার নিকুচি করেচে। যা, যা, পালা! এখানে কিছু হবে না।

হাবা। আ—বা—এ্যাঁও—আ—বা—বা—

অন্ধ। আমি এই চক্ষু দুটি হারিয়েছি বাবা—

পুরোহিত। হারিয়েছ তা বেশ করেছ—উত্তম করেছ। আমার কাছে এসেছ কেন? আর লোক খুঁজে পাও না?

অন্ধ। কিছু খেতে দাও বাবা, ধনেপুত্রে লক্ষ্মীলাভ হবে।

নুলো। আমার অবস্থাটা একবার দেখো বাবা! দোহাই বাবা! কিছু দাও বাবা!

পুরোহিত। যা, যা, সব পালা। নইলে এখনি পাইক ডাকবো। এই বরকন্দাজ—এই—

খোঁড়া। চল্ রে ভাই চল্, গরীবের দুঃখ কেউ বোঝে না বাবা! কেউ বোঝে না।

পুরোহিত। আর বুঝে কাজ নেই রে বাবা! এখন বিদেয় হও।

অন্ধ। এই যাচ্ছি বাবা। জয় রাধেকৃষ্ণ! ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।

ভিখারীদের প্রস্থান

পুরোহিত। ইস্! আকাশে ভয়ানক মেঘ করে উঠেছে! দে, দে, দেরি করিস্ নি। তোদের কাছে কি আছে সব দে!

সকলে। এই নাও বাবা। তাই নিয়ে স্নানের মন্তরটা তুমি একবার পড়িয়ে দাও। ইস্! বোধ হয় এখনই ঝড় উঠবে!

পুরোহিত। এইবার এক কাজ কর ত বাছারা। জলে নেমে প্রত্যেকে একঘটি করে জল নিয়ে এসো ত। সেই জলে আমি মন্ত্র পড়ে দেব। তোমরা আগে সেই জল মাথায় ঢেলে তারপর নদীতে নেমে স্নান করবে। যাও, যাও—চট্ করে যাও, দেরী করো না! আমি ঐ—ওখানে বসে আছি।

সকলের কড়ি প্রদান প্রস্থান

একজন বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবী গাহিতে গাহিতে প্রবেশ করিল

চিরদিন কাঁচা বাঁশের খাঁচা রবে না
পাখী থাকবে না রে যাবে চলে
কারো বারণ শুনবে না॥

তুই রে পাখী দিয়ে ফাঁকি
বাড়ালি ভব যন্ত্রণা—
আমার হৃদ্‌পিঞ্জরে বাস করিয়ে
(একবার) রাধাকৃষ্ণ বলি না।
মোহের ভেল্‌কি আঁটা সতি-কোঠা
(কত) রূপের ছটা দেখ না—
তার মাঝে বসে খেল্‌ছে এসে
চতুর পাখী চন্নরা।
তুই অন্ধ হয়েই রইলি ক্ষ্যাপা—
তার মর্ম্ম কিছু বুঝলি না॥

প্রস্থান

—পঞ্চম দৃশ্য—

শ্রীমন্তের প্রবেশ

শ্রীমন্ত। এই সেই মেয়েদের ঘাট। এই ঘাটে একদিন আমার অভাগিনী মেয়ে শান্তি স্নান করে গেছে। আমার স্ত্রী স্নান করে গেছে! আজ আস্‌ছে চাঁদ রাজার মেয়ে সোণামণি! আমি আজ এখানে ছুটে এসেছি—স্নান কর্‌তে নয়—স্নান করতে নয়—বুকের জ্বালা জুড়োতে। ওঃ! কি তার জ্বালা—যেন আগুন! আগুন!

কাল্লুর প্রবেশ

কাল্লু। আরে এই যে ছিরমন্তমশয়? আপনার গোছল হইয়া গেছে নাকি?

শ্রীমন্ত। হ্যাঁ, হয়ে গেছে। আবার স্নান করবো। বুকের আগুন এখনও দাউ দাউ করে জ্বল্‌ছে। তারই জ্বালায় ক্ষিপ্ত হয়ে যাচ্ছি। না, না, না, আমি কি বলছি। ও কিছু নয় কাল্লু! হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—পাগলের খেয়াল, বুঝলি—পাগলের খেয়াল! হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!

প্রস্থান

কাল্লু। এক্কালে পাগল হইয়া গেছে গো! আরে হেই বেহারা! একটু চালাক্ কইর‍্যা আস্‌বার পারস্ না? পালকি এহানে লইয়া আয়—এহানে লইয়া আয়—ঐ গাছতলাটায় লামা।

বেহারাগণ পাল্‌কি নামাইল। পাল্‌কি হইতে স্বনন্দা এবং সোণা বাহির হইয়া আসিলেন। কাপড় ও গামছা পরিচারিকার হাতে দিয়া তাঁহারা ফুলের সাজি নিজে গ্রহণ করিলেন

কাল্লু। মা, আপনারা ঘাটে যাইয়া গোছল করেন। আমরা ঐ গাছ-তলায় যাইয়া বসি। শীঘ্রি কইরা সাইরা লন্। এহনই তুফান আইবো।

স্বনন্দা। নারাণ কোথায়? রাজকুমার?

কাল্লু। রাজকুমার ঐ ঘাটে গোছল করতিছেন। তেনার লাইগা কোন ভাবনা নাই। আমাগোর আরও লোক তেনার লগে আছে।

স্বনন্দা। বেশ! তোমরা তা হলে যাও। নিকটেই থেকো!

সোণা। আর দেরী ক'র না কাকীমা। আকাশের অবস্থা মোটেই ভাল নয়।

স্বনন্দা। চল।

কাল্লু। আর হেই বেহারা! এহানে দাঁড়াইয়া কি দেখ্‌বার লাগছস্? যা ঐ গাছতলায় যাইয়া বইয়া থাক।

স্বনন্দা ও সোণা পরিচারিকার সঙ্গে জলে নামিয়া স্নান করিলেন। জলে দাঁড়াইয়া আপন মনে অঞ্জলি দিতেছিলেন

"ব্রহ্মপুত্রঃ মহাভাগঃ শান্তনু কুলনন্দন।
অমোঘ গর্ভসম্ভূত পাপং লোহিত্য মে হর॥"

এমন সময়ে লোক বোঝাই একখানি ছিপ আসিয়া তীরে ভিড়িল, তাহাদের অলক্ষ্যে একটা বলশালী লোক ঘাটের উপর লাফাইয়া পড়িল। সোণার হাত চাপিয়া ধরিয়া টানিয়া তীরে উঠাইল। দাসী "মাগো" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। সোণাও নিজের বিপদ বুঝিতে পারিয়া প্রাণপণে চীৎকার করিয়া ডাকিলেন—"কাল্লু সর্দ্দার! কাল্লু!" সেই লোকটা তাহার মুখ চাপিয়া ধরিয়া নিমেষ মধ্যে তাহাকে পাঁজাকোলা করিয়া ছিপে গিয়া উঠিল, ছিপ তীর হইতে খানিক দূরে সরিয়া গেল।

ছুটিয়া কাল্লু সর্দ্দারের প্রবেশ

কাল্লু। কি হইছে! কি হইছে মাজী? কি সর্ব্বনাশ! আরে তোরা শীঘ্র কইরা ছুইটা আয়—আমার লাঠি লইয়া আয়। সর্ব্বনাশ হইছে! (ছিপের দিকে লক্ষ্য করিয়া) কতদূর যাইবার পারবি হালার পো হালারা!

জলে লাফাইয়া পড়িল

ছুটিয়া কাল্লুর অনুচরগণের প্রবেশ

১ম। আরে, কি সর্ব্বনাশ! আমাগোর মাঠাকুরাণীরে ডাকাতে লইয়া যায়! নদীতে ঝাঁপ দে—ঝাঁপ দে—ধর্—ধর্—ছাড়িস্ না।

সকলে জলে পড়িল, তারপর এক ভীষণ ব্যাপার। চীৎকার হট্টগোলের মাঝখানে কাল্লু সাঁতরাইয়া গিয়া ছিপ ধরিয়া ফেলিল। ছিপ হইতে একটা লোক তাহার মাথায় বারে বারে সজোরে বোঠের আঘাত করিতে লাগিল। কাল্লুর মাথা ফাটিয়া গেল; সে জলে ডুবিল। আর চার-পাঁচজন অনুচরেরও ঐ একই অবস্থা প্রাপ্তি হইল, ছিপ অদৃশ্য হইয়া গেল। তীরে বহুলোক জমা হইয়াছিল। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল একজন অনুচর কাল্লুকে টানিয়া তীরে তুলিয়াছে। সে অচৈতন্য, মাথা রক্তে ভাসিয়া যাইতেছে।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

রাজা কেদার রায়ের মন্ত্রণা-কক্ষ। কাল—পূর্ব্বাহ্ন। কেদার, মুকুট এবং কার্ভালো বসিয়া পরামর্শ করিতেছিলেন

মুকুট। মানসিংহ বাঙলা পরিত্যাগ করেছে আজ প্রায় পাঁচ মাস। এই দীর্ঘকাল সে যে একেবারে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে আছে, তা ত মনে হয় না মহারাজ!

কার্ভালো। হামি মনে করে মোঘল বয় পাইয়াছে কমেণ্ডার! বাঙ্‌লা মুলুকে সে আউর আস্‌বে না।

মুকুট। তা নয় সাহেব! ভয় কাকে বলে মানসিংহ জানে না।

কার্ভালো। তবে কেনোসে দেরী করিতেছে? হামার দুই হাজার পর্ত্তুগীজ তাকে দেখবার জন্য হাঁ করিয়া বসিয়া আছে! Let him come!

চাঁদ রায়ের প্রবেশ

চাঁদ। মানসিংহ কেন দেরী করছে তাই বলবার জন্য আমি তোমার কাছে এসেছি কেদার!

কেদার। কিসের জন্য দাদা?

আসন ছাড়িয়া উঠিলেন

চাঁদ। এটা তোমার মন্ত্রণা-কক্ষ। ছোট ভাই হলেও, এখানে তুমি আমারও রাজা! তুমি ব'স কেদার!

কেদার অগ্রজের হাত ধরিয়া অন্য একটি আসনে বসাইলেন এবং নিজেও বসিলেন

কেদার। মানসিংহ কি তোমার কাছে কোন সংবাদ পাঠিয়েছে দাদা?

চাঁদ। হ্যাঁ, সে গোপনে আমার কাছে দূত পাঠিয়েছিল।

কেদার। কি তার অভিপ্রায়?

চাঁদ। অভিপ্রায় সে এই চিঠিতেই ব্যক্ত করেছে।—পড়!

কেদার পত্র পাঠ করিয়া কিছুক্ষণ চিন্তার পর হাসিলেন

কি কেদার?

কেদার। পত্রের জবাব আশা করি দূত তোমার কাছ থেকে নিয়েই গেছে।

চাঁদ। অবশ্য।

কেদার। এবং জবাব পেয়ে মানসিংহ খুসীই হবে নিশ্চয়?

চাঁদ। তা জানি না। তবে আমি লিখেছি যে, মধ্যাহ্ন-ভাস্করের প্রদীপ্ত গরিমা ম্লান দেখার ইচ্ছা আমার নেই এবং তার প্রস্তাব মেনে নেবার অধিকারীও আমি নই। কি বল মুকুট? হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—

কেদারও হাসিতেছিলেন।

মুকুট। কি মহারাজ?

কেদার। মানসিংহ সন্ধির প্রত্যাশী, সেনাপতি!

মুকুট। সন্ধি?

কেদার। হ্যাঁ সন্ধি! সর্ত্ত, মোগলের বশ্যতা স্বীকার নয়—তবে—সখ্যতার নিদর্শন স্বরূপ মোগল-সম্রাটকে বৎসরান্তে যৎকিঞ্চিৎ কর প্রদান!

মুকুট। বটে?

কার্ভালো। কমেণ্ডার!

মুকুট। কি সাহেব?

কার্ভালো। মোঘল্ ফিন্ সন্ধি করিতে আসিলে, তাকে পথের মাঝে হামি গুলি করিয়া মারিবে! এ হামি এক্দম্ সাচ্ বাত বলিতেছে!

কেদার। তোমার কি মত কার্ভালো?

কার্ভালো। ফাইট! লড়াই! রাজা, হামি পর্ত্তুগীজ আছে! For-nothing সন্ধি করিতে জানে না! Never!

কেদার। আমাদেরও তাই অভিপ্রায় সাহেব। তুমি কি ভাব যে মানসিংহ সত্যি সত্যিই সন্ধি করতে চায়? তা নয়! এই চিঠি তার একটা চাল। এই অবসরে সে আমাদের দেশের রাস্তা-ঘাট, সৈন্যবল সব বুঝে নিতে চায়! সে ঠিক জানে, মোগলকে রাজস্ব দিয়ে আমি রাজত্ব করব না! শুধু সময় কাটাবার জন্যে এ একটা চাল!

চাঁদ। তবে সন্দীপ হাতে পেয়ে মোগলের খুব সুবিধা হয়ে গেছে কেদার।

কেদার। তা হয়েছে! কিন্তু সে সুবিধাও আর বেশী দিন থাকবে না। সন্দীপ অধিকার কর্ত্তে তোমার কত সৈন্যের প্রয়োজন সাহেব?

কার্ভালো। আরে তার জন্যে কুছ ভাবতে হোবে না রাজা! সন্দীপ পাহাড়কা ওপরমে নেই আছে। জলে ভাসিতেছে। ও হামি এক-দিনে দখল করিয়া দিবে।

কেদার। সন্দীপ আক্রমণের জন্য তুমি অবিলম্বে প্রস্তুত হও কার্ভালো!

কার্ভালো। রাইট্ ও!

কার্ভালোর প্রস্থান

ছুটিয়া বিশ্বনাথের প্রবেশ

বিশ্বনাথ। মহারাজ! সর্ব্বনাশ হয়েছে, কাল্লু সর্দ্দারের মাথা ফেটে গেছে।

সকলে। এঁ্যা! সে কি?

কেদার। কোথায় সে? কোথায় সে?

বিশ্বনাথ। এই যে, এখানেই তাকে নিয়ে আসছে।

চাঁদ। বৌরাণীমা, সোণা, নারাণ,—তারা কোথায়? তারা এসেছে?

দুইজন লোকের কাঁধে ভর দিয়া কালুর প্রবেশ

কেদার। একি? তোমার এ অবস্থা কে করলে সর্দার?

কাল্লু। দুষমণ!

কেদার। দুষমণ! কে সে?

কাল্লু। জানি নে মহারাজ! ওহো—হোঃ—

চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল

চাঁদ। আমার সোণা কোথায় কাল্লু? বৌরাণীমা? নারাণ?

কাল্লু। রাণীমা অন্দরে গেছেন। সোণাদিদিমণি—

কি বলিবে ঠিক করিতে পারিতেছিল না

চাঁদ। কেদার! কেদার!

কেদার। স্থির হও দাদা!

কাল্লু। মহারাজ!

কেদার। সর্দার, কি হয়েছে শীঘ্র বল!

কাল্লু। মহারাজ! সোণাদিদিমণি আমাগোর ছাইড়্যা গেছে।

চাঁদ। এঁ্যা! কি বললে! কি বল্‌লে? আমার সোণা নেই? সোণা—

কাল্লু। না মহারাজ! ডাকাত—ডা—কা—ত!

বলিতে পারিতেছিল না

কেদার। সব কথা খুলে বল সর্দার! আমি আর অপেক্ষা করতে পারছি না! শীঘ্র বল!

কাল্লু। মহারাজ। আমার রাণীমা, সোণাদিদি, মাইয়া লোকের ঘাটে বইয়া গোছল্ করতে আছিলেন—আমরা একটু দূরে একটা গাছ-তলায় বইয়া বিশ্রাম করতে আছিলাম। হঠাৎ রাণীমার চীৎকারে চমক্ ভাঙলো! চাইয়া দেখি, ঘাটে একখান ছিপ— একটু দূরে আরও

চাইর-পাঁচখান ; সব মানুষ বোঝাই ! আমি কাছে যাইবার আগেই —সোণাদিদিরে লইয়া ছিপ ঘাট ছাইড়্যা গেল। আমি লাফাইয়া জলে পড়লাম—সাঁতরাইয়া যাইয়া ছিপ ধরলাম—কিন্তু মহারাজ ! আমার সোণাদিদিরে রইক্ষ্যা করতি পারলাম না। এক হালা জোয়ান আমার মাথায় বৈঠার বাড়ি মারলো—আমার মাথা ফাট্‌লো ! কিন্তু হালার পো হালারা আমারে মারবার পারলো না ! আমি কাল্লু সর্দার—মহারাজের নিমক খাই ? আল্লা আমারে নিমকহারাম বানাইল। আর মা-রে চুরি করবার আগে, আমার জান্ লইবার পার্‌লো না ! আঃ—আঃ—হাঃ—

কাঁদিতে কাঁদিতে নারাণের প্রবেশ

নারাণ। বাবা ! বাবা ! বাবা !

কেদার। তোমার দিদিকে দস্যুরা ধরে নিয়ে গেল—আর তুমি তার ভাই—তার দেহ রক্ষী—অক্ষত দেহে ফিরে এসে কাঁদছো ? নির্লজ্জ কাপুরুষ !

নারাণ। বাবা !

কেদার। চুপ !

কাল্লু। উনার কোন দোষ নাই মহারাজ ! পোলাপান্ মানুষ—তাও আছিল অন্য ঘাটে ! তিরস্কার করেন, শাস্তি দেন, আমারে—নিমকহারাম আমারে !

কেদার। শাস্তি তোমাকে নয় কাল্লু, শাস্তি প্রাপ্য আমার ! কারণ আমার উচিত হয় নি অগ্র-পশ্চাৎ না ভেবে এ ভাবে ওদের পাঠানো !

কাল্লু। মহারাজ ?

কেদার। না সর্দার ! তোমাকে অবিশ্বাস করবার আমার কিছু নেই।

তোমাদের মত নির্ভীক এবং বিশ্বস্ত লোক আমার আছে বলেই মানসিংহকে যুদ্ধে পরাস্ত করবার আশাও আমি রাখি। কিন্তু—মুকুট, এই মুহূর্ত্তে চতুর্দ্দিকে লোক পাঠাও—অনুসন্ধান কর। যেখানেই থাক্, পাতালের ভিতরে লুকিয়ে থাক্‌লেও আমি তাকে চাই! একবার শুধু জান্‌তে চাই, কে সেই শয়তান—কে সেই দস্যু।

ছুটিয়া শ্রীমন্তর প্রবেশ

শ্রীমন্ত। দস্যু, ঈশা খাঁ!

কেদার। ঈশা খাঁ! ঈশা খাঁ!

চাঁদ। আমার বন্ধু ঈশা খাঁ?

শ্রীমন্ত। হাঁ মহারাজ। ঈশা খাঁ!

চাঁদ। ওরে ওরে, কেদার! কেদার! আমায় ধর্—আ—মা—য়

মূর্চ্ছিতপ্রায় পড়িয়া যাইতেছিলেন মুকুট তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিলেন

দ্বিতীয় দৃশ্য

ঈশা খাঁর প্রাসাদ-হারেম। একটি সুসজ্জিত কক্ষ। পশ্চাতে উন্মুক্ত বাতায়ন-পথে বাগানের কিয়দংশ দেখা যাইতেছিল। কাল—রাত্রি। সোণা একাকিনী ঘুরিয়া বেড়াইতে-ছিলেন। কিছুক্ষণ পরে বলিতে লাগিলেন—

সোণা। এই আমার বিধিলিপি! পূর্ব্বজন্মে কি মহাপাপ করেছিলাম—এ জন্মে তারই প্রায়শ্চিত্ত! মা ভবানী! কপালে আরও কি আছে, কে জানে? মাগো!

মায়ার প্রবেশ

সোণা। কে?

মায়া। আমি মায়া!

সোণা। মায়া ?

মায়া। নবাব ঈশা খাঁ আমার বাবা—

সোণা। ও !

মায়া। দিদি !

সোণা। আমি তোমার দিদি !

মায়া। নিশ্চয় ! তুমি জান না ?

সোণা। না !

মায়া। তুমি যে আমার বাবার বন্ধুর মেয়ে। তাই তুমি সম্পর্কে আমার দিদি হলে ! আমি তোমার ছোট বোন হলাম।

সোণা একদৃষ্টে তাহার পানে চাহিয়া রহিলেন

কি ভাবছ দিদি ? এখনও বুঝতে পারনি ?

সোণা। মায়া !

মায়া। কি দিদি ?

সোণা। আমায় ক্ষমা কর বোন—আমি সত্যি বিশ্বাস কর্ত্তে পারছি না, তুমি নবাব ঈশা খাঁর মেয়ে ?

মায়া। আমার দুর্ভাগ্য দিদি !

সোণা। না, না—দুর্ভাগ্য তোমার নয় বোন। দুর্ভাগ্য আমার। নইলে—

মায়া। তুমি আমার সঙ্গে একটু মন খুলে কথা কও দিদি !

সোণা। মন খুলে যে কথা কইতে পাচ্ছি না বোন !

মায়া। কেন দিদি ? আমি ত কোনও অপরাধ করি নি ?

সোণা। তোমার বাবা কি ভাবে আমাকে এখানে নিয়ে এসেছেন জান ? তোমার বাবা কত বড় কলঙ্কের বোঝা আমার মাথায় চাপিয়ে দিয়েছেন, তুমি তা জান বোন ?

মায়া। জানি! আর জানি বলেই লজ্জায় এ ক'দিন তোমার কাছে আমি আস্‌তে পারি নি দিদি।

সোণা আশ্চর্য্য হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন

দিদি! বাবার কাজের জন্য আমরা কত দুঃখিত, তুমি হয়ত তা জান না! আমি আগে কিছুই জানতে পারি নি। পারলে, কখনই তাঁকে এ কাজ করতে দিতাম না।

সোণা। সবই আমার অদৃষ্ট ভাই!

মায়া। রাস্তার দিকে একবার চেয়ে দেখ দিদি—দেখবে, কারও মুখে হাসি নেই, আনন্দ নেই! বাবার এই কাজের জন্য সকলেই দুঃখিত!

সোণা। তোমার বাবাকে কতবার দেখেছি—কতবার তিনি আমাদের শ্রীপুরে গেছেন! কিন্তু কখনো কারো মুখে একদিনের জন্যও তাঁর চরিত্রের নিন্দাবাদ শুন্‌তে পাই নি। আর আজ সেই তিনিই তাঁর বন্ধুর মেয়েকে ছিনিয়ে এনে—

মায়া। আমার বাবা কত মহৎ, কত উদার! মুসলমান হয়েও তিনি আমার হিন্দু নাম রেখেছেন—মায়া! জানি না, দিদি, কোন্ কুহকী তাঁর কানে কি যাদুমন্ত্র দিলে—যার ফলে আজ তাঁর এই অধঃপতন।

সোণা। মায়া!

মায়া। কেন দিদি?

সোণা। তুমি সত্যিই আমার ছোট বোন! এ আমার মুখের কথা নয়—আমার মনের কথা! আমার একটা কাজ করবে বোন?

মায়া। বল্‌তে এত 'কিন্তু' হ'চ্ছ কেন দিদি! যদি তোমার কোন উপকার করতে পারি—আমায় বিশ্বাস কর দিদি—আমি তা নিশ্চয়ই করব! তুমি বল?

সোণা। শ্রীপুরে একটা সংবাদ পাঠাবে? আমার বাবা হয় ত জানেন না, আমি কোথায়। আমার জন্য নিশ্চয়ই তিনি অন্নজল ত্যাগ করেছেন। তিনি যদি জান্‌তে পারেন আমি এখানে আছি, তোমার বাবার সাধ্যও হবে না আমাকে জোর করে এখানে আটকে রাখেন। কোন উপায়ে একটা খবর পাঠাবে বোন? (মায়া নিরুত্তর) কি ভাবছো মায়া? পারবে না?

মায়া। পারবো দিদি—কিন্তু—

সোণা। কিন্তু কি? তোমার বাবার কথা ভাবছ?

বাঁদীর প্রবেশ

মায়া। কি রে?

বাঁদী। নবাবসাহেব আপনাকে খুঁজছেন।

মায়া। যাচ্ছি—চল্!

মায়া ও সোণা আসন ছাড়িয়া উঠিল

সোণা। আমার সেই অনুরোধ মায়া!

মায়া। দিদি! আমি জানি তোমার বাবাকে সংবাদ দেওয়ার ফলে কি দাঁড়াবে। আমাদের এই খিজিরপুর ধ্বংস হবে, প্রাসাদে রক্তের বন্যা বইবে—হয় ত—হয় ত—আমার বাবার জীবনও যাবে। কিন্তু তবু—আমি নারী—নারীর মর্য্যাদা, নারীর সতীত্ব রক্ষার জন্য—তুমি ~~এখানে~~ নিশ্চিন্ত থাক দিদি—আমি সংবাদ পাঠাব; তোমার মুক্তির চেষ্টা আমি নিশ্চয় করব। মায়ার প্রস্থান

অন্য দ্বারপথে নর্ত্তকীগণের প্রবেশ

সোণা। কি চাও তোমরা?

১মা নর্ত্তকী। নবাবসাহেব বল্লেন, আপনার মন খারাপ হয়েছে, তাই—

সোণা। তাই কি?

১মা। তিনি আমাদের পাঠিয়ে দিলেন।

সোণা। তোমরা যাও! তোমাদের নবাবসাহেবকে গিয়ে বল যে নাচ গান আমি শুন্‌তে ভালবাসি না, আমি এক্‌লা থাক্‌তে চাই।

১মা। নবাবসাহেবের হুকুম তামিল না করলে তিনি যে আমাদের শাস্তি দেবেন!

সোণা মুখ ফিরাইয়া অন্য দিকে চলিয়া গেলেন

নর্ত্তকীগণের নৃত্যগীত

আজি কে এল রে কে এল
মৃদুল ফাগুন বায়—
শ্যামল কিশলয়-ছায়।
হাসিয়া উঠিল ফুল্ল বসন্ত—
কোকিল কূজনে ভাসে দিগন্ত।
অলি কেন গুঞ্জনে গায়।
হিল্লোল হাসি কেন পরাগ ছড়ায়॥
মাতাল হ'ল এ মোর বনানী—
উচ্ছাসে উছলি, নাচিছে তটিনী
শিহরি বধূ ফিরে চায়।
উছল আবেশে পরাণ মাতায়॥

সোণা। ওগো। তোমাদের পায়ে পড়ি, তোমরা যাও! আমি আর পারি না। আমার দুঃখ দেখে কি তোমাদের দয়াও হয় না? তোমরা কি মানুষ নও? নারী নও?

নর্ত্তকীগণের অভিবাদন ও প্রস্থান

অন্য দিক হইতে ঈশা খাঁর প্রবেশ

ঈশা। সোণা। (সোণা নিরুত্তর রহিলেন) সোণা! এমনি করে নিজেকে কষ্ট দিয়ে লাভ কি ?

সোণা। কি করব বলুন ?

ঈশা। তুমি এখানে এসেছ আজ সাত দিন। না খেয়ে মানুষ কতকাল বেঁচে থাকতে পারে ?

সোণা। বহুকাল।

ঈশা। বহুকাল ?

সোণা। হ্যাঁ, বহুকাল। যতকাল না অত্যাচারী তার অত্যাচারের পরিমাণ বুঝতে পারে।

ঈশা। অত্যাচারী তার অত্যাচারের জন্য ক্ষমাও ত পেতে পারে।

সোণা। ক্ষমা! থাক্ নবাবসাহেব, ও কথায় আর দরকার নেই ?

ঈশা। কেন সোণা ?

সোণা। আমায় মাপ করবেন!

ঈশা। মাপ করবার কথা নয় সোণা। তুমি বোধ হয় বুঝতে পারছো না, তোমাকে এভাবে ছিনিয়ে আনা হয়েছে বলে আমি কত অনুতপ্ত।

সোণা। অনুতপ্ত!

ঈশা। আমায় বিশ্বাস কর সোণা! বিবেকের সঙ্গে অনেক লড়েছি—কিন্তু আমার সব চেষ্টাই বিফল হয়ে গেছে! শ্রীপুরে তোমায় কতবার দেখেছি। কখনো—কোনদিন হৃদয়ে এত চাঞ্চল্য অনুভব করি নি। কিন্তু সেদিন তোমায় দেখলাম—সদ্যস্নাতা, নির্ম্মুক্ত কেশরাশি সুনিবিড় কৃষ্ণমেঘের মত তোমার পৃষ্ঠদেশে এলায়িত! উন্নত ললাটের ওপর ছোট ছোট অলকগুচ্ছ বাতাসের সঙ্গে দোল-

খাচ্ছে—যেন সারা বিশ্বের সৌন্দর্য্য রাশি একত্র পুঞ্জীভূত! আমি আমাকে সেদিন হারিয়ে ফেলেছি সোণা! রূপের যে এত মোহ, তা আমি জানতাম না।

সোণা। নবাবসাহেব! আপনি আমার পিতার বন্ধু—পিতৃস্থানীয়! পিতা কি তাঁর কন্যার সাম্‌নে এ সব কথা উচ্চারণ করতে পারেন? আপনি আত্মবিস্মৃত হবেন না নবাবসাহেব—এই আমার অনুরোধ।

ঈশা। (স্বগতঃ) তাই ত! যা শুনেছিলাম, তা ত নয়! তবে কি শ্রীমন্ত যা বল্‌লে, সব ভুল? সব মিথ্যা? তা হ'লে এই পত্র?

সোণা। নবাবসাহেব!

ঈশা। আমার আত্মবিস্মৃতিই হয়েছে সোণা। আমার কোথায় যেন একটা ভয়ানক ভুল হয়ে গেছে! তাই ত!

সোণা। আমায় দয়া করে বাবার কাছে পাঠিয়ে দিন নবাবসাহেব!

বাহিরে কোলাহল

শ্রীমন্ত। (নেপথ্যে) নবাবসাহেব কোথায়? নবাবসাহেব?

প্রহরী। (নেপথ্যে) এইও! উধার মাৎ যাও—মাৎ যাও!

শ্রীমন্ত। (নেপথ্যে) ছেড়ে দে! ছেড়ে দে ব্যাটারা!

শ্রীমন্তের প্রবেশ

এই যে নবাবসাহেব! আদাব! ও! আমি—আমি বুঝতে পারি নি। আমি যাচ্ছি—আমি যাচ্ছি!

যাইতে উদ্যত

ঈশা। দাঁড়াও!

শ্রীমন্ত। আজ্ঞে—

ঈশা। চুপ করে দাঁড়াও।

আংরাখার ভিতর হইতে পত্র বাহির করিয়া

কে লিখেছে এই পত্র ! বল !

শ্রীমন্ত। পত্র ? পত্র ?

ঈশা। হ্যাঁ ! সত্য বল, কে লিখেছে ?

শ্রীমন্ত। হ্যাঁ, বল্‌ছি ! দাঁড়ান, মনে করে বলছি—একটু সময় দিন।

সহসা শান্তির প্রবেশ

শান্তি। নবাবজাদি ! একটা বিশেষ প্রয়োজনে—কৈ ! একি ! বাবা—

শ্রীমন্তকে দেখিয়া ছুটিয়া পলাইল

শ্রীমন্ত। (বিস্মিতভাবে) ও কে, নবাবসাহেব ? কে ও ? আমায় বলুন ?

ঈশা। শান্তি।

শ্রীমন্ত। (আর্ত্তকণ্ঠে) শান্তি ?

ঈশা। হাঁ, শান্তি ! তোমাদেরই হিন্দু-সমাজের অত্যাচারে পতিতা, আশ্রয়হীনা একটি মেয়ে !

শ্রীমন্ত। ও এখানে কেন নবাবসাহেব ?

ঈশা। সে কথা পরে ! আগে বল, কে এই পত্র লিখেছে ?

শ্রীমন্ত। না, না, নবাবসাহেব ! আগে আমায় বলুন, ও এখানে কেন ?

ঈশা। তবে শোন্ পিশাচ ! তোদেরই হিন্দু-সমাজ ওকে বিনা দোষে পরিত্যাগ করেছিল। আমার মেয়ে ওকে আশ্রয় দিয়ে এখানে রেখেছে।

শ্রীমন্ত। আপনার মেয়ে ?

ঈশা। হ্যাঁ। আর তুই এমনি কমবক্ত যে নিজে হিন্দু হয়েও তোদেরই জাতের একটী মেয়েকে এনে আমার দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে, আমার হারেমে তুলেছিস্। জানিস পিশাচ, এই মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত কি ?

শ্রীমন্ত। নবাবসাহেব!

ঈশা। প্রায়শ্চিত্ত, মৃত্যু! তোকে আমি হত্যা করব!

ছোরা বাহির করিলেন

সোণা। (অগ্রসর হইয়া) নবাবসাহেব!

ঈশা। বল সোণা!

সোণা। ওকে ক্ষমা করুন!

ঈশা। ক্ষমা! একে? না, না, এর অপরাধ কত ভয়ানক তুমি জান না সোণা।

সোণা। আমি কতক বুঝতে পেরেছি নবাবসাহেব! কিন্তু ও পাগল। পরিণাম চিন্তা করবার ক্ষমতা ওর নেই। ঝোঁকের মাথায় কাজ করে ফেলে। ওকে শাস্তি দিয়ে কি হবে নবাবসাহেব? দয়া করে ছেড়ে দিন!

ঈশা। যা—শয়তান দূর হ! আর কখনো আমি যেন তোর মুখ দেখতে না পাই।

শ্রীমন্ত। তাই হবে নবাবসাহেব! তাই হবে!

উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে শ্রীমন্তের প্রস্থান

সোণা। এইবার দয়া করে আমাকে বাবার কাছে পাঠিয়ে দিন নবাবসাহেব?

ঈশা। (ক্ষণেক ভাবিলেন, পরে কহিলেন) এই, কে আছিস্? মায়াকে ডেকে দে ত! বল্‌বি বিশেষ প্রয়োজন! (স্বগতঃ) ওঃ কি ভয়ানক ভুল।

মায়ার প্রবেশ

ঈশা। এস মায়া! কুণ্ঠার কোনও প্রয়োজন নেই মা, শোন!

মায়া। বাবা! বাবা!

ছুটিয়া গিয়া হাত ধরিল

ঈশা। বল মা! কি বলতে চাও—বল!

মায়া। তোমার পায়ে পড়ি বাবা! আমার সোণাদিদিকে তুমি এখনি পাঠিয়ে দাও!

ঈশা। নিশ্চয় পাঠিয়ে দেব! সেই জন্যই তোমায় আমি ডেকেছি মা!

মায়া। বাবা! সত্যি?

ঈশা। তুমি এখনি তার বন্দোবস্ত করে দাও!

মায়া ছুটিয়া গিয়া সোণার হাত ধরিল

ঈশা। সোণা! তোমার বাবাকে আর ছোটরাজাকে তুমি বলো, আমি প্রতারিত হয়েছি। তাঁরা যেন আমাকে মার্জ্জনা করেন! তাঁদের মার্জ্জনা ভিক্ষা চেয়ে আমি পরে পত্র লিখে পাঠাব! আর তাঁদের বলো—এই মহা-ভুলের প্রায়শ্চিত্তের চেষ্টা আমি করবো!

প্রস্থান

মায়া। দিদি, আমি বলি নি? আমার বাবা, কত মহৎ, কত উদার—তোমায় বলি নি? তোমায় পাঠাবার সব বন্দোবস্ত আমি আগে থেকেই করে রেখেছি দিদি! এস!

উভয়ের প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

শ্রীপুর—রাজপ্রাসাদের একটী কক্ষ—সন্ধ্যা বহুক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়াছিল।

কেদার রায় ধীরে ধীরে প্রবেশ করিলেন

কেদার। ঈশা খাঁ! ঈশা খাঁ! কাপুরুষ! বন্ধুত্বের আবরণের ভেতর শয়তান আত্মগোপন করেছিল—চিন্‌তে পারি নি—তার স্বরূপ

আমি চিন্‌তে পারি নি। পিশাচ আমার নির্ম্মল কুলে কালি দিয়েছে। আমার উঁচু মাথা জগতের কাছে হেঁট করিয়েছে! এর শাস্তি তোমাকে দেব শয়তান! রক্তের স্রোতে তোমার খিজিরপুর ভাসিয়ে দেব। তোমার প্রাসাদ হবে শৃগাল-কুকুরের আবাসভূমি। পথের ধূলায় গড়াগড়ি যাবে তোমার ছিন্ন মুণ্ড!

উন্মত্তের ন্যায় পদচারণ

মুকুট রায়ের প্রবেশ

মুকুট। মহারাজ!

কেদার। বল মুকুট!

মুকুট। বৃথা ভেবে ফল কি?

কেদার। মুকুট! আমি তা জানি ভাই! কিন্তু মনকে বোঝাতে পারি না। কদিন ধরে রোজ মনে করি, রাজসভায় যাব; কিন্তু পারি না—আমার ভয় করে!

মুকুট। ভয়?

কেদার। হ্যাঁ, ভয়! আমার সর্ব্বদা মনে হয় কি জান? মনে হয়—যেন পৃথিবী শুদ্ধ লোক আমার মুখের দিকে তাকিয়ে উপহাসের হাসি হাস্‌ছে—আর বল্‌ছে—এই কেদার রায়! নিজের ভ্রাতুষ্পুত্রীকে অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা করবার ক্ষমতা নেই, অথচ ভাবে সে রাজা! শুধু বিক্রমপুরের নয়, সমস্ত বাঙ্‌লার নরনারীর দণ্ডমুণ্ডের সে মালিক!

মুকুট। কিন্তু তারা কি মহারাজ, এ কথাটা একবার ভাব্‌বে না যে ঈশা খাঁ চোরের মত অসহায় অবস্থায় আমাদের রাজকন্যা সোণাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে?

কেদার। কিন্তু রাজা কেদার রায় তার শাস্তি বিধানের কি ব্যবস্থা করেছে?

মুকুট। আমি ত তাই চাই মহারাজ! একবার শুধু অনুমতি করুন—আমি—

কেদার। অনুমতি! অনুমতি! এখনও অনুমতি!!

মুকুট। খিজিরপুর আক্রমণের সমস্ত প্রস্তুত মহারাজ! আমি সব ব্যবস্থা করে শুধু আপনার আদেশের অপেক্ষায় ছিলাম।

কেদার। খি—জি—র—পু—র! ঈ—শা—খাঁ!!

মুকুট। মহারাজ। আগামী কাল সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গেই ঈশা খাঁর খিজিরপুর ধূলিসাৎ হবে!

কেদার। যাও—সমস্ত শক্তি নিয়ে খিজিরপুরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়! ঈশা খাঁর রাজপ্রাসাদ পথের ধূলোর সঙ্গে মিশিয়ে দাও—খিজিরপুরের চিহ্নমাত্রও যেন পৃথিবীতে—ও, না, না, কি বল্‌ছি—আমি কি বল্‌ছি! মুকুট—না, না,—গুলিয়ে যাচ্ছে—সমস্ত গোলমাল হয়ে যাচ্ছে!

মুকুট। কি মহারাজ?

কেদার। আমার মাথা খারাপ হয়েছে মুকুট! খিজিরপুর আক্রমণ আপাততঃ স্থগিত রাখতে হবে!

মুকুট। স্থগিত রাখতে হবে?

কেদার। হাঁ! ভুলে গিয়েছিলাম—এই কিছুক্ষণ আগে আমাদের গুপ্তচর দিল্লী থেকে ফিরে এসেছে। শুন্‌লাম, কিলমক্ খাঁ বিশ হাজার সৈন্য নিয়ে বাঙ্‌লায় আসছে।

মুকুট। তা হোক! খিজিরপুর চূর্ণ করতে আমার বেশী সময় লাগবে না মহারাজ!

কেদার। তার জন্য নয় মুকুট! এখন আমাদের কিছুমাত্র শক্তিক্ষয় করাও উচিত নয়। খিজিরপুর যখন ইচ্ছা, হেলায় ধ্বংস করতে পারব!

মুকুট। কিন্তু আমাদের রাজকন্যার উদ্ধার? তাও কি—

কেদার। রাজকন্যা? রাজকন্যা নেই সেনাপতি—রাজকন্যা নেই! রাজকন্যা মরেছে!

নারাণ। এই যে কাকা! খিজিরপুর আক্রমণের সমস্ত ব্যবস্থাই ঠিক করে এলাম! আজ রাত্রেই—

মুকুট। চুপ!

মুখে অঙ্গুলি সঙ্কেত করিয়া তাহাকে কথা কহিতে নিষেধ করিলেন

রত্না। বাবা!

কেদার। মুকুট! এদের নিষেধ করে দাও—কেউ যেন সোণার নাম আমার কানে না তোলে! স্নেহ, মায়া, মমতা, অনুকম্পা—এ সব অতীতের কথা! বর্ত্তমানে তারা কেউ নেই; ভবিষ্যতেও থাকবে কিনা জানি না।

রত্না। বাবা! তুমি এমন নিষ্ঠুর? এমন পাষাণ?

কেদার। পাষাণ? হ্যাঁ, মা—আমি সত্যিই পাষাণ! তা নইলে, এত আঘাতেও এই বুকটা আমার ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে না!

রত্না। তোমার সোণা—নিজের ভাইঝি, সে তোমার কেউ নয় বাবা?

কেদার। সে ছিল আমার সব মা! কিন্তু সোণার চেয়েও বড় আমার দেশ—আমার এই সোণার শ্রীপুর! আমার এই শ্রীপুর যখন বিপন্ন, তখন সোণার কথা ত আমার ভাববার অবসর নেই মা! আমার শ্রীপুরের কাছে স্ত্রী, পুত্র, কন্যা কেউ নয় মা, কেউ নয়!

ধীরে ধীরে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। মুকুট ও নারাণ তাঁহার অনুসরণ করিলেন। রত্নাও কিছুক্ষণ সেইদিকে অশ্রু-সজল চক্ষে চাহিয়া থাকিয়া অন্তঃপুরের দিকে চলিয়া গেল। একটু পরে চাঁদ রায় সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার চক্ষু কোটরে প্রবিষ্ট—দৃষ্টি উদাস

চাঁদ। আমায় জোর করে ঘরের ভেতর আটকে রেখেছ। আমি বৃদ্ধ, অসহায়—তাই পারি না—আমি পারি না—এই ঘরের আগল ভেঙে একবার বাইরে গিয়ে দাঁড়াতে। আর কত সহ্য হয়!—মা তারা! বুড়োকে বাঁচিয়ে রেখে আর কেন কষ্ট দিচ্ছিস্ মা? ওরে! কে আছিস্! একবার সোণাকে ডেকে দে না! সোণাকে ডেকে দে!

রত্নার প্রবেশ

কে! কে! সোণা এলি? কোথায় ছিলি মা এতক্ষণ?

রত্না। জ্যাঠামণি—আমি রত্না।

চাঁদ। ও! রত্না? আমার রত্না মা? মুখখানা এত ভার কেন মা? কি হয়েছে?

রত্না। জ্যাঠামণি! একটু বসবে চল!

চাঁদ। চল মা! (উভয়ে বসিলেন)—রত্না!

রত্না। কি জ্যাঠামণি?

চাঁদ। আমার কিছু ভাল লাগছে না মা! মনে হচ্ছে কি যেন চাই—কাকে যেন চাই! কিন্তু কি চাই—কিছু বুঝতে পাচ্ছি না। আজ আমায় একটা গান শোনাবি মা?

রত্না। গান? গান যে আমি সব ভুলে গিয়েছি জ্যাঠামণি? চেষ্টা করেও মনে করতে পারি না!

কাঁদিয়া ফেলিল

চাঁদ। আমি আর বেশীদিন বাঁচব না রত্না!

রত্না। আমি গান গাইছি জ্যাঠামণি!

গীত

আমার গিয়েছে হৃদয় ভাঙিয়া
মরমের বীণা আর ত ওঠে না, সে নব রাগিণী গাহিয়া ॥
আমার টুটে গেছে সুখ; ভেঙে গেছে বুক,
আছে শুধু হায় বুক ভরা দুখ—
গভীর আঁধারে খুঁজি যেন কারে
কোথা সে গিয়াছে চলিয়া।
কাঁদিছে সমীর তাহারে চাহিয়া
তাহারেই ডাকে কাঁদিয়া পাপিয়া
কুলু কুলু ধ্বনি কাঁদিছে তটিনী, তাহারেই যেন খুঁজিয়া ॥

চাঁদ। তুইও কাঁদছিস্? কাঁদ্! কান্নায় বুক ভাসিয়ে দে! আমি পারি না মা, আমি পারি না। কান্নায় বুক ভরে ওঠে, কিন্তু তবু আমি কাঁদতে পারি না! আমার সোণা কাঁদতো—আমি বারণ করতাম, তবু কাঁদতো! কাঁদতে সে ভালবাসতো।

রত্না। জ্যাঠামণি! জ্যাঠামণি!

চাঁদ। খুব কাঁদ্ মা, খুব কাঁদ্! চোখের জল ফৈল্‌তে ফেল্‌তে, ভগবানকে অভিশাপ দে মা—তার নিষ্ঠুরতার জন্য তাকে অভিশাপ দে!

রত্না। অভিশাপ?

চাঁদ। হ্যাঁ মা, অভিশাপ! আর প্রার্থনা কর্‌, যেন মেয়ে হয়ে আর জন্মাতে না হয়! মেয়ে হওয়ার বড় জ্বালা মা, বড় জ্বালা!

রত্না। জ্যাঠামণি! জ্যাঠামণি!

কেদার রায়ের প্রবেশ

কেদার। দাদা!

চাঁদ। কে? কেদার? এস ভাই! আজ তোমার কাছে আমার একটা প্রার্থনা আছে।

কেদার। প্রার্থনা?

চাঁদ। হ্যাঁ ভাই, প্রার্থনা! আমাকে আজ তুই কথা দে কেদার—আমার রত্নার তুই বিয়ে দিবি না?

কেদার। আচ্ছা, সে কথা পরে হবে দাদা! রত্না, তুই যা ত মা, তোর জ্যাঠামণির জন্য খাবার নিয়ে আয়।

রত্না চলিয়া গেল

চাঁদ। কেদার! তুই আমার কে?

কেদার। তুমি জান না?

চাঁদ। জানি! কিন্তু যা জানি, শুধু তাতে যে আমি তৃপ্তি পাই না ভাই! আমি এক একবার ভাবি যে, সংসারে সব ভাই যদি তোরই মতো হতো!

কেদার। এই যে, রত্না তোমার খাবার নিয়ে এসেছে।

খাবারের থালা হস্তে রত্নার প্রবেশ

একটু কিছু খেয়ে নাও দাদা!

চাঁদ। খেতে আমার ইচ্ছে কচ্ছে না ভাই!

কেদার। তা হোক্, একটু কিছু মুখে দিতেই হবে।

চাঁদ। (খাবার মুখে তুলিতে গিয়া) তোমাদের খাওয়া হয়েছে? বৌ-রাণীমা খেয়েছেন?

রত্না। তোমার খাওয়া না হলে ত আমরা খেতে পারি না জ্যাঠামণি! তুমি আগে খাও!

চাঁদ। ও!

আবার খাবার মুখে তুলিতে গেলেন। হঠাৎ কি যেন মনে করিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। পরে বলিলেন—

আমার সোণা-মার খাওয়া হয়েছে? আমার সোণা? কি? সব চুপ করে রইলে যে! (সহসা চীৎকার করিয়া) ওরে, আমার মনে পড়েছে—মনে পড়েছে! সে নেই! তাকে ধরে নিয়ে গেছে! তাকে ধরে নিয়ে গেছে—

খাবার হাত হইতে পড়িয়া গেল

কেদার। দাদা! দাদা!

চাঁদ। আমি যাব! কে আছ? আমার কামান সাজাও, সৈন্য সাজাও। আমি আমার সোণা-মাকে আন্‌তে যাব। কার সাধ্য, চাঁদ রায়ের কন্যাকে আটকে রাখে! পিশাচের কবল থেকে মাকে আমার বাঁচাব—সোণা—সোণা—

দরজা পার হইতে গিয়া মুর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন

চতুর্থ দৃশ্য

শ্রীপুরের উপকণ্ঠে একটি সাধারণ পথ। কয়েকজন বৈষ্ণব গাহিতে গাহিতে প্রবেশ করিল। সকলেরই গলায় তুলসীর মালা, সর্ব্বাঙ্গে গঙ্গা মৃত্তিকার ছাপ। মাথায় সুদীর্ঘ টিকি

গীত

(ও) তার রূপের আভায় মন মজায়।
ব্রজের খেলা সাঙ্গ করে গৌর এল নদীয়ায়।

দ্বাপরেতে কালশশী, ব্রজগোপীর মনচোর—
(ভোলা মন—মন রে)
নদেয় এসে প্রাণ-গৌরাঙ্গ নবভাবে হ'ল ভোর।
সেই ভাব দরিয়ার বানে বুঝি
নদে এবার ভেসে যায় ॥
আঁধার করে কদমতলা, কাঁদাইয়ে যশোদায়,
('মরি হায়, হায় রে)
জগাই মাধাই উদ্ধারিতে অবতীর্ণ গোরা রায়।
আমার দয়াল ঠাকুর দয়া করে
ঘরে ঘরে প্রেম বিলায় ॥

১ম। এখন উপায় কি করা যায় বল ত বাবাজী ?

২য়। কিসের বাবাজী ?

১ম। আরে আমাদের ধর্ম্ম যে যেতে বসেছে !

২য়। কোথায় যেতে বসেছে ?

১ম। আরে এটা কোথাকার মূর্খ ? শোন নি, মহারাজ আদেশ প্রদান করেছেন যে এ রাজ্যে বৈষ্ণব কেউ থাকতে পারবে না ? পুজো অর্চ্চনা ছেড়ে দিয়ে এখন নাকি সব বন্দুক ঘাড়ে করে টহল দিতে হচ্ছে ! রাজার লোক দেশে দেশে ঘুরছে, বৈরাগী দেখতে পেলেই তাড়া কর্চ্ছে ! আর হরিনামের ঝুলি কেড়ে নিয়ে হাতে গুঁজে দিচ্ছে একটা বন্দুক অথবা একটা তলোয়ার। কি বিপদ বল ত বাবাজী ?

২য়। হা গোবিন্দ ! শ্রীহরি !

১ম। বল্‌ছে যে "তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুণা" এদেশে কেউ থাক্‌তে পারবে না ; সকলকেই নাকি হতে হবে মহাশক্তির সাধক— শক্তির উপাসক !

২য়। হা গোবিন্দ! শ্রীহরি।

৩য়। আরে না, না, ওসব বাজে কথা। মহারাজের আদেশ হচ্ছে এই যে মোগলের সঙ্গে লড়াই বেধেছে—কাজেই এখন দেশের সকলকে দেশের জন্য মোগলের সঙ্গে লড়াই করতে হবে।

১ম। হ্যাঁ, হ্যাঁ—ঐ একই কথা হ'ল। দেশে কি আর ধর্ম্ম কর্ম্ম থাক্‌বে? পনেরো বছর থেকে পঞ্চাশ বছর পর্য্যন্ত সকলকেই নাকি যুদ্ধ শিখ্‌তে হবে। কি বিপদ বল ত বাবাজী? আরে, যুদ্ধ কি রে বাবা? পরম দয়াল শ্রীকৃষ্ণের সেবায় জীবন উৎসর্গ করেছি। পূজা অর্চ্চনা সব ছেড়ে দিয়ে ঢাল তলোয়ার নিয়ে বেরুতে হবে? কি বিপদ বল ত বাবাজী?

৪র্থ। তা আমি কইছিলাম কি—ইসে—ইসে—একটা কাজ কর্‌লে হয় না বাবাজী?

১ম। কি কাজ?

৪র্থ। ইসে—ঐ গে—তোমার গে—ইসে—কপালের ফোঁটাটা ধুইয়ে ফেলাইয়ে, ইসে—টিকিটাও না হয় কাইটা ফেলাইয়ে—ইসে—

২য়। হা গোবিন্দ—হা রাধামাধব।

১ম। তার পর? তার পর?

৪র্থ। ইসে—ঐ গে—তার পরে আমাগোর ত আর কেউ চিনবারই পার্‌বো না? তখন আমরা সব বাবাজীর দল ইসে—ঐ—গে—আমাগোর আখড়া ঘরে দরজা দিয়া বইসা বইসা নির্ব্বিবাদে কৃষ্ণ সেবা! কেবল হা কৃষ্ণ—হা মধুসূদন করুম্?

২য়। চমৎকার মৎলব! জয় রাধাবল্লভ! জয় শ্রীহরি! হরিবোল!

সকলে। হরিবোল!

কার্ভালোর প্রবেশ

কার্ভালো। আরে কোন্ হরিবোল্ বলিতেছে ?

সকলে। ওরে বাবা! পালা—পালা—

সকলে পলাইয়া গেল কিন্তু চতুর্থ বৈষ্ণব ধরা পড়িল

কার্ভালো। এই তোম্ খাড়া রহ!

৪র্থ। আজ্ঞা বাবা! ঐ গে—ইসে—সারল রে!

কার্ভালো। ওটা কি আছে ?

৪র্থ। আজ্ঞা—শ্রী—খোল!

কার্ভালো। তুই বৈরাগী আছে ?

৪র্থ। আজ্ঞা না!

কার্ভালো। তব্ গলাপর মালা পরিয়াছে কেনো ?

৪র্থ। আজ্ঞা না!

কার্ভালো। আরে, এই যে হামি দেখিতে পাইতেছে। ওটা কি আছে ?

৪র্থ। আজ্ঞা ইসে—(মালা ছিঁড়িয়া ফেলিল) আজ্ঞা না!

কার্ভালো। তুমি কিষ্ট আছে না কালী আছে ?

৪র্থ। আজ্ঞা হঃ।

কার্ভালো। কোন্ আছে ?

৪র্থ। আজ্ঞা না!

কার্ভালো। কপালে ছাপা দিয়াছে কেনো ?

৪র্থ। ইসে—(ফোঁটা মুছিয়া ফেলিল) আজ্ঞে না।

কার্ভালো। হাঃ হাঃ হাঃহাঃ! শিব্কা পিছুমে উঠো কি ঝুলিটেছে ?

৪র্থ। আজ্ঞা—ইসে—আজ্ঞা না!

কার্ভালো। টুমি লড়াই করিতে পারে ?

৪র্থ। আজ্ঞা হঃ।

কার্ভালো। কোন্ লড়াই জানে? ইস্ মাফিক?

৪র্থ। আজ্ঞা—ইসে—আজ্ঞা না!

দ্রুত প্রস্থান

কার্ভালো। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—খুব বাহাদুর আছে বাবা।

কাল্লু সর্দ্দারের প্রবেশ

কাল্লু। ও মিঞা! আরে ও কার্ভালো মিঞা! অত হাসবার লাগছো কিয়ের লাইগা?

কার্ভালো। আরে কাল্লু! টুমাদের দেশে আসে হামি একদম্ তাজ্জব বনিয়া গিয়াছে। হাঃ হাঃ হাঃ—তুমি বাবা কোন্ আছে? কালী আছে না কিষ্টু আছে?

কাল্লু। ও! তুমি বুঝি ঐ বৈরাগীগো লগে লাগ্‌তে গেছ?

কার্ভালো। আরে নেই, নেই, আমি লাগ্‌তে নেই গেছে। হামি উস্‌কা সাথ থোড়া টামাসা করিতেছিল!

কাল্লু। ও সব ধর্ম্মকর্ম্ম লইয়া তামাসা করনের কাম নেই। বলে—যার ধর্ম্ম তার আছে—তারে লইয়া সে মরে বাঁচে! চল মিঞা—চল—এই হগলের ভিত্‌রে আমাগোর কথা লইয়া কাম নাই।

কার্ভালো। চলো—কিণ্টু হামি জানে তুম্ কোন্ আছে!

কাল্লু। আরে মিঞা, রাস্তার মাইঝে খাড়াইয়া—তুমি আমার লগে মস্করা কর্‌বার লাগ্‌ছে! বোম্বাইট্টাগিরি ফলাইবার চাও।

কার্ভালো। আরে হামি ত বোম্বেটে আছে। আউর—তুমি বাবা কোন্ আছে? তির্‌বেটে?

কাল্লু। তবে রে হালা বোম্বাইটা! লড়বা পাঞ্জা? দেখবা মজাখান্?

হস্ত প্রসারণ

কার্ভালো। আরে ব্যস্! হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ! you mean স্যাক হ্যাণ্ডস্? স্যাক্ হ্যাণ্ডস্? অফ কোর্স! এই ও! নো, নো, এত্না জোর্‌সে নেই! আরে তুম্ জানতা নেই! ছোড়্ দেও!

কাল্লু হাত ছাড়িয়া দিল

কাল্লু। মজা কারে কয় টের পাইছ মিঞা? আউর একবার ধরবার চাও? আও না?

কার্ভালো। আরে নেই, নেই—তুম্ একদম্‌সে গুণ্ডা আছে! নো-জেণ্টলম্যান্ আছে! উঃ গড্! হামরা হাতঠো একদম্‌সে বরবাদ কর দিয়া!

কাল্লু। চল, চল—রাস্তার মাইঝে খাড়াইয়া আর লোকহাসাইবার কাম নাই! চল! দরবারে যাইতে হইব, ভুইলা গেছ না কি?

কার্ভালো। আরে তুম্ চলো—হামি যাচ্ছে।

উভয়ের প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য

কেদার রায়ের সভা গৃহ। কাল—প্রাহ্ন

রাজা তখনও দরবারে আসেন নাই। সভাসদগণ বসিয়া ছিলেন

মুকুট। মহারাজ এখনও সভায় আস্‌ছেন না কেন? তুমি কিছু জান বিশ্বনাথ?

বিশ্বনাথ। শুন্‌লাম, তিনি কাল সমস্ত রাত জেগে যুদ্ধক্ষেত্রের নক্সা তৈরী করেছেন। আমার বোধ হয়, সেই নক্সা সঙ্গে করেই আজ সভায় আসছেন।

রত্নগর্ভ। কার্ভালো-সাহেব কিন্তু বাস্তবিকই অসাধ্য সাধন করেছেন। মাত্র দুই হাজার সৈন্য নিয়ে মোগলের হাত থেকে সন্দ্বীপ কেড়ে নিলেন, তাও মাত্র দুদিনের মধ্যে! বীরত্ব বটে! কি বলেন সেনাপতিমশাই?

মুকুট। নিশ্চয়! মহারাজ আমাকে ওকে সাহায্য করবার জন্যে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু আমাকে সে অস্ত্রই ধরতে দিলে না। বললে, তুমি অস্ত্র ধরবে আমার মৃত্যুর পর!

কার্ভালোর প্রবেশ

কাল্লু। হুঁ! সেনাপতিমশয় সত্য কথাই কইছেন। কার্ভালো মিঞার জবর তেজ! ওর চোখ দুগ্গা দ্যাখছেন না? যেন হাপের মাথায় মণি জ্বলতে আছে! কি কন্ ছিরমন্তমশয়?

শ্রীমন্ত। এঁ্যা—কি বলছো কাল্লু?

কাল্লু। আরে, কর্ত্তা যেন স্বপ্পন দেখ্ছেন! এতক্ষণ কি ঘুমাইতে আছিলেন নাকি?

রত্নগর্ভ। শ্রীমন্তও আজ এসেছে দেখছি! আজকাল ওকে দেখতেই পাওয়া যায় না। তোমাকে এত বিষণ্ণ দেখ্ছি কেন হে? হাতে ওটা কি?

শ্রীমন্ত। আজ্ঞে ফুল! একটা বড় সমস্যায় পড়েচি গোঁসাইজী! বাড়ীতে একটা চারা গাছ পুঁতেছিলাম। সকাল সন্ধ্যায় তারই গোড়ায় জল ঢালতাম। আজ সকালে উঠে দেখি, আমার সেই ফুল গাছে অনেক কাল পরে একটা ফুল ফুটেছে—চমৎকার গন্ধ!

রত্নগর্ভ। বটে?

শ্রীমন্ত। আজ্ঞে হ্যাঁ। তারপর ফুলটা তুলে মহারাজের জন্য নিয়ে

আসছি, হঠাৎ রাস্তায় এক ব্যাটা চামার ফেল্লে আমায় ছুঁয়ে! এখন এ ফুল ত দেবতার পূজায়ও লাগবে না, রাজার পূজায়ও লাগবে না! অথচ এমন সুন্দর ফুল—ফেলে দিতেও মায়া হচ্ছে। এ ফুল এখন আমি কোথায় রাখি? ওগো কোথায় রাখি? বলতে পারেন আপনারা?

কাঁদিতে লাগিল

বিশ্বনাথ। তা ফুলে গঙ্গাজল দিয়ে শুদ্ধ করে নিলেন না কেন?

শ্রীমন্ত। তাও ত হবার জো নেই মুন্সীজি! এর কলঙ্ক যে জলে ধুলেও যাবে না—ঝামা দিয়ে ঘসলেও উঠ্‌বে না। এ যে আমাদের সনাতন হিন্দু সমাজের বিধান!

নেপথ্যে ডঙ্কা বাজিল। নকিব জানাইল, রাজা আসিতেছেন। সভা চঞ্চল হইল। মঙ্গলবাদ্য বাজিতে লাগিল। রাজা কেদার রায় সভায় প্রবেশ করিয়া সিংহাসন গ্রহণ করিলেন।

কেদার। কার্ভালোর অসীম বীরত্বে আজ আমরা মোগলের গ্রাস থেকে সন্দীপ পুনরুদ্ধার করতে পেরেছি। মোগলের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হলে সন্দীপ আমাদের করায়ত্বে রাখা চাই। কার্ভালো আমাদের বহুকালের আশা পূর্ণ করেছে। তার বীরত্বে আমি মুগ্ধ হয়েছি।

মুকুট। মহারাজ! আমি ওর রণকৌশল স্বচক্ষে দেখে এসেছি। মাত্র দু' হাজার সৈন্য নিয়ে তিনদিক থেকে অতর্কিতে মোগলকে এমন ভাবে আক্রমণ করলে যে, বাধা দেওয়া দূরের কথা, তারা পালাবার পথ খুঁজে পেলো না। অথচ আমি ওকে বিন্দুমাত্রও সাহায্য করি নি।

কেদার। বীরত্বের পুরস্কার স্বরূপ আমি কার্ভালোকে সন্দীপের অর্দ্ধাংশে নিজের দেশবাসী সৈন্য-সামন্ত নিয়ে বিনা রাজস্বে উপনিবেশ স্থাপন

কর্‌বার অধিকার প্রদান কর্‌ছি। তবে এই সর্ত্তে যে, কার্ভালো নিজে তার সন্দ্বীপবাসী সমস্ত পর্ত্তুগীজ সৈন্য নিয়ে যখনই প্রয়োজন হবে, আমাদের সাহায্য করতে বাধ্য থাক্‌বে।

কার্ভালো। (টুপি খুলিয়া সিংহাসনতলে রাখিয়া) রাজা! আপনি হামাদের বহুৎ উপকার করিয়াছে। আপনি হামাদের—আপনি হামাদের—হামাকে মাপ কর্‌বে রাজা! হামি পারছে না—কুছ, বলিতে পারছে না। So sorry! But so glad and so grateful!

কেদার। আজ থেকে আমি তোমাকে আমার সমস্ত নৌ-সৈন্যের অধিনায়কত্ব প্রদান করলাম। (মুকুট রায়ের প্রতি) সেনাপতি! নৌ-যুদ্ধের উপযুক্ত কামান, বন্দুক ও অন্যান্য আগ্নেয়াস্ত্র এবং যুদ্ধ-জাহাজ, ছিপ, শতী, কোষা ইত্যাদি সমস্ত রণতরী কার্ভালোর ইচ্ছামত প্রস্তুত করিয়ে দেবে।

মুকুট। আজ্ঞা প্রতিপালিত হবে মহারাজ!

কেদার! মা ভবানীর কাছে প্রার্থনা করি, তোমার হাতে আমার এই তরবারি এবং পতাকার গৌরব চিরকাল অক্ষুণ্ণ থাক্‌বে।

কার্ভালো হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া গ্রহণ করিল, এবং তরবারি মস্তকে স্পর্শ করাইল

কার্ভালো। হামার জান্ কবুল রাজা!

কেদার। হ্যাঁ, আর জেনে রাখ—তোমার সহকারী, আমাদের সুহৃদ এই কালু সর্দ্দার।

কালুকে পাগড়ী প্রদান। কালু রাজাকে অভিবাদন করিল

কার্ভালো। রাইট্ ও!

কার্ভালো এবং কালুর প্রস্থান

কেদার। মুকুট, আমি আজ ক্লান্ত। সকলকে বিশ্রাম গ্রহণ করতে বলে দাও।

সভাসদগণের প্রস্থান

রত্নগর্ভ। যোগ্য পাত্রেই দায়িত্ব-ভার ন্যস্ত হয়েছে মহারাজ!

কেদার। মা ভবানীর আশার্ব্বাদ!

মুকুট। খিজিরপুর অভিযান তা হলে বর্ত্তমানে স্থগিতই রইল মহারাজ?

কেদার। তুচ্ছ খিজিরপুর। কতটুকু তার প্রাণ? এখন আমাদের ব্যস্ত হবার কোনই প্রয়োজন নেই। আমাদের লক্ষ্য মানসিংহ—মোগলের গ্রাস থেকে দেশ রক্ষা করাই এখন আমাদের সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য।

বিশ্বনাথ। বড় মহারাজার জন্য আমরা খুবই উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েছি। রাজবৈদ্য কি তাঁর জীবনের কোন আশাই দিতে পারছেন না মহারাজ?

কেদার। সবই মা ভবানীর ইচ্ছা বিশ্বনাথ। তাঁর হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া অত্যন্ত দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে। মস্তিষ্ক বিকারের লক্ষণও প্রকাশ পাচ্ছে। সোণার শোক তিনি কিছুতেই সহ্য করতে পারছেন না!

শ্রীমন্ত। শোক! কন্যার শোক! ঠিক বলেছেন মহারাজ! এইবার পরখ্ করে নিলেন ত? শোক, দরিদ্র মানে না—রাজাও মানে না! তার কাছে সবাই সমান—সব সমান! কেমন মজা! এইবার কেমন মজা! হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ! (অট্টহাস্য)

সহসা ব্যস্তভাবে টলিতে টলিতে চাঁদ রায়ের প্রবেশ

চাঁদ। কেদার! কেদার! ওরে, কৈ? আমার সোণা, আমার স্বর্ণময়ী কৈ?

চতুর্দ্দিকে চাহিতে ছিলেন

কেদার। একি! দাদা, তুমি অসুস্থ। তুমি কেন উঠে এলে দাদা?

চাঁদ। ওরে, আমার সোণা এসেছে! সোণা এসেছে! কোথায় গেল? কোথায় গেল? তোরা কেউ দেখতে পাস্ নি? সোণা! মা আমার!

কেদার। সোণার কথা ভুলে যাও দাদা! ভুলে যাও! তুমি কি জান না সোণা আমাদের নেই? সোণা মরেছে?

চাঁদ। এঁ্যা। নেই? নেই? সোণা আমার নেই? সোণা—সোণা—সো—

দুই হাতে বুক চাপিয়া ধরিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া পড়িয়া গেলেন

কেদার। দাদা! দাদা! একি!

মুকুট। মহারাজ! মহারাজ!

কেদার। আবার মূর্চ্ছিত হয়েছেন।

মুকুট। তাই ত!

সোণা। (নেপথ্যে) কাকামণি! কাকামণি!

কেদার। একি! সোণা! সোণা!

ছুটিয়া সোণার প্রবেশ

সোণা। একি! বাবা অমন করে পড়ে কেন?

অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিল, রত্নগর্ভ বাধা দিলেন

রত্নগর্ভ। ওদিকে যেও না মা, তুমি ওদিকে যেও না!

সোণা। বাবা!

রত্নগর্ভ। ছুঁয়ো না মা—ওঁকে ছুঁয়ো না!

সোণা। ছোঁব না? কি বলছেন পুরুতকাকা?

রত্নগর্ভ। তুমি যে যবন কর্ত্তৃক অপহৃতা মা!

সোণা। অপহৃতা! না, না—আপনার পায়ে পড়ি পুরুতকাকা, একটু সরে দাঁড়ান। আমার বাবাকে একটিবার আমি দেখ্‌বো! বাবা! বাবা!

চাঁদ। (চমক ভাঙিয়া) কে? কে আমায় ডাক্‌লে? কে ডাক্‌লে?

সোণা। বাবা! বাবা!

চাঁদ। সোণা? আমার মা?

কেদার। উঠো না—উঠো না দাদা।

চাঁদ। না, না আমায় ছাড়্‌! ছেড়ে দে কেদার। আমার সোণা এসেছে! কতদিন আমার মাকে আমি দেখিনি! আয়, আয় মা, আমার বুকে আয়।

সোণা। বাবা! বাবা!

রত্নগর্ভ। জ্ঞান হারাবেন না মহারাজ! ওকে স্পর্শ করবেন না।

চাঁদ। কি বলছেন ঠাকুরমশাই? ও যে আমার মা! আমার সোণা!

রত্নগর্ভ। সত্য কথা, কিন্তু বিধর্ম্মীরা ওকে অপহরণ করেছিল! সমাজের কাছে ও পতিতা।

সোণা। পতিতা!

চাঁদ। পতিতা!!

কেদার। স্থির হও দাদা, স্থির হও।

চাঁদ। হ্যাঁ, হ্যাঁ—স্থির হবো! সমাজ! সমাজের নিয়ম নির্ম্মম, কঠোর! তবু মান্‌তে হবে! উপায় নেই! উপায় নেই!

সোণা। উপায় নেই? তবে কি আমার এখানে আর স্থান নেই বাবা? আমি এখানকার কেউ নই?

রত্নগর্ভ। কি করবো মা? সমাজের নিয়ম—সমাজ শৃঙ্খলা যে আমরা মানতে বাধ্য মা!

সোণা। পুরুতকাকা! আমি মা ভবানীর নাম নিয়ে শপথ কচ্ছি—

রত্নগর্ভ। শপথে কোনই ফল হবে না মা—আমরা নিরুপায়।

চাঁদ। নিরুপায়!

সোণা। কাকামণি!

কেদার। (আর্ত্তস্বরে) মুকুট! মুকুট!

সোণা। না, না, আর কেউ নয়—আর কারো কথা আমি শুনতে চাই না! তুমি নিজে একবার বল কাকামণি—আমি পতিতা? আমার এখানে স্থান নেই?

কেদার নীরব। মর্ম্মান্তিক জ্বালায় মুখ তাহার পাংশুবর্ণ

সোণা। কাকামণি! তুমি আমায় বিশ্বাস কর কাকামণি, আমি আজ আটদিন উপবাসী—একফোঁটা জল পর্য্যন্ত খাইনি—জগদীশ্বর সাক্ষী!

কেদার। সো—ণা—(আর্ত্তস্বরে কি বলিতে গিয়া থামিয়া গেলেন)

সোণা। আমার কি অপরাধ কাকামণি? তোমার পায়ে পড়ি কাকামণি, তুমি আমায় মেরে ফেল—এমন করে আমায় তাড়িয়ে দিও না! তোমরা ছাড়া আর যে আমার কেউ নেই কাকামণি!

মাটিতে লুটাইয়া পড়িলেন

চাঁদ। ওরে! ওরে! আমার বুকটা ফেটে গেল! বুকটা ফেটে চৌচির হয়ে গেল! না, না, আমায় তুই ছেড়ে দে কেদার! তোরা থাক্, আমি—সোণা—সো—ণা—(মৃত্যু)

কেদার। দাদা! দাদা! একি? কি হোল? মুকুট! তোমরা দেখ, দেখ!

মুকুট। কি হোল মহারাজ! কি হোল!

কেদার। সব শেষ! দাদা আর নেই!

মুকুট। নেই?

সোণা। নেই? আমার বাবা নেই?

রত্নগর্ভ। একটু সরে দাঁড়াও, মা—তুমি ছুঁয়ে ফেললে ওঁর আত্মার অকল্যাণ হবে মা!

সোণা। অকল্যাণ হবে। আত্মার অকল্যাণ হবে! কাকামণি! কাকামণি!!

কেদার। সোণা!—না—না—না—মুকুট! ওকে বাইরে নিয়ে যাও—আমার দৃষ্টিপথের বাইরে নিয়ে যাও! আমি পাচ্ছি না—আমায় ভুলিয়ে দেবে। আমার কর্ত্তব্য ভুলিয়ে দেবে!

সোণা। কাকামণি!

কেদার। মা! মা আমার!

সোণা। আমি যাচ্ছি কাকামণি! আমি চাই না। তোমার কর্ত্তব্যের বিঘ্ন হতে আমি চাই না। (যাইতে উদ্যত হইয়া ফিরিল) কাকামণি—যাবার আগে আমার বাবার একটু পায়ের ধূলো, তোমার একটু পায়ের ধূলো আমায় নিতে দাও! আমি আর কিছু চাই না!

পদধূলি নিতে অগ্রসর হইল, রত্নগর্ভ বাধা দিলেন

রত্নগর্ভ। ওকি! স্পর্শ ক'র না!

সোণা। কাকামণি?

কেদার। ওঃ! পার্চ্ছি না! পার্চ্ছি না! সোণা, অভাগিনী মা আমার! দাদাকে তুই স্পর্শ করিস নি, আমার পায়ের ধূলো নিয়ে যদি তুই তৃপ্তি পাস্ মা—

রত্নগর্ভ। তা-ও হয় না মহারাজ! আপনি ওকে স্পর্শ করতে পারেন না!

কেদার। বাধা দেবেন না—বাধা দেবেন না ঠাকুরমশাই! অভাগিনীর শেষ আকাঙ্ক্ষা—পূর্ণ হতে দিন! আমাকে ও স্পর্শ করলে যদি পাপ হয়—আমি তার প্রায়শ্চিত্ত করব! আপনি বাধা দেবেন না!

রত্নগর্ভ। সে হয় না মহারাজ! আপনি সমাজপতি।

কেদার। হয় না! আমি প্রায়শ্চিত্ত করব, তবু হবে না? মা! মা আমার! আশার্ব্বাদ—

সোণা। তোমার প্রায়শ্চিত্তের দরকার নেই কাকামণি! আমি চল্লাম! জন্মের মত আমি চল্লাম! মা ভবানী!

কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান

কেদার! ওরে আমার আশীর্ব্বাদ। আশীর্ব্বাদ। চলে গেল! চলে গেল! দাদা! দাদা! না, না মুকুট—আমার সঙ্কল্পের আমূল পরিবর্ত্তন কর্ত্তে হবে! যার জন্য দাদার এই শোচনীয় পরিণাম—আমার অকলঙ্ক কুলে কালি—রাজা হয়ে, পিতা হয়ে, কন্যাকে ধরে রাখবার ক্ষমতা আমরা হারিয়েছি—তার শাস্তি! তার ধ্বংস! তাকে চূর্ণ কর্ত্তে হবে!!

মুকুট! মহারাজ। মহারাজ!!

কেদার। মোগল নয়! মানসিংহ নয়—সর্ব্বাগ্রে ঈশা খাঁ ঈশা খাঁ!!

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

খিজিরপুর। নবাব ঈশা খাঁর কক্ষ। কাল—পূর্ব্বাহ্ন। ঈশা খাঁ ম্লানমুখে বসিয়াছিলেন। মায়ার প্রবেশ

মায়া। বাবা! বাবা!! (কাঁদিয়া ফেলিল)

ঈশা। মায়া? কেন মা? কি হয়েছে?

মায়া। আজ তিন দিন তুমি আমার কাছে যাও নি—আমার সঙ্গে কথা কও নি!—বাবা, তুমি আমার উপর রাগ করেছ?

ঈশা। রাগ করেছি? তোর উপর? না মা, না! এ তোর ভুল ধারণা!

মায়া। তবে কেন তুমি এ ক'দিন আমার কাছে যাওনি? আমায় ডাক নি?

ঈশা। তোমায় কাছে ডাকবার মুখ কি আমার আছে মা? এ যে আমার কি নিদারুণ লজ্জা—কি মর্ম্মান্তিক অনুশোচনা! ভুল বুঝে আমি কি ঘোরতর অন্যায় করে ফেলেছি!

মায়া। আমায় ক্ষমা কর বাবা! আমিও তোমায় ভুল বুঝেছিলাম!

ঈশা। তুমিই আমায় বাঁচিয়েছ মা! আমায় রক্ষা করেছ! সোণাকে এখানে আনবার পর প্রতি কথায়, প্রতি ব্যবহারে তুমি আমার অন্ধচোখে দৃষ্টিশক্তি এনে দিয়েছিলে মা! ওঃ! আমার জীবনে এ যে কত বড় কলঙ্কের ছাপ! এ মহাপাপের কি প্রায়শ্চিত্ত আছে?

ফজলু খাঁ। (নেপথ্যে) জনাব। আমি যেতে পারি?

ঈশা। কে?

মায়া। উজিরসাহেব।

ঈশা। তুমি ভেতরে যাও মা, আমি একটু পরেই যাচ্ছি।

মায়ার প্রস্থান

এস ফজলু খাঁ

ফজলু খাঁর প্রবেশ

কি সংবাদ ?

ফজলু। এই মাত্র সংবাদ পেলাম, মোগল সৈন্য কুতুবপুরে ছাউনি ফেলেছে।

ঈশা। কুতুবপুরে ? কোন্ কুতুবপুরে ?

ফজলু। (মানচিত্র দেখাইয়া) সুন্দরবনের উত্তরে—পদ্মার পশ্চিম তীরে।

ঈশা। হুঁ ! সৈন্য কত ? কে তাদের অধিনায়ক হয়ে এসেছে, সংবাদ পেয়েছ ?

ফজলু। সৈন্যসংখ্যা প্রায় ত্রিশ হাজার। সৈন্যাধ্যক্ষ কিলমক্ খাঁ।

ঈশা। তাই ত !

ফজলু। এ অবস্থায় আমাদের কি কর্ত্তব্য জনাব ?

ঈশা। মোগল এত শীঘ্র বাঙলায় সৈন্য পাঠাবে—এ আমি ধারণা করতে পারি নি ফজলু খাঁ !

ফজলু। আমি পূর্ব্বেই অনুমান করেছিলাম জনাব ! মোগল এই ক'মাস শুধু বর্ষাকাল বলেই অপেক্ষা করেছিল।

ঈশা। মোগলের আক্রমণ প্রতিরোধ করবার জন্য তুমি প্রস্তুত আছ ফজলু খাঁ ?

ফজলু। পঁচিশ হাজার পদাতিক, দশ হাজার অশ্বারোহী এবং পাঁচ হাজার নৌ-সৈন্য—আমি প্রস্তুত রেখেছি জনাব ! তারা আপনার আদেশের অপেক্ষায় আছে।

ঈশা। উত্তম! তবে আমার মনে হচ্ছে ফজলু খাঁ—মোগল প্রথমে কেদার রায়ের রাজধানী শ্রীপুর আক্রমণ করবে।

ফজলু। আমাদের সৈন্য কি তা হলে শ্রীপুরের সাহায্যে পাঠান হবে?

ঈশা। পূর্ব্বে হয় ত তাই হ'ত। কিন্তু এখন আর তা হবে না ফজলু খাঁ। কেদার রায় আমাদের কাছে সাহায্য গ্রহণ করবে—এ আমার বিশ্বাস হয় না। তুমি অবিলম্বে ভাওয়ালে গাজীসাহেবকে সংবাদ দাও। তিনি যেন প্রস্তুত থাকেন, প্রয়োজন মত তাঁর সাহায্য যেন আমরা পাই।

ফজলু। একবার শ্রীপুরেও লোক পাঠালে ভাল হয় না জনাব?

ঈশা। শ্রীপুরে? না, না—নিষ্প্রয়োজন। আমি জানতে পেরেছি কেদার রায় আমার উপর প্রতিশোধ নিতে দৃঢ়-সঙ্কল্প।

ফজলু। বটে! কেদার রায়ও তা হলে আমাদের রাজ্য আক্রমণ করতে পারেন?

ঈশা। অবশ্যই পারেন।

ফজলু। তা হলে আমাদের একদিকে মোগল—অন্যদিকে কেদার রায়!

ঈশা। তুমি কি সেজন্য ভীত ফজলু খাঁ?

ফজলু। ভীত! জনাব! এ যাবৎ মোগলের সঙ্গে বহু খণ্ড-যুদ্ধ হয়ে গেছে। আমাকে কি কখনো ভীত হতে দেখেছেন?

ঈশা। (ঈষৎ হাসিয়া) না, ফজলু খাঁ! তোমার বীরত্বের পরিচয় আমি অনেকবার পেয়েছি। তোমার শৌর্য্যে আমি যথেষ্ট আস্থা রাখি।

ফজলু খাঁ অভিবাদন করিলেন

তাহেরের প্রবেশ

ফজলু। কি তাহের?

তাহের। মোগল দূত!

ফজলু। মোগল দূত?

তাহের। হুজুরের সঙ্গে দেখা করতে চায়।

ঈশা। নিয়ে এস।

তাহেরের প্রস্থান

খুব সম্ভব মানসিংহ পাঠিয়েছে।

ফজলু। বোধ হয়।

রেজাকের প্রবেশ

ঈশা। কি সংবাদ দূত?

রেজাক। মহারাজ মানসিংহ অবিলম্বে জানতে চেয়েছেন জনাব, যে আপনি কেদার রায়কে সাহায্য করবেন কিনা?

ঈশা। হুঁ, আর কিছু?

রেজাক। মহারাজ আপনাকে তাঁর বিশ্বস্ত মিত্র বলে গণ্য করতে পারেন কিনা? আপনার অধিকার সম্পূর্ণরূপে অক্ষুণ্ণ থাকবে! যেমন নবাব আছেন, ঠিক তেমন থাকবেন! কেবলমাত্র মৌখিক সম্রাটের আনুগত্য স্বীকার করতে হবে। আর কিছু নয়!

ঈশা। তোমার মহারাজকে গিয়ে তুমি বল দূত, যে কেদার রায়কে সাহায্য করা, না করা—আমার ইচ্ছাধীন নয়। বর্ত্তমানে তা সম্পূর্ণরূপে কেদার রায়ের উপর নির্ভর করে। কিন্তু মানসিংহ যেন এ কথাটা ভুলে না যান, কৌশলের জালে ঈশা খাঁ ধরা দেবে না! শক্তির পরীক্ষা তাঁর সঙ্গে আমার পূর্ব্বেও একবার হয়ে গেছে। আর একবার ইচ্ছা করেন— আমি প্রস্তুত! আমি পাঠান হয়ে মোগলের বশ্যতা স্বীকার করব না!—আচ্ছা!

রেজাক। তাই হবে জনাব।

প্রস্থান

তাহেরের পুনঃ প্রবেশ

ফজলু। আবার কি তাহের?

তাহের। এক আওরাৎ হুজুরের সঙ্গে দেখা করতে চায়।

ঈশা। আওরাৎ!

তাহের। হ্যাঁ জনাব।

ঈশা। ফজলু খাঁ!

ঈশা খাঁর ইঙ্গিতে ফজলু ও তাহেরের প্রস্থান

অনতিবিলম্বে সোণার প্রবেশ

ঈশা। এ কি! সোণা! তুমি এখানে?

সোণা। হ্যাঁ নবাবসাহেব, আমি! আমি আবার এসেছি! সেদিন আমায় এনেছিলেন আপনি। আর আজ আমি এসেছি নিজে—আপনার আশ্রয় ভিক্ষা করতে।

ঈশা। আমি তোমার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না সোণা?

সোণা। নবাবসাহেব! আমি হিন্দু-বিধবা। আপনি আমাকে জোর করে ধরে এনেছিলেন বলে সমাজ আমাকে ত্যাগ করেছে! আজ আমার পিতৃ-গৃহেও স্থান নেই।

ঈশা। সে কি। কি বলছ তুমি সোণা

সোণা। নবাবসাহেব! আমার বাবা আর নেই। আমার শোকে উন্মাদ হয়ে তিনি দেহত্যাগ করেছেন। আজ আমি আশ্রয়হীনা!

ঈশা। তুমি আশ্রয়হীনা? না, না, তুমি আশ্রয়হীনা নও সোণা। তোমাকে আশ্রয় দেবার জন্য আমার প্রাসাদের দ্বার, খিজিরপুরের

দ্বার—চিরদিনই উন্মুক্ত রয়েছে এবং থাকবে! আমি সব বুঝতে পেরেছি। মায়া—

মায়া। (নেপথ্যে) বাবা!

ঈশা। একবার শোন মা!

মায়ার প্রবেশ

ঈশা। (মায়ার হাত ধরিয়া সোণার কাছে গেলেন) মায়া! আজ থেকে তোমার সোণাদিদিকে তোমার হাতে সঁপে দিলাম মা! ওর বিশ্রামের আয়োজন করে দাও। উপযুক্ত বাসস্থানের ব্যবস্থা আমি এখনি করে দিচ্ছি।

সোণা। নবাবসাহেব! আপনি—

ঈশা। ভুল মানুষ মাত্রেরই হয় সোণা! আর সেই ভুল সংশোধনের চেষ্টাও মানুষ মাত্রেরই করা উচিত। ফজলু খাঁ!

ফজলু খাঁর প্রবেশ

আমি ফয়তা-নামা লিখে দিচ্ছি ফজলু খাঁ—আজ থেকে আমার রাজধানীর নাম খিজিরপুর নয়—সোণার গাঁ! যাও মা, সোণাকে অন্তঃপুরে নিয়ে যাও।

মায়া। এস দিদি।

সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

কুতুবপুরে মোগল শিবির। কাল—রাত্রি

সেনাপতি কিলমক খাঁ গর্ব্বিতভাবে বসিয়াছিলেন। সাদি খাঁ, ওস্‌মাক্ খাঁ এবং অন্যান্য সৈন্যাধ্যক্ষগণ স্ব স্ব আসনে উপবিষ্ট

কিলমক্। হেঁ, হেঁ, বাবা! একটা চালের মত চাল চেলেছি বটে! জবর চাল! এবারে আর বাছাধন যাবেন কোথায়? একদম্ বাজী মাত্! হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ—কিছু বুঝতে পেরেছ তোমরা?

সাদি। আজ্ঞে না।

কিল্। আজ্ঞে না? কিছু বুঝতে পার নি?

সাদি। আজ্ঞে, কি হুজুরালি?

কিল্। আমার এই চালখানা? বুঝতে পার নি?

সাদি। আজ্ঞে না জনাব!

কিল্। তোমরা কেউ বুঝতে পার নি?

ওস্। আজ্ঞে, আমি পেরেছি হুজুরালি!

কিল্। হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ! তুমি পেরেছ?

ওস্। আজ্ঞে হ্যাঁ!

কিল্। কি বুঝতে পেরেছ, বল ত?

ওস্। আজ্ঞে, আপনার চালখানা!

কিল্। কি চাল বল ত?

ওস্। আজ্ঞে, জবর চাল!

কিল্। প্রকাশ করে বল।

ওস্। আজ্ঞে—একদম্ বাজীমাৎ!

কিল্। বাজীমাৎ ?" ঠিক ?

ওস্। আজ্ঞে হ্যাঁ।

কিল্। কিসে বাজীমাৎ ?

ওস্। আজ্ঞে—আজ্ঞে—আপনার ঐ চালে !

কিল্। কি চালে ?

ওস্। আজ্ঞে—জবর চালে ?

কিল্। কিন্তু কি সে চাল ?

ওস্। আজ্ঞে—আজ্ঞে—জবর চাল !

কিল্। চোপ্‌রও বে-অকুফ ! বেয়াদব্

ওস্। আজ্ঞে, এই চুপ কর্‌লাম।

সাদি। ও কিছু বুঝতে পারে নি জনাব !

কিল্। বল, কি বুঝতে পেরেছ ?

ওস্। আজ্ঞে—তা হলে পারি নি ?

কিল্। পার নি ?

ওস্। আজ্ঞে না।

কিল্। এইও—সরাব লে আও ! জলদি। আহম্মকটা ধকিয়ে আমার মাথা খারাপ করে দিয়েছে ! জলদি সরাব লে আও !

জনৈক অনুচর সরাব লইয়া আসিল, কিলমক্ পান করিয়া সুস্থ হইলেন

ওস্। হুজুর ! মাপ করুন ! আপনার মাথা খারাপ করে দিয়েছি ! গোস্তাকী মাফ্ করুন !

কিল্। ওটা একটা আস্ত গাধা !

ওস্। আজ্ঞে, হুজুরই আমার মা বাপ ! মাফ্ করুন !

কিল্। আচ্ছা, ব'স। খবরদার, আর যেন বকিও'না।

ওস্। এই নাকমলা—এই কানমলা, হুজুর!

কিল্। হ্যাঁ! তার পর যা বল্‌ছিলাম—আমার চালটা।

সাদি। আজ্ঞে হ্যাঁ, বলুন!

কিল্। আমার চাল বুঝতে পারা সে কি তোমাদের কর্ম্ম?

ওস্। আজ্ঞে, সাধ্য কি আমাদের! আপনার চাল বোঝা—

সাদি। এই তুই চুপ্ কর্!

ওস্। কেন চুপ্ করব? এখন ত হুজুরের কথা বেশ বুঝতে পারছি।

সাদি। আরে, তুই থাম্ না! এখনি আবার হুজুরের মাথা খারাপ হবে!

ওস্। ও! আচ্ছা! এই চুপ করলাম।

কিল্। আরে, এটা বুঝতে পারছ না যে, আমার মাথার চাল যদি তোমরাই বুঝতে পারবে—তা হলে ত তোমরাও সেনাপতি হতে পারতে? আমার মত শিবিরে বসে হুকুম চালাতে?

সাদি। আজ্ঞে হ্যাঁ, ঠিক কথা!

কিল্। মহারাজ মানসিংহের মত পাকা লোক—তিনি কি আর আমাকে না বুঝে সেনাপতি করে বাঙলা মুলুকে পাঠিয়েছেন? এই মগজখানাকে তিনি ঠিক চিন্‌তে পেরেছেন! এক একখানা মতলব যা বেরোয়—হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ! খাসা! এই যে ভুঁইয়া কেদারের ছেলেটাকে জঙ্গল থেকে ধরে এনে খাঁচায় পুরেছি, কেমন জবরদস্ত চালখানা হয়েছে বাবা?

ওস্। এইবারে ঠিক বুঝতে পেরেছি হুজুর।

কিল্। কি?

ওস্। আজ্ঞে—জঙ্গল!

কিল্। হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ, ও ঝাড়েই থাক্, আর জঙ্গলেই থাক্—বলি, ছেলে ত? বাছাধন এইবারে বাপ্ বাপ্ বলে, নাকখৎ দিতে দিতে এসে হাজির হতে পথ পাবে না! কি বল তোমরা?

ওস্। আরে বাস্ রে! হুজুরের এমন চাল?

সাদি। তবে আর কি হুজুরালি! বাঙলা জয় ত তা হলে হয়েই গেল?

কিল্। এইবার বুঝতে পেরেছ?

ওস্। আজ্ঞে, হ্যাঁ হুজুর, এতক্ষণে ঠিক বুঝেছি!

কিল্। এখন তা হলে একটু আমোদ করা যাক্! কি বল?

সাদি। নিশ্চয়! এইও, সরাব লে আও—জলদি লে আও।

ওস্মাক যাইয়া সরাব লইয়া আসিল

সাদি। আজ্ঞে, এইবার যদি হুকুম হয় ত—

কিল্। কি? বাইজী? নাচনে-ওয়ালী?

ওস্। আজ্ঞে, ছুঁড়ীদের পায়ে যে বাত্ ধরে গেল হুজুর! একটু কস্রৎ করানো ত দরকার?

কিল্। কস্রৎ! ঠিক বলেছ! আচ্ছা—ডাক তাদের।

ওস্। ও ডাকাডাকি কর্ম্ম নয় হুজুর! আমি নিজেই যাচ্ছি! ক'জনকে আন্‌বো জনাব?

কিল্। তা, তা, সকলকেই ত একটু কস্রৎ করানো দরকার? কি বল তোমরা?

সকলে। নিশ্চয় হুজুর—নিশ্চয়।

ওস্মাক্ চলিয়া গেল

সাদি। আর এক পাত্র সরাব ইচ্ছে করুন জনাবালি ?

কিল্। আলবৎ! আল্বৎ! দাও। (সরাব পান)

ওসমানের পুনঃ প্রবেশ

কিল্। এই যে! এস, এস —

নর্ত্তকীগণের প্রবেশ ও অভিবাদন

ওস্। আর দেরী কেন বাবা ? চালাও!

গীত

মোরা ফুলের পরী ফুল মধু খাই
ফুল বাগানে ফুলের রাতে।
ভোর বাতাসে পুলক জাগাই
ফুল কুঁড়িদের আঁখি পাতে॥
শিশির মাখাই শিউলি ফুলে,
জোছ্না ছড়াই বকুল তলে
চুম খেয়ে যাই শতদলে
চমক্ তুলি যুঁই গোলাপে।
চুপ সারে যাই উষার আগে
তরুণ বঁধুর ঘুম্ ভাঙাতে।

কিল্। বাঃ! বাঃ! বহুত্ আচ্ছা!

সাদি। বাহোবা কি বাহোবা!

ওস্। ওদের বক্‌শিষ্ ইচ্ছে করুন হুজুর!

কিল্। বক্‌শিষ্? আচ্ছা—কাল পাবে।

ওস্। তোমরা তা হলে এখন এস। বক্‌শিষ্ কাল পাবে।

নর্ত্তকীগণের প্রস্থান।

কিল্। (জড়িত স্বরে) আমোদ ত করা হ'ল—এইবার একটু কাজ করা যাক্। এই কোই হ্যায়? ভুঁইঞা কেদারকা লেড়কা।

ওস্। হুজুর! ঐ ছোঁড়াটাকে একখানা গান শুনিয়ে দিলে ভাল হয় না?

সাদি। চুপ কর্ আহাম্মক!

ওস্। আঃ! তুমি বুঝতে পারছ না! আমাদের বাদ্সাই ঢংয়ের গান আর মোগলাই নাচ দেখে, ছোঁড়ার মুণ্ডু ঘুরে যাবে! বাড়ীতে ফিরে গিয়ে, সকলের কাছে খুব তারিফ করবে! জান?

নারাণ রায়কে লইয়া একজন সৈনিকের প্রবেশ

কিল্। এই যে এস, এস—ভুঁইঞা কেদারের ছেলে এস! তারপর!

নারাণ। আমাকে এভাবে বন্দী করে রাখার উদ্দেশ্য কি, তা আমি জান্‌তে পারি বোধ হয়?

কিল্। তোমার ন্যায় বুদ্ধিমান ছোক্‌রার তা বোঝাই উচিত! কি বল হে?

সকলে। আজ্ঞে, হ্যাঁ!

নারাণ। বুঝতে পারি নি বলে জান্‌তে চাইছি।

কিল্। উদ্দেশ্য খুব মহৎ! মোগল সম্রাটের কাছে তোমার বাবাকে বশ্যতা স্বীকার করানো—আর কিছু নয়। একখানা কাগজের ওপর এক কলম কালি দিয়ে একটি মাত্র আঁচড় কাটতে হবে। ব্যস্—খালাস্!

নারাণ। আমাকে বন্দী করে রাখলেই পিতা মোগলের বশ্যতা স্বীকার করবেন—আপনি স্থির জানেন?

কিল্। স্থির জানি না—তবে আমার বিশ্বাস!

নারাণ। এ আপনার ভুল ধারণা খাঁসাহেব! যে লোক মোগলের অত্যাচার থেকে দেশবাসীকে বাঁচাবার জন্য নিজের জীবনকেই তুচ্ছ জ্ঞান করেন—তিনি তাঁর একটি মাত্র পুত্রের জীবন রক্ষার জন্য মোগলের কাছে আত্মবিক্রয় করে, বাঙ্‌লার সর্ব্বনাশ করবেন—এ আপনি কখনই মনে স্থান দেবেন না।

কিল্‌। আমি তোমার সঙ্গে তর্ক করতে চাই না! আমার কথামত কাজ করবে কি না?

নারাণ। না!

কিল্‌। না?

নারাণ। না! আমি এখানে বন্দী, এ সংবাদ বাবাকে জানাবার কোনই প্রয়োজন নেই।

কিল্‌। এখনও ভেবে ছাখ পরিণাম ভীষণ!

নারাণ। পত্র আমি তাঁকে লিখ্‌ব না খাঁসাহেব।

কিল্‌। লিখবে না? বটে?

নারাণ। খাঁসাহেব! আপনি ভুলে যাচ্ছেন আমি মহাবীর কেদার রায়ের পুত্র! আমি মোগলের হাতে বন্দী, এই হেয় সংবাদ তাঁকে জানাতে আমি লজ্জা বোধ করি।

কিল্‌। যাও, একে নিয়ে যাও! এর অর্দ্ধেক দেহ মাটিতে পুঁতে কুকুর দিয়ে খাওয়াবে। যাও, নিয়ে যাও!

সৈন্যগণ লইয়া যাইতে উদ্যত

এখন, কোথায় তোমার বাবা—সেই মহাবীর ভুঁইঞা কেদার? একবার ডাকো তাঁকে? এখানে এসে তোমায় রক্ষা করুক্‌?

নেপথ্যে অসংখ্য কামানের শব্দ এবং সৈন্য কোলাহল শোনা গেল

কিল্। কি ও? কিসের শব্দ?

সাদি খাঁ ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল এবং মুহূর্ত্তমধ্যে পুনরায় প্রবেশ করিল

সাদি। জনাব! জনাব! সর্ব্বনাশ হয়েছে! শত্রু সৈন্য আমাদের শিবির ঘিরে ফেলেছে!

কিল্। এ্যা! সে কি! কি করছিল আমাদের শিবির-রক্ষকগণ?

সাদি। আজ্ঞে, আজ সবাই একটু আমোদ করছিল।

কিল্। আমোদ করছিল। যত সব বেত্‌মিজ্‌! বদ্‌মাস্‌!

তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেলেন

ওস্। নিশ্চয় এই ছোঁড়ার কাজ! আজ রম্‌জানের রাত—আমাদের শিবিরে আমোদ হবে! নিশ্চয় এই ছোঁড়া ওর বাপকে খবর দিয়েছে! কি রে? সত্যি কথা বল্?

নারাণ। আমি কোনও সংবাদ দিই নি।

সাদি। আল্‌বৎ দিয়েছিস্‌! জরুর তুই সংবাদ দিয়েছিস্‌!

কিল্‌মক্ খাঁর পুনঃ প্রবেশ

কিল্। দুষমন্! কেদার রায়—কেদার রায়।

সাদি। হুজুর! এই কম্‌বক্ত ওর বাপকে খবর দিয়েছে।

কিল্। বটে রে—বেত্‌মিজ্‌? তবে তোমাকেই আগে সাবাড় করি।

নারাণকে হত্যা করিতে উদ্যত এমন সময় মুকুট এবং কার্ভালোর প্রবেশ। গুলির আঘাতে দুইজন সৈনিকের পতন। কার্ভালো কিল্‌মক্‌কে বন্দী করিল। কেদার উন্মত্তের ন্যায় প্রবেশ করিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিলেন—

কেদার। নারাণ! নারাণ!

নারাণকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন

মুকুট। এইবার ঈশা খাঁ!

তৃতীয় দৃশ্য

সোণাকুণ্ডা দুর্গের অভ্যন্তরস্থ একটি কক্ষ। কাল—রাত্রি, অনুমান দ্বিপ্রহর। চারিদিকে একটা ভয়ব্যাকুল নিস্তব্ধতার আভাষ। নবাব ঈশা খাঁ আহতাবস্থায় একটি পালঙ্কের উপর তন্দ্রাচ্ছন্ন। নবাবের শিরোদেশে হকিমসাহেব চিন্তিতভাবে বসিয়া অতি সন্তর্পণে তাঁহাকে পরীক্ষা করিতেছিলেন। পার্শ্বে সোণা এবং মায়া বিষণ্ণমুখে বসিয়া ছিলেন। ঘরে একটি মাত্র স্তিমিত প্রদীপ। কিছুক্ষণ পরে হকিম সাহেব ধীরে ধীরে আসন ছাড়িয়া উঠিলেন এবং সোণাকে কাছে ডাকিলেন

সোণা। কি রকম দেখলেন হকিমসাহেব ?

হকিম। ঘুমুচ্ছেন। দাওয়াইটা ক্রিয়া করেছে বলেই মনে হচ্ছে।

মায়া। হকিমসাহেব, বাবা আমার বাঁচবেন ত ? দোহাই আপনার—সত্যি কথা বলুন ?

হকিম। অস্থির হয়ে কোনও ফল নেই মা !

মায়া। না, না, হকিমসাহেব ! আমায় মিছে প্রবোধ দেবেন না—সত্যি বলুন ? আমার বাবা—

হকিম। স্থির হও মা, আমার চেষ্টার ত্রুটি হবে না। তবে দিন দুনিয়ার মালিক খোদার মর্জ্জির উপর ত কারো হাত নেই ! তুমি আমি চেষ্টা করা ছাড়া আর কি করতে পারি মা ?

সোণা। তবে ওঁর কি জীবনের আর কোন আশাই আপনি করতে পারেন না ?

হকিম। আশা ? আশা কি ত্যাগ করা যায় মা ? কিছু করবার উপায় না থাকলেও মানুষ আশা কোনও মতেই ছাড়তে পারে না। শেষ পর্য্যন্ত চেষ্টা আমাদের করতেই হবে মা !

মায়া। বাবাকে হারিয়ে আমি কেমন করে বেঁচে থাক্‌বো দিদি ?

সোণা। একটু চুপ কর বোন! নবাবসাহেবের ঘুমের ব্যাঘাত হবে। অস্থির হয়ে লাভ কি ?

হকিম। আমি পাশের ঘরেই রইলাম মা। নবাবসাহেব জেগে উঠলে আমাকে খবর দিও। এই দাওয়াইটা আর এক মাত্রা দিতে হবে।

প্রস্থান

মায়া। আমি এমন অভাগিনী দিদি!

সোণা। শুধু তুমি নও মায়া! আমার অদৃষ্টের কথাটাও একবার ভেবে দেখ ত! সর্ব্বস্ব হারিয়ে তোমার বাবার কাছে এসে আশ্রয় পেয়েছিলাম। আজ থেকে আমার তাও ঘুচ্‌লো।

ঈশা। মা!

মায়া। এই যে বাবা!

ছুটিয়া কাছে গেল

ঈশা। ওঃ—মা!

মায়া। খুব কি কষ্ট হচ্ছে বাবা ?

ঈশা। না মা! সোণা! সোণা কোথায় ?

সোণা। এই যে আমি আপনার কাছেই রয়েছি ?

ঈশা। কাছেই রয়েছো ? অথচ আমি তোমাদের কাউকেই যেন খুঁজে পাচ্ছি না! তোমরা সব যেন আলেয়া! ধরতে যাই—কিন্তু কাছে গিয়ে আর খুঁজে পাই না। কোথায় যেন সব মিলিয়ে যাও।

সোণা। একটু স্থির হন নবাবসাহেব!

ঈশা। স্থির ?—হ্যাঁ সোণা, তাই হব! স্থির হবার আর দেরি নেই!

মায়া। না, না—কেন মিছে এসব কথা বল্‌ছো বাবা ?

ঈশা। মিছে ? মিছে কথা আমি কোনও দিন বলি' নি মা ! আজ মরণ শিয়রে রেখে তাই বল্‌বো ?

মায়া। ওসব কথা তুমি আর ব'ল না বাবা।

ঈশা। সোণা !

সোণা। বলুন নবাবসাহেব ?

ঈশা। শান্তি কোথায় ?

সোণা। পাশের ঘরেই রয়েছে, ডাক্‌বো ?

ঈশা। না, থাক্। বড় ভাল মেয়ে। কি পাপে তার এই শাস্তি !

মায়া। আমি হাকিমসাহেবকে ডেকে নিয়ে আসছি দিদি ?

ঈশা। না, না, আর হকিমসাহেবকে দরকার নেই মা ! তুমি আমার কাছে ব'সো।

মায়া উঠিতে গিয়া আবার বসিলেন—

ঈশা। সোণা !

সোণা। এই যে আমি। আমাকে কিছু বলবেন ?

ঈশা। বলবার আমার অনেক কথাই ছিল সোণা ! আর বুঝি বলা হলো না ! কিসে যেন আমার কণ্ঠনালী চেপে ধরছে ! বলতে আমায় দিচ্ছে না। কিন্তু—শুধু একটা কথা সোণা তোমার মুখ থেকে আমার জীবনের শেষ দিনে আমি শুনে যেতে চাই। নইলে পরলোকে গিয়েও আমি শাস্তি পাব না।

সোণা। আপনি বলুন নবাবসাহেব ?

ঈশা। তুমি আমায় ক্ষমা করেছ সোণা ?

সোণা। আপনি কেন মিছে কষ্ট পাচ্ছেন নবাবসাহেব ? আমার ওপর আপনি ত কোনও অবিচার করেন নি ?

ঈশা। অবিচার করি নি ?

সোণা। আপনার মহত্ত্ব আমি কোনদিন ভুলব না নবাবসাহেব! যা হয়েছে তার ওপর আপনার ত কোনও হাত ছিল না। এ যে আমার ভবিতব্য নবাবসাহেব!

ঈশা। ভবিতব্য ? তাই হবে!

মায়া। কথা কয়ো না বাবা—হকিমসাহেব বারণ করেছেন।

ঈশা। না, না, আমায় বাধা দিও না মা। যতক্ষণ শক্তি আছে, আমার শেষ কথাগুলো কইতে দাও!

মায়া। বেশী কথা বল্‌লে অসুখ যে আরও বাড়বে বাবা ?

ঈশা। অসুখ বাড়বে ? পাগ্‌লী বেটী! গোলার আঘাতে যার বুকের আধখানা পাঁজর খসে গেছে—তোমাদের হকিমসাহেব কি করে তাকে বাঁচিয়ে তুলবেন ?

অল্পক্ষণ স্থির হইয়া রহিলেন, পরে আবার বলিতে লাগিলেন—

কেদার আমাকে এ ভাবে অতর্কিতে আক্রমণ করেছিলেন—আমি প্রথমে বুঝতে পারি নি সোণা! আমি ভেবেছিলাম মানসিংহ। তাই তাকে বাধা দিতে গিয়েছিলাম। কেদারের বিরুদ্ধে আমি যুদ্ধ কর্‌তাম না! বিনা বাধায় তিনি এসে আমার রাজধানীতে উপস্থিত হতেন—আমি তাঁকে একবার মুখোমুখী জিজ্ঞেস করতাম—কি অপরাধে সোণার এই কঠোর শাস্তি! তার পর আমাকে হত্যা করেও যদি তিনি সন্তুষ্ট হতেন—আমি বাধা দিতাম না।

হাঁপাইতে লাগিলেন

মায়া। বাবা! বাবা! তোমার পায়ে পড়ি, এখন চুপ কর।

ঈশা। সোণা!

সোণা। নবাবসাহেব ?

ঈশা। আমার মায়াকে তোমার হাতে দিয়ে গেলাম সোণা!

মায়া। বাবা! বাবা !!

কাঁদিতে লাগিলেন

ঈশা। ওকে আর শান্তিকে নিয়ে আজ শেষ রাত্রেই তুমি নাসিরাবাদে আমার জঙ্গল-বাড়ীতে চলে যাও।

মায়া। তোমায় ছেড়ে আমি কোথাও যাবো না বাবা!

ঈশা। অবুঝ হয়ো না মা! এখানে থেকে তোমার বাবাকে ত ধরে রাখতে পারবে না।

সোণা। ওদের আমি আজই পাঠিয়ে দেব নবাবসাহেব।

ঈশা। আর তুমি ?

সোণা। আমি ? আমার আশ্রয়দাতাকে এখানে অসহায় অবস্থায় ফেলে রেখে, আমি কোথায় পালাব নবাবসাহেব ?

ঈশা। তুমি—তুমি যাবে না সোণা ?

সোণা। এ আদেশ আমায় করবেন না নবাবসাহেব !

দূরে আজানের ধ্বনি শোনা গেল

ঈশা। ঐ—ঐ—আজানের ধ্বনি! আমায় ডাকছে! রাত্রি প্রভাত হয়ে এল! আর ত সময় নেই!—মায়া!

মায়া। এই যে বাবা!

ঈশা। আমি পারছি না মা! আমার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসছে—শ্রবণ শক্তি ক্ষীণ হয়ে আসছে!—ঐ—ঐ—আবার আজান! খো—দা—

ঈশা খাঁর জীবন প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইল। সোণা এবং মায়া আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন

সোণা। নবাবসাহেব!

মায়া। বাবা! বাবা!

পিতার বুকের উপর লুটাইয়া পড়িলেন

তৃতীয় ~~চতুর্থ~~ দৃশ্য

পদ্মার পশ্চিম তীরে মানসিংহের শিবির। কাল—প্রাহ্ন। মানসিংহ একখানি নক্সা দেখিতেছিলেন। চিন্তাভারে আকুল, কপাল কুঞ্চিত, দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। পার্শ্বে সৈন্যাধ্যক্ষ রেজাক খাঁ দণ্ডায়মান

রেজাক। মহারাজ!

মান। বল রেজাক খাঁ!

রেজাক। শত্রুর ত ছায়াও দেখতে পাচ্ছি না।

মান। কি করতে চাও?

রেজাক। হুকুম পেলে, নদী পার হবার চেষ্টা করি! এ রকম নিশ্চেষ্ট ভাবে বসে থেকে লাভ কি?

মান। আচ্ছা রেজাক খাঁ! তোমার কি মনে হয়, নদীর ওপারে যে সমস্ত কামান সাজানো রয়েছে সেগুলো সব অকর্ম্মণ্য? শুধু আমাদের ভয় দেখাবার জন্য সাজিয়ে রেখেছে?

রেজাক। তা কেন হবে মহারাজ?

মান। যদি তা না হবে, তা হলে আমাদের সৈন্যরা নদী পার হবার চেষ্টা করলে, ওপারের কামানগুলো বোধ করি চুপ করে থাকবে না? তাদের আপত্তি নিশ্চয়ই জানাবে?

রেজাক। কিন্তু আমাদের কামানও ত চুপ করে থাকবে না মহারাজ?

মান। ফল? অকারণ সৈন্যক্ষয়! আমি তাতে রাজী নই রেজাক খাঁ।

রেজাক। আমার অপরাধ নেবেন না মহারাজ! কিন্তু চেষ্টা ত করতে হবে? এদিক দিয়ে পার হওয়া যদি বিপজ্জনক মনে করেন, তাহলে এখানকার ছাউনি তুলতে আদেশ দিন? অন্য দিকে চেষ্টা করা যাক্?

মান। রেজাক খাঁ! এই হঠকারিতার জন্যই বোধ হয় আমরা কিল্‌মক খাঁকে হারিয়েছি।

জনৈক সেনানীর প্রবেশ

রেজাক। কি সংবাদ?

সেনানী। আমাদের কতক সৈন্য সুন্দরবনের পথে নদী পার হবার চেষ্টা করেছিল মহারাজ—

মান। সে কি! তারপর?

সেনানী। কতকগুলো সাদা আদ্‌মী তাদের চেষ্টা বিফল করে দিয়েছে। অনেক সৈন্য নদীতে ডুবে মরেছে!

মান। উত্তম হয়েছে! কে তাদের নদী পার হতে বলেছিল?

সেনানী। কেউ বলে নি মহারাজ! কয়েকটা জেলে-ডিঙ্গি ভেসে যাচ্ছিল, তারা তাই ধরবার চেষ্টা করেছিল। তারপর ওদিকে কেউ নেই দেখে—

মান। হাঁ, হাঁ, আমি বুঝতে পেরেছি—তুমি যাও! তাদের বলে দিও, কেউ যেন ভবিষ্যতে আর সে চেষ্টা না করে।

সেনানীর প্রস্থান

মান ! বুঝলে রেজাক খাঁ ?

রেজাক। আজ্ঞে, হাঁ মহারাজ ! তবে কি সমস্ত যায়গাই শত্রুপক্ষের সুরক্ষিত ?

মান। নিশ্চয় ! রেজাক খাঁ ! ভেবেছিলাম, প্রতাপাদিত্যের পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গেই বাঙলা দেশ সম্পূর্ণরূপে মোগলের পদানত হয়েছে। কিন্তু এ দেখ্‌ছি তা নয় ! কিল্‌মক খাঁর পঁচিশ হাজার সৈন্যের মধ্যে এক হাজারও আজ বেঁচে নেই ! এই শোচনীয় পরাজয়ের পর আমি কি করে সম্রাটকে মুখ দেখাব ? যে কোন উপায়ে পারি, কেদার রায়ের অহঙ্কার চূর্ণ করতে হবে। হ্যাঁ—তারপর, তোমার আর কি সংবাদ রেজাক খাঁ ?

রেজাক। আমাদের সমস্ত গুপ্তচরই ফিরে এসেছে। বিপক্ষ দলের ছাউনি পদ্মার এপারে কোথাও দেখ্‌তে পাওয়া যায় নি !

মান ! আচ্ছা রেজাক খাঁ !

রেজাক। মহারাজ ?

মান। না, না, তা হতে পারে না—অসম্ভব !

রেজাক। কি অসম্ভব ?

মান। ও আমি একটা অন্য কথা ভাব্‌ছিলাম। হাঁ, ভাল কথা—ঈশা খাঁ কি বললে ?

রেজাক। দেহে একবিন্দু রক্ত থাক্‌তে, সে পাঠান হয়ে, মোগলের বশ্যতা মেনে নেবে না।

মান। তুমি বল নি, যে মোগল তার মত বহু পাঠানকে বশ্যতা মানাতে বাধ্য করেছে ?

রেজাক ! সে কথা তাকে বল্‌বার ফুরসৎ পাই নি মহারাজ !

মান। তা হলে ঈশা খাঁর সঙ্গেও আমাদের যুদ্ধ অনিবার্য্য ?

রেজাক। আমার ত তাই মনে হয়। তবে তাকে দেখে যেন খুবই অসুস্থ বলে মনে হল! কেদার রায় আমাদের প্রথম এবং প্রধান লক্ষ্য, এ কথা সে জানে। কাজেই, আমরা তার রাজ্য আক্রমণ না করা পর্য্যন্ত সে আমাদের আক্রমণ করবে, তা আমার মনে হয় না।

মান। যাক। এখন সর্ব্বাগ্রে কেদার রায়কে আয়ত্তে আনা চাই!

জনৈক সৈনিক শ্রীমন্তকে বন্দী করিয়া প্রবেশ করিল

শ্রীমন্ত। আপনি তাকে আয়ত্তে পাবেন না। কিছুতেই তাকে পরাজিত করতে পারবেন না। সে দুরাশা ত্যাগ করুন।

রেজাক। কে ও ?

সৈনিক। শত্রুর গুপ্তচর।

মান। গুপ্তচর ?

সৈনিক। আজ্ঞে হ্যাঁ! ওদিকে আমাদের শিবিরের পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

মান। কি কচ্ছিলে ওখানে ?

শ্রীমন্ত। আপনাকেই খুঁজছিলাম।

মান। আমাকে খুঁজছিলে ? কে তুমি ?

শ্রীমন্ত। শ্রীমন্ত!

মান। শ্রীমন্ত ?

শ্রীমন্ত। হ্যাঁ। লোকে বলে পাগল!

মান। ও, তুমি শ্রীমন্ত! চাঁদ রায়ের মেয়েকে তুমিই ঈশা খাঁর হাতে তুলে দিয়েছিলে ?

শ্রীমন্ত। হ্যাঁ—এই—ই আমার পরিচয়!

মান। কেদারকে আয়ত্বে পাব না কেন বলছিলে ?

শ্রীমন্ত। পাবেন না! কিছুতেই পাবেন না। জলপথে কার্ভালো; জল-যুদ্ধে কারো সাধ্য নেই তাকে পরাজিত করে। স্থলপথে মুকুট রায় আর মহারাজ নিজে, জয় বিজয় কামান নিয়ে দাঁড়িয়ে! ভীষণ বাধা! কেবল সুদূর ভাওয়ালের পথ—

সহসা থামিল

মান। ভাওয়ালের পথ ?

শ্রীমন্ত। (হঠাৎ চীৎকার করিয়া) না, না, না—বিশ্বাস করো না! তুমি পারবে না! পালিয়ে যাও—ভাওয়ালের পথ সব চেয়ে সুরক্ষিত! সব চেয়ে সুরক্ষিত।

দ্রুত প্রস্থান

মান। ওকে আটক্ কর রেজাক খাঁ, এই মুহূর্ত্তে! নইলে ফিরে গিয়ে সতর্ক করে দেবে। ত্রিশ হাজার সৈন্য নিয়ে আমি এখনই ভাওয়ালের পথে অগ্রসর হচ্ছি।

রেজাক খাঁ ছুটিয়া বাহির হইয়া গেলেন। দূর হইতে শ্রীমন্তের আকুল চীৎকার ভাসিয়া আসিতে লাগিল

"আমি পাগল—আমার কথায় বিশ্বাস করো না। আমি পাগল—আমায় ছেড়ে দাও! আমি পাগল!"

চতুর্থ দৃশ্য

শীতল-লক্ষার তীরে সোণাকুণ্ডা দুর্গের সম্মুখ ভাগ। কাল—অপরাহ্ন। দুর্গের প্রধান দরজা ভিতর হইতে অর্গলবদ্ধ। সেনাপতি মুকুট রায় সসৈন্যে দুর্গ অবরোধ করিয়াছেন কিন্তু কিছুতেই দুর্গ অধিকার করিতে পারিতেছেন না।

কেদার ও মুকুট রায়ের প্রবেশ

কেদার। শয়তান এই দুর্গের নাম রেখেছে সোণাকুণ্ডা দুর্গ ?

মুকুট। হাঁ মহারাজ !

কেদার। আজ দুদিনের ভেতর দখল করতে পার নি ?

মুকুট। না মহারাজ। আজ নিয়ে তিন দিন। এই তিন দিন ধরে অবিশ্রাম যুদ্ধ চলেছে—গোলার আগুনে ঘর-বাড়ী সব পুড়ে ছারখার হয়ে গেছে—রক্তে শীতল-লক্ষার জল লাল হয়ে গেছে ! কিন্তু দুর্গ দখল কিছুতেই করা যাচ্ছে না মহারাজ !

কেদার। কি আশ্চর্য্য মুকুট ! নবাব ঈশা খাঁ যুদ্ধে হত হয়েছে, তার রাজধানী খিজিরপুরও আমি দখল করে এসেছি। এ দুর্গ তা হলে রক্ষা করছে কে ? কার্ভালো কোথায় ?

কার্ভালো জনৈক ার পশ্চাতে ছিলেন—সম্মুখে আসিয়া অভিবাদন করিলেন

কার্ভালো। আমি ক্যা করিবে রাজা ? মরদকা সাথ এতনা রোজ ফাইট হইয়েছে—বহুৎ আচ্ছা—বিলকুল সাফ করিয়া দিয়াছে। লেকেন লেডিকা সাথ ক্যাইসা লড়াই হোবে ?

কেদার। (মুকুটের প্রতি) স্ত্রীলোক যুদ্ধ কচ্ছে ?

কার্ভালো। ইয়েস্ সিন্যর ! একঠো লেডি ! ওই আসিয়েতো লড়াই Finish কর্ দিয়া। No help ! হাম্‌লোক বসিয়া আছে ! একদম idle !

কেদার। কিন্তু কে সেই স্ত্রীলোক ?

কার্ভালো। হাম নেই জান্‌তা রাজা! লেকেন্ বহুৎ খুব লড়াই করিতে জানে। হামাকে একদম্ puzzle করিয়া দিয়াছে।

কেদার। নবাবের স্ত্রী ত বহুকাল মারা গেছেন। তার মেয়েও নাসিরাবাদের জঙ্গল-বাড়ীতে পালিয়ে গেছে খবর পাওয়া গেল। কে তবে এই স্ত্রীলোক—তিন দিন ধরে যে অমানুষিক বীরত্বের সঙ্গে দুর্গ রক্ষা করছে ? তবে কি, তবে কি—

মুকুট। আপনার অনুমান মিথ্যে নয় মহারাজ!

কেদার। সোণা ?

মুকুট। হাঁ মহারাজ!

কেদার। তুমি বলছো কি মুকুট ? সোণা আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ কর্চ্ছে ? না, না, মুকুট। এ অসম্ভব!

মুকুট। অসম্ভব নয় মহারাজ! তিনি ছাড়া আর কেউ হতে পারে না।

কেদার। হতে পারে না!

মুকুট। মহারাজ চাঁদ রায়ের দুর্গ রক্ষা কৌশল এখানেও সম্পূর্ণ ভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে। আর—আমি নিজের চোখে তাঁকে দেখ্‌তে পেয়েছি।

কেদার। দেখ্‌তে পেয়েছ ? কি কর্চ্ছিল ?

মুকুট। সৈন্যদের আশ্বাস দিচ্ছিলেন!

কেদার। বটে ?

মুকুট। হাঁ মহারাজ। দূরের ঐ ঝাউ গাছটার ওপর থেকে দুর্গের ভেতর সব দেখ্‌তে পাওয়া যায়।

কেদার। কি আশ্চর্য্য মুকুট! আমি কেদার রায়—তার কাকা—আমি

এসেছি এই দুর্গ অধিকার করতে, অথচ সে সমস্ত জেনে শুনে আমার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে? এ যে আমি বিশ্বাস করতে পাচ্ছি না!

কার্ভালো। ওই লেডি ঈশা খানকা কে আছে কমেণ্ডার?

মুকুট। ঈশা খাঁর কেউ নয় সাহেব—সে আমাদেরি!

কার্ভালো। What? টুমাদের? ক্যা তাজ্জবকা বাত! টুমাদের ও কোন্ আছে?

কেদার। সে যেই হোক্ কার্ভালো, অবিলম্বে তার হাত থেকে এই দুর্গ আমাদের দখল করতে হবে।

কার্ভালো। But how? ক্যায়সে হোগা?

কেদার। যেমন করে হোক্। আজই সন্ধ্যার পূর্ব্বে দুর্গ দখল করা চাই।

কার্ভালো। No, No, সে হোবে না রাজা!

কেদার। হবে না?

কার্ভালো। ক্যায়সে হোবে? একটা ফায়ার করেগা তো পাঁচটো লেডি আয়কে সাম্‌নামে খাড়া হইয়ে যাবে। ব্যাস! What can I do? আওরাৎ কোঁ হামি মারিতে জানে না।

কেদার। না, না—আর দেরি করলে চলবে না মুকুট। তুমি এখনি শিবির থেকে একখানা পত্র লিখে নিয়ে এস। সোণাকে লিখে দাও যে আমি এসেছি দুর্গ দখল করতে! সে যেন অবিলম্বে দুর্গদ্বার খুলে দেয়।

মুকুট। পত্র আমি তাঁকে লিখেছিলাম মহারাজ।

কেদার। লিখেছিলে? কি জবাব দিয়েছে?

মুকুট পত্র খুলিয়া কেদারের হাতে দিতে গেলেন

না, না—তুমি পড়ে শুনাও।

মুকুট। (পত্র পাঠ করিলেন) "আমি জীবিত থাকিতে আমার আশ্রয়-দাতার দুর্গ পর-হস্তগত হইতে দিব না। শক্তি থাকে অধিকার করুন। ইতি—

সোণা।"

কেদার। বটে! এতদূর!

মুকুট। কি উপায় মহারাজ?

কেদার। উপায়? উপায় করতে হবে বৈকি মুকুট! সৈন্যদের ডাক! অবিলম্বে দরজা ভাঙ্‌তে চেষ্টা কর।

মুকুট। কিন্তু এ যে আমাদের সোণা! আপনার নিজের ভ্রাতুষ্পুত্রী মহারাজ?

কেদার। না, না—সে আমার কেউ নয়! কর্ত্তব্যের কাছে বড় কেউ নয়!

কার্ভালো। রাজা! ঐ লেডিকো হামি একদফে দেখিয়াছে। বিজ্‌লীকা মাফিক্! ও মানুষ নেই আছে রাজা!—Deusa আছে—দেওতা আছে! জুলুম মত্‌ করো রাজা! হামি অনুরোধ করছি? Please!

কেদার। জুলুম! জুলুম কার ওপরে করবো কার্ভালো? এখনও তুমি জান না সে কে! সে আমার সোণা!

কার্ভালো। সোণা? I see!

কেদার। আর দেরী করলে চলবে না মুকুট। সৈন্যদের ডাক। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই এই দুর্গ দখল করতে হবে।

মুকুট। মহারাজ!

কেদার। কথার সময় নেই—তুমি তাদের ডাক।

মুকুট একটু ইতস্ততঃ করিয়া যেন নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত বাঁশীতে ফুঁ দিলেন। অগণিত সৈন্য দুর্গদ্বারে সমবেত হইল। দুর্গাভ্যন্তরেও ভীষণ কোলাহল শোনা যাইতে লাগিল

মুকুট। মহারাজ! মহারাজ! আপনার পায়ে পড়ি, এখনও ক্ষান্ত হন—এখনও নিবৃত্ত হন!

কেদার। ছিঃ মুকুট! তোমার হৃদয় এত দুর্ব্বল? এত কোমল? তুমি বীরত্বের স্পর্দ্ধা কর? এই তার পরিচয়?

মুকুট। বীরত্বের পরিচয় দেখাব কোথায়, কার কাছে মহারাজ—তা কি একবার ভেবে দেখেছেন?

কেদার। দেখেছি—দেখেছি মুকুট! যে তোমার কর্ত্তব্যের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে—তার কাছে। চল—এখনি দুর্গে প্রবেশ করতে হবে।

মুকুটের হাত ধরিয়া দুর্গদ্বারের সম্মুখবর্ত্তী হইলেন। তাঁহারা সবিস্ময়ে দেখিলেন সম্মুখেই দুর্গপ্রকারের উপর নির্ভীক প্রশান্ত মুখে সোণা দণ্ডায়মানা

দ্বার খুলে দাও সোণা! আমরা দুর্গে প্রবেশ কর্ব্বো।

সোণা। শক্তি থাকে প্রবেশ করুন।

কেদার। আজ তোমার মুখে এই কথা সোণা?

সোণা। আশ্চর্য্য হচ্ছেন?

কেদার। আমি এসেছি কাপুরুষ ঈশা খাঁকে শাস্তি দিতে। যুদ্ধে তাকে বধ করে তার রাজধানী খিজিরপুর আমি ধ্বংস করে এসেছি—আর তুমি আমারই বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সেই বিধর্ম্মী ঈশা খাঁর হয়ে যুদ্ধ কর্চ্ছ! খুব কীর্ত্তি রাখ্‌লে!

সোণা। এ কীর্ত্তি আমার না আপনার কাকামণি?

কেদার। আমার? ছিঃ ছিঃ—তুমি না আমার ভ্রাতুষ্পুত্রী?

সোণা। ভ্রাতুষ্পুত্রী! আজ এ পরিচয় দিতে আপনার লজ্জাবোধ হচ্চে না? আমাকে ভাইঝি বলে সম্বোধন করতে আপনার মুখে বাধছে না?

মুকুট। সে যা হবার হয়ে গেছে মা।

সোণা। না মুকুটকাকা, এখনও হ'য়ে যায় নি। যে উগ্র বিষ তোমরা সেদিন ঢেলেছিলে তার ফল কি এত সহজে শেষ হয়ে যেতে পারে? আজ কাকামণি আমাকে ভাইঝি বলে পরিচয় দিচ্ছেন। সেদিনের কথা কি এরই মধ্যে ভুলে গেলেন? কি অপরাধ ছিল আমার? আটদিনের উপবাসী আমি, জনে জনে তোমাদের পায়ে ধরে কেঁদেছি—হাত জোড় করে তোমাদের কাছে দয়া ভিক্ষা করেছি। আমাকে আশ্রয় দিতে সেদিন ত সাহস হয় নি?

কেদার। অনর্থক তর্ক করে কোন লাভ নেই সোণা।

সোণা। আমি তা জানি কাকামণি। আপনি বলবেন সমাজের ভয়ে সেদিন আমায় গ্রহণ করতে পারেন নি! কিন্তু আমার কোনও অপরাধ ছিল কিনা এ কথাটাও একবার খোঁজ করে দেখেছিলেন কেউ?

মুকুট। সেদিন খোঁজ করবার অবসর ছিল না মা।

সোণা। তা ছিল না, কিন্তু একজন নির্দোষকে শাস্তি দেবার অবসর ত ছিল। বিনা বিচারে বিনা দ্বিধায় তাকে আশ্রয়হীনা করে দূরে দূর করে তাড়িয়ে দেবার অবসর ত ছিল!

কেদার। তুমি তা হলে কিছুতেই আমাদের পথ ছাড়বে না? দুর্গে প্রবেশ করতে দেবে না?

সোণা। আমি তা পারি না।

কেদার। পার না?

সোণা। না—কিছুতেই না! এ যে আমার আশ্রয়দাতার দুর্গ! আমার নিতান্ত দুর্দ্দিনে নবাব ঈশা খাঁ দয়া করে আমায় আশ্রয় দিয়েছিলেন, আমার মান রেখেছিলেন—তিনি আজ বেঁচে নেই বলে আমি কি পারি তাঁর দুর্গ শত্রুর হাতে তুলে দিতে? আমি যে চাঁদ রায়ের কন্যা—তোমারই ভ্রাতুষ্পুত্রী কাকামণি!

কেদার। পারবে তুমি আমার হাত থেকে দুর্গ রক্ষা করতে?

সোণা। চেষ্টা আমাকে করতেই হবে!

কেদার। সেই চেষ্টাই তবে কর। আর বিলম্ব করো না মুকুট, দুর্গ আক্রমণ কর!

সোণা। আপনি তা পারবেন না।

কেদার। আমি এখনো বল্‌ছি সোণা। যদি বাঁচতে চাও—

সোণা। বাঁচতে আমি চাই না কাকামণি, আমি মরতেই চাই। কিন্তু আমি আবার বল্‌ছি কাকামণি, দুর্গ জয়ের আশা আপনি ত্যাগ করুন। আপনি পারবেন না।

কেদার। পারি কিনা তাই দাঁড়িয়ে দেখ।

সোণা। এ শুধু ইট পাথরের তৈরী দুর্গ নয় কাকামণি! এর প্রত্যেক প্রাকারের উপর রাশি রাশি বারুদ সংগ্রহ করে রাখা হয়েছে। আমার এক ইঙ্গিতে মুহূর্ত্তের মধ্যে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠবে! সমস্ত পুড়ে ছাই হয়ে যাবে! বৃথা চেষ্টা!!

কেদার। তাই যাক্—মুকুট! কার্ভালো! একসঙ্গে দুর্গে প্রবেশ কর। জয় মা ভবানী!

সোণা। আমি বেঁচে থাকতে কারও সাধ্য নেই আমার আশ্রয়দাতার দুর্গে প্রবেশলাভ করে।

দ্রুতপদে সোণা প্রাকার হইতে নামিয়া গেলেন। কেদারের সৈন্যদল হুঙ্কার করিয়া দরজার উপর লাফাইয়া পড়িল। দুর্গের ভিতর সহসা আগুন জ্বলিয়া উঠিল। কোলাহল ক্রমেই বাড়িতে লাগিল, দেখিতে দেখিতে আগুনের শিখা চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। দুর্গের প্রাকার ভাঙিয়া পড়িতে লাগিল। কেদার স্তব্ধভাবে সেদিকে চাহিয়াছিলেন। সহসা একটি জ্বলন্ত প্রাকারের উপর সোণাকে দেখিতে পাইয়া উন্মত্তের ন্যায় চীৎকার করিয়া উঠিলেন

কেদার। সোণা! সোণা! ক্ষান্ত হ, ক্ষান্ত হ, রাক্ষুসি! আমি চাই না—দুর্গ অধিকার করতে চাই না!

সোণা। কাকামণি, এই তোমার কীর্ত্তি! তোমার সমাজের কীর্ত্তি!

সোণা আগুনের ভিতর লাফাইয়া পড়িলেন

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

শ্রীপুরের উপকণ্ঠে নদীতীর। কাল—প্রাতঃ। কেদার ও মুকুট দাঁড়াইয়াছিলেন। কেদারকে অত্যন্ত চিন্তিত এবং অবসন্ন বোধ হইতেছিল। মুকুট তাঁহাকে কি যেন বলিতে গিয়া প্রথমে ইতস্ততঃ করিলেন, পরে কহিলেন—

মুকুট। মোগলকে আর অগ্রসর হতে দেওয়া উচিত হবে না মহারাজ! পদ্মার এ পারে যদি কোন রকমে ওরা আসতে পারে, ওদের বাধা দেওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়াবে!

কেদার। অত ব্যস্ত হলে চল্‌বে না মুকুট! এবার কিলমক্ খাঁ নয়—সেনাপতি মানসিংহ নিজে! আমাদের খুব সাবধানে কাজ করতে হবে।

মুকুট। তা বটে! তবে—

কেদার। মানসিংহ বিশেষ বিবেচনা না করে পদ্মা পার হতে চেষ্টা কর্‌বেন না। আমার ধারণা, ফতেজঙ্গপুরে ছাউনি ফেলে তিনি আমাদের আক্রমণেরই প্রতীক্ষা কর্‌ছেন।

মুকুট। আমরা আগে আক্রমণ করি, এই কি তাঁর ইচ্ছা?

কেদার। আমার ত মনে হয়, সেই সুযোগই তিনি খুঁজ্‌ছেন! তা নইলে শিবিরে বসে বসে এ-কদিন তিনি এদেশের জল হাওয়া উপভোগ কর্‌ছেন, তাও ত বিশ্বাস হয় না মুকুট!

মুকুট। তিনি বোধ হয় ভেবে রেখেছেন যে, আমাদের সৈন্য পদ্মা পার হবার চেষ্টা কর্‌লেই, মধ্যপথে আমাদের আক্রমণ করে বিধ্বস্ত করে দেবেন।

কেদার। কিন্তু আমরা তা করব না মুকুট! আমরা তাঁর আক্রমণেরই প্রতীক্ষা করব। নদীর এ পারে আমাদের কতগুলি কামান সজ্জিত আছে?

মুকুট। চর-শক্তিপুর থেকে রাজাগ্রাম পর্য্যন্ত পাঁচ ক্রোশের ভেতরে আমি দু'শ শতী কামান শ্রেণীবদ্ধ করেছি। আর তার পেছনে আছে আরও একশ'। পদ্মা পার হবার চেষ্টা করলে মোগলের অবস্থা খুবই শোচনীয় হবে মহারাজ!

কেদার। সুন্দরবনের পথও আমাদের বেশ সুরক্ষিত। কি বল মুকুট?

মুকুট। নিশ্চয়ই। জলযুদ্ধে পর্ত্তুগীজ সৈন্য অদ্বিতীয়!

কেদার। তবু তাদের সাহায্য করবার জন্য কাল্লু সর্দ্দারের অধীনে আরও পাঁচ হাজার তীরন্দাজ সৈন্য পাঠিয়ে দাও।

মুকুট। যে আজ্ঞে।

কেদার। আজই তারা যাত্রা করুক।

মুকুট। আদেশ প্রতিপালিত হবে মহারাজ!

কেদার। কিন্তু ভাওয়ালের পথ?

মুকুট। কালিদাস ঢালী দু'হাজার সৈন্য নিয়ে সেখানে রওয়ানা হয়েছে, মহারাজ। যদি অনুমতি করেন ত আরও সৈন্য পাঠাই।

কেদার। আরও সৈন্য পাঠাবে! (ক্ষণেক চিন্তার পর) না, না, কোন প্রয়োজন নেই মুকুট! ওদিকে মোগল যাবে না।—সেনাপতি!

মুকুট। আদেশ করুন মহারাজ!

কেদার। তোমার সৈন্যদল আমি আজ পরিদর্শন করবো কথা ছিল না?

মুকুট। তারা মহারাজকে অভিবাদন করবার জন্য অপেক্ষা কচ্ছে।

পটপরিবর্ত্তন

প্রান্তর-মধ্যে শ্রেণীবদ্ধভাবে সৈন্যগণ দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।
মুকুট ইঙ্গিত করিলেন, সৈন্যগণ গাহিতে লাগিল

গান

উতল আকাশ উতল বাতাস
উতল আজি ধরণীতল—
ছুটে চল্, ওরে ছুটে চল্!
বাঙলার দ্বারে অরাতিচয়—
কিসের দুঃখ কিসের ভয়?
হেলায় সবে করে মৃত্যুজয়—
বক্ষে জাগাও নবীন বল
ছুটে চল্, ওরে ছুটে চল্॥
শান্ত শ্যামলা জননী মোদের
শীর্ষে দাঁড়ায়ে হিমাচল
সূর্য চন্দ্র পরায় কিরীট
ধোয়ায় চরণ সাগর জল।
ছুটে চল্ ওরে ছুটে চল্॥

মুকুট। বন্ধুগণ, তোমাদের সোণার বাঙলা আজ অত্যাচারী মোগল গ্রাস করতে এসেছে, তাদের দিতে হবে শাস্তি! তাদের দিতে হবে জানিয়ে যে, বাঙালী দুর্ব্বল হস্তে অস্ত্র ধারণ করে না—তারা তাদের দেশের জন্য প্রাণ দিতে পারে! তারা তাদের মায়ের সম্মান রক্ষা করতে জানে!

সৈন্যগণ। জয় বাঙলা মায়ের জয়! জয় মহারাজ কেদার রায়ের জয়।

কেদার। তোমরা সকলে মনে রেখো, বাঙলা দেশ একা আমার নয়! এ তোমাদের প্রত্যেকের! এ তোমাদের জন্মভূমি, তোমাদের মাতৃভূমি! তোমাদের এই যুদ্ধ কোনও জাতির বিরুদ্ধে কোন জাতির নয়—এক ধর্ম্মের বিরুদ্ধে অন্য ধর্ম্মের নয়! তোমরা চলেছ আজ মোগলের অত্যাচার দমন করতে—মোগলের গ্রাস থেকে তোমাদের দেশের, তোমাদের মায়ের ইজ্জত বাঁচাতে!

মুকুট। জয় বাঙলা মায়ের জয়!

সৈন্যগণ। জয় বাঙলা মায়ের জয়।

মুকুট। জয় মহারাজ কেদার রায়ের জয়!

সকলে। জয় মহারাজ কেদার রায়ের জয়!

কেদার। আজ আমাদের আশা হচ্ছে মুকুট—হয় ত আমার আজন্মের সাধনা মা ভবানীর কৃপায় সিদ্ধিলাভ করবে!

মুকুট। কেন করবে না মহারাজ? সাধনা করলে সিদ্ধিলাভ হতেই হবে!

জনৈক প্রহরীর ছুটিয়া প্রবেশ

সৈন্য। মহারাজ! সর্ব্বনাশ হয়েছে! ভাওয়ালের পথে মোগল সৈন্য আক্রমণ করেছে!

কেদার। ভাওয়ালের পথে!

সৈন্য। কালিদাস ঢালী আহত—মোগল শ্রীপুরের দিকে ছুটে আসছে।

মুকুট। যা আশঙ্কা করেছিলাম মহারাজ! উপায়?

কেদার। কোন চিন্তা নেই মুকুট! তুমি এখানেই থাক, নগর রক্ষা কর! আমি নিজে যাচ্ছি মোগলকে বাধা দিতে। জয় মা ভবানী! জয় মা ভবানী!

দ্রুত প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

শ্রীপুর রাজপ্রাসাদের একটি কক্ষ। কাল—অপরাহ্ণ। মুকুট এবং বিশ্বনাথ কথা কহিতে কহিতে প্রবেশ করিলেন

মুকুট। তাই ত বিশ্বনাথ! আজও ত ভাওয়ালের কোনও খবর এল না, এত বিলম্ব হচ্ছে কেন?

বিশ্ব। দুদিন কোন সংবাদ আসে নি—আজ ত নিশ্চয় আসা উচিত!

মুকুট। কিন্তু এখনও ত এল না? সন্ধ্যা যে হয়ে এল! আমি স্থির হতে পাচ্ছি না বিশ্বনাথ! আজ দুদিন ধরে কোন খবর নেই! কি করা যায় বল ত?

বিশ্ব। তবে কি আর একজন লোক পাঠাবেন? এ ভাবে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকাও ত উচিত নয়!

মুকুট। একটা কাজ করব বিশ্বনাথ? আমি নিজে যাব সেখানে?

বিশ্ব। আপনি নিজে?

মুকুট। হ্যাঁ, আরও পাঁচ হাজার সৈন্য নিয়ে?

বিশ্ব। কিন্তু মহারাজের ত সে ইচ্ছা ছিল না! তিনি যে যাবার সময় আপনাকে শ্রীপুর-রক্ষার ভার দিয়ে গেছেন। তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে আপনি সেখানে যাবেন?

মুকুট। তাও ত বটে! কিন্তু—

বিশ্ব। বিশেষতঃ শ্রীপুরের ভার কার উপর দিয়ে যাবেন? রাজধানীতে ত কেউ উপস্থিত নেই? একমাত্র কার্ভালো সাহেব। কিন্তু সেও ত শুনেছি কাল সকালেই সুন্দরবনের পথে যাত্রা কর্চ্ছে!

মুকুট। আমি কি করব কিছুই স্থির করতে পাচ্ছি না। যুদ্ধের সংবাদের

জন্য আমার মন বড় চঞ্চল হয়ে পড়েছে। আমি এখনও বুঝতেই পার্‌ছি না বিশ্বনাথ—মহারাজ কেন আমাকে না পাঠিয়ে মাত্র পাঁচ হাজার সৈন্য নিয়ে নিজে গেলেন মোগলকে বাধা দিতে!

বিশ্ব। তাঁর মনের কথা তিনিই জানেন! নিশ্চয়ই তাঁর কোন্ উদ্দেশ্য ছিল।

মুকুট। ওদিকে যুদ্ধ হচ্ছে—আর এখানে চুপ করে বসে থাক্‌তে আমার মোটেই ভাল লাগছে না।—এই যে!

জনৈক গুপ্তচরের প্রবেশ

মুকুট। কিছু খবর আছে?

চর। আমাদের সৈন্যেরা ভীষণ ভাবে মোগলকে বাধা দিচ্ছে। কিন্তু একটা বড় দুঃসংবাদ আছে।

মুকুট। দুঃসংবাদ!

চর। আজ্ঞে হ্যাঁ। ভাওয়ালের ভুঁইঞা সাহেব মোগলের সঙ্গে যোগ দিয়েছে।

মুকুট। কে? ফজল গাজী?

চর। আজ্ঞে হ্যাঁ।

মুকুট। তার উপযুক্ত কাজই সে করেছে। ছিঃ ছিঃ ছিঃ! অথচ মৌখিক সে আমাদের কত সহানুভূতিই না দেখিয়েছে!

চর। মোগল যখন প্রথম ভাওয়ালের পথে আক্রমণ করে, তখন তিনি নিরপেক্ষ ছিলেন। কিন্তু এখন তিনি প্রকাশ্যভাবে তাদের সাহায্য কর্‌ছেন।

বিশ্ব। ফজল গাজী বরাবর স্বার্থপর ছিল। চতুর মানসিংহ ঠিক চিনতে

পেরেছে! বোধ হয় তাকে খুব বড় রকমের একটা লোভ দেখিয়েছে। মূর্খ বুঝলে না, দেশের কি সর্ব্বনাশ সে করলে!

মুকুট। আচ্ছা! তুমি যাও—বিশ্রাম কর গে।

গুপ্তচরের প্রস্থান

বিশ্ব। তাই ত! মহারাজের সঙ্গে মোটে পাঁচ হাজার সৈন্য!

মুকুট। মোটে পাঁচ হাজার! অথচ মোগলের সৈন্যবল কত, আমরা কিছুই জানি না। আর আমার এখানে বসে থাকা উচিত নয় বিশ্বনাথ! আমি কাল সকালেই যাত্রা করব।

নারাণ রায়ের প্রবেশ

নারাণ। মুকুটকাকা! যা শুনলাম, একি সত্যি? গাজীসাহেব মোগলের সঙ্গে যোগ দিয়েছে?

মুকুট। সত্য কথা কুমার। আমি কাল সকালেই আরও পাঁচ হাজার সৈন্য নিয়ে ভাওয়াল যাচ্ছি। শ্রীপুর রক্ষার ভার, এখানকার সম্পূর্ণ দায়িত্ব, তোমার উপরেই রইল কুমার।

নারাণ। তাই হবে কাকা, আপনি নিজেই যান। আমার যেন কেমন ভাল মনে হচ্ছে না।

গুপ্তচরের পুনঃ প্রবেশ

চর। রাজকুমার! রাজকুমার! সেনাপতিমশাই!

মুকুট। কি? সংবাদ কি? তুমি অমন কর্চ্ছো কেন?

চর। সেনাপতিমশাই—স—সর্ব্বনাশ হয়েছে। এইমাত্র সংবাদ পেলাম, মহারাজ বন্দী!

মুকুট। এঁ্যা। সে কি?

বিশ্ব। সে কি? মহারাজ বন্দী?

সুনন্দা ও রত্নার প্রবেশ

সুনন্দা। কি হয়েছে মুকুট ?

নারাণ। সর্ব্বনাশ হয়েছে মা। বাবা মোগলের হাতে বন্দী।

সুনন্দা। কি ? কি বল্‌লে ? কে বন্দী ?

নারাণ। বাবা বন্দী।

সুনন্দা। মুকুট, নারাণ—তোমরা সব এখনি রওনা হও, দেরী করলে কিছুতেই আর তোমরা মহারাজকে ফিরিয়ে আন্‌তে পারবে না। প্রতাপাদিত্যকে বন্দী করে দিল্লী পাঠিয়েছিল! ওঁকেও হয় ত মানসিংহ সেখানেই পাঠাবে। হয় ত পথের মাঝে মনের দুঃখে আত্মহত্যা করবেন! আর তাঁকে আমরা ফিরে পাব না।

মুকুট। ফিরে তাঁকে পেতেই হবে মা। বাঙলার প্রাণ—বাঙলার সর্ব্বস্ব! আমাদের প্রাণ দিয়ে, সর্ব্বস্ব দিয়েও যে তাঁকে ফিরে পেতে হবে। এই—কার্ভালো সাহেবকে ডাক। বল্‌বি বিশেষ প্রয়োজন!

গুপ্তচরের প্রস্থান

সুনন্দা। মা ভবানী! তোর মনে এই ছিল মা ?

রত্না। মুকুটকাকা!

মুকুট। মা!

রত্না। আর আমাদের কি কোন আশাই নেই মুকুটকাকা ?

মুকুট। আশা ? আর আশা কই মা ? বাঙলার শেষ প্রদীপটি যে আজ নিভে গেল।

সুনন্দা। আজ শ্রীপুরের রাজা বন্দী হয়েছেন বলে, সমস্ত শ্রীপুর রাজ্যটাই কি মোগল দখল করে নিয়েছে ? শ্রীপুরবাসীরা কি এতই হীনবল যে আজ তাদের রাজাকে মোগলের হাতে বন্দী অবস্থায় রেখে,

নিজেদের প্রাণ বাঁচাবার জন্য তারা গিয়ে মানসিংহের পায়ে লুটিয়ে পড়বে ?

মুকুট। আমাকে বৃথা তিরস্কার কচ্চো মা! শ্রীপুরবাসীরা কাপুরুষ কিনা, কাল প্রাতেই তার পরিচয় মোগল পাবে !

বিশ্ব। এই যে সাহেব আসছে !

সুনন্দা ও রত্নার প্রস্থান

মুকুট। কি আর বলব বিশ্বনাথ! দৈব প্রতিকূল! বাঙলার উপর ভগবান অপ্রসন্ন! তা নইলে, শ্রীমন্ত খাঁ বিশ্বাসঘাতকতা করবে কেন ? ভাওয়ালের ফজল গাজী মোগলের সঙ্গে যোগ দেবে কেন? মহারাজই বা মোগলের হাতে এভাবে বন্দী হবেন কেন ?—সাহেব!

কার্ভালোর প্রবেশ

কার্ভালো। গুড-আফ্‌টার্‌ নুন কমেণ্ডার। হোয়াট নিউস্‌ ? ক্যা খবর ?

মুকুট। ভয়ানক দুঃসংবাদ সাহেব।

কার্ভালো! What ?

মুকুট। মহারাজ মোগলের হাতে বন্দী !

কার্ভালো। What ? বন্দী ? তুমি কি বলিতেছ ?

মুকুট। সত্যকথা সাহেব! এইমাত্র খবর এসেছে মানসিংহ মহারাজকে বন্দী করেছে।

কার্ভালো। আঃ Dam you, মানসিংহ। That villain.!

মুকুট। সুন্দরবনে কাল তোমায় ফিরে যেতে হবে না সাহেব! তোমার সমস্ত সৈন্য নিয়ে এখনি দিল্লীর পথ আটকাও।

কার্ভালো। দিল্লী ?

মুকুট। হাঁ, দিল্লীর পথ। মহারাজকে তারা দিল্লী নিয়ে যাবার চেষ্টা

করবে নিশ্চয়। পথের মাঝে তুমি তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে! মহারাজকে ফিরিয়ে আনা চাই।

কার্ভালো। Grand idea! I understand!

মুকুট। আমি আর বিশ্বনাথ চল্লাম ভাওয়ালের পথে! তুমিও যাও বিশ্বনাথ, অবিলম্বে সৈন্যদের প্রস্তুত হতে আদেশ দাও! যাও কুমার!

বিশ্ব। কত সৈন্য?

মুকুট। দশ হাজার! না, না—সমস্ত সৈন্য—পঁচিশ হাজার!

নারাণ ও বিশ্বনাথের প্রস্থান

মুকুট। বিলম্বে সব পণ্ড হবে সাহেব! তুমি এখনি রওনা হও!

কার্ভালো। Just now—

ছুটিয়া শ্রীমন্তের প্রবেশ

শ্রীমন্ত। কেউ জানে না, কেউ জানে না। আমি জানি। কেবল আমি জানি।

কার্ভালো। এইও—চোপরও উল্লু!

মুকুট। এই যে সে বিশ্বাসঘাতক! শত্রুকে ভাওয়ালের গুপ্ত পথের সন্ধান বলে দিয়ে—

শ্রীমন্ত। দোহাই সেনাপতিমশাই—আমায় বিশ্বাস করুন। আমি ইচ্ছে করে বলি নি। হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল—জগদীশ্বর সাক্ষী! অনুশোচনার জ্বালায় এই দেখুন, জিভটা আমার কামড়ে থেঁতো করে ফেলেছি! সাহেব! সাহেব! পারবে? পারবে তুমি মহারাজকে বাঁচাতে? আমি জানি কোথায় রেখেছে।

মুকুট। কোথায়? কোথায় তাঁকে রেখেছে শ্রীমন্ত?

শ্রীমন্ত। ফতেজঙ্গপুরে! একটা ভাঙা বাড়ীতে। চারিদিকে জল। কড়া পাহারা! ভীষণ পাহারা। আমায় আটকে রেখেছিল! আমি পালিয়ে এসেছি! কি হবে সাহেব?

মুকুট। সাহেব!

কার্ভালো। তা হামি কি করবে? হামকো জঙ্গলমে রাখ দিয়া—লড়াইকা কাম ত দিয়া নেই! হামার রাজাকে বন্দী করেছে,—আভি বলছে সাহেব কি হবে! হামি কি করবে, হামি কি করবে!

শ্রীমন্ত। তা হলে কি কোন উপায় নেই? কি হবে সেনাপতি মশায়?

কার্ভালো। এই, তুম্ জানে কাঁহা রেখেছে?

শ্রীমন্ত। জানি, জানি, চলুন—আমি পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। আমি পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছি!

কার্ভালো। জল্দি চলো!

উভয়ের প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

বিক্রমপুরের উপকণ্ঠে মানসিংহের অধিকৃত ফতেজঙ্গপুরে একটি গৃহে
কেদার রায় বন্দী। তিনি উন্মত্তের ন্যায় ঘরের মধ্যে
ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন

কেদার। আমার জীবন-ব্যাপী আশার আজ চির সমাধি! মা বঙ্গভূমি! আমার অপরাধ নিও না মা, আমি তোমার অকৃতি সন্তান! শুধু একটা ভুলের জন্য আমি পারলাম না মা আমার অভিলাষ পূর্ণ করতে—অত্যাচারী মোগলের কবল থেকে আমায় মুক্ত করতে! ওঃ!

নীরবে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, কিছুক্ষণ পরে কহিলেন—

আমায় মুক্ত করে দে মা, আমায় মুক্ত করে দে! শত্রুর কবল থেকে একবার আমায় মুক্ত করে দে!

মানসিংহের প্রবেশ

মান। মুক্তি আপনি এই মুহূর্ত্তেই পেতে পারেন রাজা! আপনি বলুন, আপনি মুক্তি চান্?

কেদার। উপহাস আমায় আপনি করতে পারেন মানসিংহ! কারণ অদৃষ্টের বলে আজ আপনি জয়ী, আর আমি বিজিত! কিন্তু এও আপনি স্থির জানবেন সেনাপতি, দৈহিক শক্তির সাহায্যে বিজিতের দেহটাকেই শুধু জয় করা যায়, কিন্তু তার মন থাকে চির অজেয়—চির মুক্ত!

মান। আপনি আমায় ভুল বুঝলেন রাজা! আপনার দেহ নয়, আমি জয় করতে চাই আপনার মন! আমরা চাই আপনার বন্ধুত্ব। আপনি স্বীকৃত হন্! আমি বীরত্ব বুঝি, মহতের মহত্ত্ব বুঝি। আমি ইচ্ছা করি না যে, আপনার ন্যায় একটা মহৎ প্রাণ এভাবে নষ্ট হয়ে যায়।

কেদার। এ প্রাণের তা হলে আর মুল্য কি রইল সেনাপতি? যদি তার স্বাধীনতাই গেল, তা হলে তার আর রইল কি! মানসিংহ, আপনি জানেন না বাঙালী আমার কে! এই সোণার বাঙলা আমার কি! যদি তা জানতেন, তাহলে আপনি আমাকে মোগলের বশ্যতা স্বীকার করবার জন্য অনুরোধ করতে আসতেন না।

মান। আমি জানি রাজা!

কেদার। কতটুকু জানেন সেনাপতি? কতটুকু জানেন? আপনি

জানেন আমার এই দেহ কি দিয়ে তৈরী? বাঙলার মাটি, বাঙলার জল, বাঙলার হাওয়া, বাঙলার ফল! প্রতি লোমকূপে অণুপরমাণু-রূপে ভরা আছে, বাঙলার পবিত্র ধূলো, আমার এই শিরে মাখা আছে বাঙলা-মায়ের পূত আশিস্-চুম্বন! আমি কি পারি সেনাপতি, বাঙলার সর্ব্বনাশ করতে?

মান। চেষ্টার ত ত্রুটি করেন নি রাজা! কিন্তু পারলেন কি বাঙলা রক্ষা করতে?

কেদার। সে কথায় আর দরকার কি সেনাপতি? আপনার ভাগ্য সুপ্রসন্ন, তাই যশোর জয় করতে আপনি পেয়েছিলেন—ভবানন্দ মজুমদারকে, আর শ্রীপুরে এসে পেয়েছেন—শ্রীমন্ত খাঁকে! আজ এই পরাজয়ের জন্য আমি নিজেও কম দায়ী নই। নইলে তিন দিক সুরক্ষিত করে শুধু ভাওয়ালকেই বা অবহেলা করেছিলাম কেন?

মান। শুধু আপনাকেই বন্দী করেছি, কিন্তু আপনার শ্রীপুর জয় এখনও করতে পারি নি রাজা! এই দু'দিন ধরে মোগল-সৈন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেও আপনার শ্রীপুরের ত্রিসীমানায়ও যেতে পারে নি।

কেদার। সত্য! সত্য কথা মহারাজ? আমার শ্রীপুর—আমার সাধের শ্রীপুর তা হলে এখনও মাথা নোয়ায় নি? শ্রীপুর আমার এখনও বেঁচে আছে?

মান। আছে, তবে আর বেশীদিন বেঁচে থাকবে না। আমি এখন চল্লাম রাজা! আপনি স্থির চিত্তে চিন্তা করে দেখুন! কাল' প্রাতে আপনার শেষ উত্তর চাই।

প্রস্থান

কেদার। আমার শ্রীপুর তা হলে এখনও মোগলের কাছে মাথা নত করে নি! আমায় একবার মুক্ত করে দে মা। একবার মুক্ত করে দে! আমিও একবার গিয়ে তাদের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ি। বাঙলার নাম বাঁচাই। পিশাচের হাত থেকে আমার জন্মভূমিকে— একি! একি! গুপ্তঘাতক!!

পশ্চাতে গৃহের জানালায় দেখা গেল, দুইখানা হাত লোহার গরাদ ভাঙিবার চেষ্টা করিতেছে। কেদার স্থিরদৃষ্টিতে সেইদিকে চাহিয়াছিলেন। জানালার গরাদ ফাঁক হইয়া গেল; সেখানে ভাসিয়া উঠিল একখানা মুখ—কেদারের খুবই পরিচিত! তিনি আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিলেন—

"কার্ভালো! আমার কার্ভালো!"

কার্ভালো। চুপ!

কার্ভালো ভিতরে প্রবেশ করিলেন

কেদার। এখানে কি করে এলে কার্ভালো?

কার্ভালো। বহুৎ চেষ্টা করিয়া আসিতে পারিয়াছে। No, No, কুছ বাৎ মাৎ করো রাজা!

কেদার। চারিদিকে প্রহরী! কেমন করে তুমি এলে কার্ভালো?

কার্ভালো। বারোটা আদমীকে হত্যা করিয়া তবে আসিতে পারিয়াছে। হামার হাত পাকড়ো রাজা, আউর দেরী করিবে না! বিলকুল ম্যাসাকার হইয়া যাবে! Come on!

কার্ভালো কেদারের হাত ধরিয়া বাহির হইয়া গেলেন—জনকয়েক মোগল সৈন্য বাধা দিতে আসিল, কিন্তু কেদার ও কার্ভালো তরবারির সাহায্যে তাদের বধ করিয়া দ্রুতপদে ছিপে গিয়া উঠিলেন। ছিপ অদৃশ্য হইয়া গেল

চতুর্থ দৃশ্য

মানসিংহের শিবির। কাল—প্রত্যূষ। মানসিংহ ও রেজাক খাঁ উত্তেজিত ভাবে কথা কহিতে ছিলেন

মান। কেদার রায় এ ভাবে পালিয়ে যাবে, এ আমি স্বপ্নেও ভাবি নি রেজাক খাঁ!

রেজাক। আশ্চর্য্য মহারাজ! আমাদের বারোজন সেনানীকে হত্যা করে সে বেরিয়ে চলে গেল, কেউ তাকে বাধা দিতে পারলে না!

মান। বাঙলা জয় আমার দ্বারা হবে না রেজাক খাঁ। জীবনে বহু যুদ্ধ করেছি—বহু দেশ জয় করেছি, মোগলের সিংহাসন সুদৃঢ় করে দিয়েছি। কিন্তু বাঙলা দেশ আমাকে আশ্চর্য্য করে দিয়েছে।

রেজাক। সামান্য একটা ভুঁইঞা রাজার এত ক্ষমতা, এ যে ধারণা করা যায় না মহারাজ!

মান। সামান্য নয়, সামান্য নয় রেজাক খাঁ! এ তোমার ভুল। প্রতাপাদিত্যকেও প্রথমে আমরা সামান্য মনে করেছিলাম। তার কথাও একবার স্মরণ করে দেখ!

রেজাক। আমরাও ত প্রস্তুত হয়েই এসেছি মহারাজ! প্রতাপাদিত্যকে জয় করতে যত সৈন্য এনেছিলেন, এবারে এনেছেন তার দ্বিগুণ।

মান। কিন্তু তাতেও সফলকাম হতে পারছি কই? দশ হাজারেরও বেশী সৈন্য ইতিমধ্যে হারাতে হয়েছে। যদিও বা বহু আয়াসে কেদার রায়কে বন্দী করেছিলাম—তাও শেষ রক্ষা হলো না। আমাদের চোখে ধুলো দিয়ে সে পালিয়ে গেল। এবার আর তাকে আয়ত্তে পাওয়া খুব সহজ হবে মনে করো না।

রেজাক। কিন্তু এভাবে আমাদের পুনঃ পুনঃ আক্রমণের বেগ কতদিন সে সহ্য করতে পারবে? ধরা তাকে দিতেই হবে।

মান। রেজাক খাঁ!

রেজাক। মহারাজ!

মান। দৈববল আমার বিশ্বাস হয় না! কিন্তু--

রেজাক। দৈবকে বিশ্বাস করে, যে অক্ষম—যে দুর্ব্বল!

মান। আমারও এতদিন তাই বিশ্বাস ছিল রেজাক খাঁ। কিন্তু সে ধারণা আমার বদলে যাচ্ছে।

রেজাক। একমাত্র পুরুষকারের উপর নির্ভর করে যে মহাবীর মানসিংহ আজীবন যুদ্ধ করে বহু দেশ জয় করেছেন—

মান। হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি বলতে চাও আমার দুর্ব্বলতা?

রেজাক। মহারাজ মানসিংহের হৃদয়ে দুর্ব্বলতা স্থান পেয়েছে, একথা বিশ্বাস করতে আমার প্রবৃত্তি হচ্ছে না।

মান। এ আমার দুর্ব্বলতা নয় রেজাক খাঁ! দুর্ব্বলতা নয়! বাঙলাদেশ জয় করবো এ সঙ্কল্প আমার এখনও আছে, এবং চিরকালই থাকবে! কিন্তু দৈববলের কথা আজ হঠাৎ আমার মনে উদয় হয়েছে তার অন্য কারণ আছে!

রেজাক। আমার কৌতূহল নিবারণ করুন মহারাজ!

মান। সেদিন শ্রীমন্ত হঠাৎ খেয়ালের ঝোঁকে আমায় বলেছিল—অষ্টভুজা শিলামূর্ত্তিই নাকি কেদার রায়ের বিজয়লক্ষ্মী! যতদিন সেই মূর্ত্তি রাজভবনে অধিষ্ঠিতা থাকবেন, ততদিন স্বয়ং শয়তানেরও নাকি সাধ্য নেই কেদার রায়কে যুদ্ধে পরাজিত করে।

রেজাক। শ্রীমন্তের কথা ত অবিশ্বাস করা যায় না মহারাজ! খেয়ালের

ঝোঁকে বলেছে বলেই আরও বিশ্বাসযোগ্য। ভাওয়ালের পথ অরক্ষিত এ কথাও ত সে খেয়ালের ঝোঁকেই বলে ফেলেছিল।

মান। হ্যাঁ, তারপরেও দুদিন আমি শ্রীমন্তকে শিলামূর্ত্তি সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছি! কিন্তু কোন জবাব পাই নি।

রেজাক। তা হলে আর কালবিলম্ব না করে শিলামূর্ত্তি—

মান। ব্যস্ত হয়ো না, আমি সে ব্যবস্থা ইতিপূর্ব্বেই করেছি। পচিশজন হিন্দু সেনানীকে ছদ্মবেশে কেদার রায়ের সৈন্যদলে যোগদান করতে পাঠিয়েছি—দেবীমূর্ত্তি মন্দির থেকে নিয়ে আসবার জন্য। তারা শুধু সুযোগের অপেক্ষায় আছে।

রেজাক। মূর্ত্তি কি নদীগর্ভে বিসর্জ্জন দিতে আদেশ দিয়েছেন?

মান। না, না, কেদার রায়ের অনিষ্টসাধন করতে গিয়ে আমি নিজের অমঙ্গল করতে পারি না রেজাক খাঁ! মূর্ত্তি আমার শিবিরে নিয়ে আসবে। আমি দেশে নিয়ে যাব।

রেজাক। দেশে নিয়ে যাবেন?

মান। হ্যাঁ, আমার প্রাসাদে বিজয়লক্ষ্মী প্রতিষ্ঠা করব। আমি নিজে পূজা করব।

গুপ্তচরের প্রবেশ

চর। কার্য্য সুসম্পন্ন হয়েছে মহারাজ!

মান। তারা নির্ব্বিঘ্নে ফিরে এসেছে?

চর। হ্যাঁ, মহারাজ! শিলামূর্ত্তি পাশের শিবিরে রাখা হয়েছে। আর কাল্লু সর্দ্দার সদলবলে যুদ্ধে নিহত হয়েছে!

মান। অত্যন্ত শুভ সংবাদ। তুমি যাও, পুরস্কার পাবে।

গুপ্তচরের প্রস্থান

মান। রেজ্জাক খাঁ।

রেজাক। মহারাজ!

মান। বিজয়লক্ষ্মী আমার শিবিরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর প্রভাব ফল্‌তে আরম্ভ হয়েছে। আমি যাই, দেবীর পূজার ব্যবস্থা করিগে। তুমি যাও, মুহূর্ত্ত বিলম্ব করো না।' সমস্ত সৈন্য নিয়ে শ্রীপুর অবরোধ কর। বিজয়লক্ষ্মী আমার শিবিরে! আর চিন্তা নাই।

সকলের প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

অষ্টভূজার মন্দির প্রাঙ্গণ। কাল—প্রত্যূষ। পট্টবাস পরিহিত কেদার রায় পুষ্পডালা হস্তে প্রবেশ করিয়া মন্দিরাভিমুখে যাইতেছিলেন। পুরীর বহির্ভাগে কোলাহল ও বন্দুকের শব্দ হইতেছিল। কেদার রায় একবার থমকিয়া দাঁড়াইলেন, আবার চলিলেন। এমন সময় ছুটিয়া রত্নার প্রবেশ

রত্না। বাবা! বাবা!

কেদার। (ফিরিয়া) কি মা?

রত্না। মোগল আমাদের প্রাসাদ আক্রমণ করেছে।

কেদার। (হাসিয়া) আক্রমণ করুক মা! তাতে আমি ভ্রূক্ষেপও করি না।

রত্না। বাবা!

কেদার। তুই দাঁড়া মা! আমি মা ভবানীর চরণামৃত গ্রহণ করে এখনি ফিরে আস্‌ছি।

রত্না। এর মধ্যে যদি শত্রুসৈন্য পুরী-প্রবেশ করে?

কেদার। তুই ক্ষেপেছিস্ মা ? আমি মা ভবানীর পূজা করতে চলেছি, তাঁর আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করতে চলেছি! আমার এই বিজয়লক্ষ্মী শ্রীপুরে থাক্তে মোগলের সাধ্য কি পুরীতে প্রবেশলাভ করতে পারে! তুই একটু অপেক্ষা কর্ মা, আমি এখনি আস্‌ছি।—জয় মা ভবানী!

মন্দির-চত্বরে উঠিয়া দরজায় ধাক্কা দিলেন. দরজা খুলিয়া গেল। কেদার সবিস্ময়ে দেখিলেন ভবানী-মূর্ত্তি নাই। তিনি উন্মত্তের ন্যায় চীৎকার করিয়া উঠিলেন—

কেদার। মা ভবানি! এ কি!

হাত হইতে পুষ্পডালা পড়িয়া গেল

রত্না। 'বাবা! বাবা! কি হয়েছে? কি হয়েছে?

সিঁড়ির উপর উঠিয়া গেল

কেদার। রত্না! আমার বিজয়লক্ষ্মী চলে গেছে!

রত্না। সে কি!'

কেদার। আজ আমার সব শেষ রত্না! যুদ্ধে আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয় মুকুটকে হারিয়েছি! কাল্লু সর্দ্দার, কালিদাস ঢালী, বিশ্বনাথ, আমার সব গেছে! অগণ্য সৈনিক মোগলকে বাধা দিতে গিয়ে মৃত্যু বরণ করেছে! আমি তাতে বিন্দুমাত্রও বিচলিত হই নি। আমার মনে অসীম বল ছিল। কিন্তু—(কাঁদিয়া ফেলিলেন) আজ আমার দুর্দ্দিন দেখে এই পাষাণীও আমায় ছেড়ে চলে গেছে!

রত্না। পাষাণী! সত্যি পাষাণী। তাই আমাদের ছেড়ে চলে গেছে। কিন্তু তা বলে এখন আমাদের হাল ছেড়ে দিলেও ত চলবে না বাবা!

কেদার। চলবে না তা আমি জানি মা! দেহে শেষ রক্তবিন্দু অবশিষ্ট

থাকতে মোগলের কাছে বশ্যতা স্বীকার করব না, এর শেষ আমাকে দেখতেই হবে। কিন্তু বুঝতে পাচ্ছি মা, আর আশা নেই। বাঙলার সৌভাগ্য-রবি আজ থেকে অন্ধকারে ঢেকে গেল! সব শেষ!

রত্না। তবে উপায়?

কেদার। উপায় মৃত্যু! অন্য উপায় আর নেই মা।

রত্না। তবে তাই হোক বাবা!

কেদার। ভেতরে চল্ মা—অস্ত্র গ্রহণ কর্! স্ত্রী, পুরুষ, যে যেখানে আছে সকলকে অস্ত্র গ্রহণ করতে বল্, তারা যেন মোগলের পদানত হবার পূর্বে—

কথা বাধিয়া গেল

রত্না। তুমি নিশ্চিন্ত থাক বাবা! যদি যায় তবে মোগলের হাতে আমাদের প্রাণই যাবে, মান যাবে না!

প্রস্থান

কেদার। কেন চলে গেলি পাষাণী? কেন চলে গেলি? এতকাল নিজের হাতে তোর পূজা করে এসেছি, তৃপ্ত হস্ নি আমার পূজায়? মানসিংহের দম্ভই অক্ষুণ্ণ রাখলি সর্ব্বনাশী?

নেপথ্যে মুহুর্মুহুঃ বন্দুকের শব্দ হইতে লাগিল, অস্ত্রের ঝন্ ঝন্ শব্দ শোনা যাইতে লাগিল।

রক্তাক্ত কলেবরে নারাণের প্রবেশ

কেদার। কে? কে? নারাণ?

নারাণ। বারুদ ফুরিয়ে গেছে বাবা! বারুদখানা থেকে বারুদ দিয়ে যাবে এমন কেউ আর বেঁচে নাই। আমি নিজেই যাচ্ছি।

কেদার। তোমার কামান ?

নারাণ। অরক্ষিত রয়েছে বাবা !

নেপথ্যে দরজা ভাঙার শব্দ হইল

কেদার। নারাণ !

নারাণ। বিলম্বে সর্বনাশ হবে বাবা !

কেদার। অন্তঃপুরের ঘাটে জাহাজ বাঁধা আছে। তোমার মাকে, রত্নাকে এবং অন্যান্য মেয়েদের নিয়ে তুমি পালিয়ে যাও।

নারাণ। পালিয়ে যাব ?

কেদার। হ্যাঁ, তোমাকে বাঁচতে হবে।

নারাণ। পালিয়ে গিয়ে বাঁচতে আমি চাই না বাবা !

কেদার। আমার আদেশ পালন কর নারাণ !

নারাণ। বাবা ! আপনার পায়ে পড়ি, এ নিষ্ঠুর আদেশ ফিরিয়ে নিন্ ! এ কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়ে আমি বেঁচে থাক্‌তে চাই না !

কেদার। অবুঝ হয়ো না—আমায় ভুল বুঝোনা বৎস ! আমি পারলাম না—কিন্তু আমার কাজ তোমাকেই সম্পূর্ণ করতে হবে ! তোমাকে বাঁচতেই হবে !

নারাণ পিতাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। কেদার তাহাকে বুকে টানিয়া লইলেন

কেদার। আশীর্বাদ করি, সিদ্ধিলাভ কর। বাঙলা মায়ের মুখ উজ্জ্বল কর !

নারাণের প্রস্থান

কেদার। কতকটা নিশ্চিন্ত !

নিকটেই সৈন্যগণ কোলাহল করিয়া উঠিল—"আল্লা আল্লা হো"

কেদার। এই যে এসে পড়েছে! আমার অস্ত্র! আমার বন্দুক!

যাইতে উদ্যত—সহসা দুইজন মোগল সৈন্যের প্রবেশ

১ম সৈনিক। আর পালাতে হবে না! মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও!

কেদারকে মারিতে উদ্যত—ছুটিয়া শ্রীমন্তের প্রবেশ

শ্রীমন্ত। সাবধান শয়তান!

১ম সৈন্যকে ছুরিকাঘাতে নিহত করিল

২য় সৈন্য। তবে রে বেইমান্!

শ্রীমন্তকে আক্রমণ করিতে গেল, ইত্যবসরে কেদার তাহার টুঁটি চাপিয়া ধরিলেন। শ্রীমন্তের ছুরিকাঘাতে সেও নিহত হইল।

নেপথ্যে ভীষণ কোলাহল হইতে লাগিল

কেদার। কে? শ্রীমন্ত!

শ্রীমন্ত। মহারাজ। আমি শ্রীমন্ত নই! আমি পাগল—আমি পাগল—

কেদার। সব শেষ করে আর কেন আমায় বাঁচালে শ্রীমন্ত?

শ্রীমন্ত। কেন বাঁচালেম? এমন একটা মহাপ্রাণ, সমস্ত বাঙলা দেশে যার তুলনা নেই, সে পিশাচের হাতে মর্‌বে? একি আমি দেখতে পারি?

নেপথ্যে পুনরায় কোলাহল এবং বন্দুকের শব্দ

কেদার। দৃঢ় হস্তে তরবারি ধারণ কর শ্রীমন্ত! আর দেরী নেই!

শ্রীমন্ত। ~~তাই ত! কি করি? কি করি? অসংখ্য মোগল সৈন্য ধেয়ে আসছে~~! তবে কি কোন উপায় নেই?

নেপথ্যে মানসিংহ। পালাতে দিও না—পালাতে দিও না!

শ্রীমন্ত। আছে! উপায় আছে—চমৎকার উপায়! এই—মহারাজ, —এই তার একমাত্র উপায়!

কেদারকে ছোরা দেখাইল।

কেদার। পারবে? তুমি পারবে শ্রীমন্ত?

শ্রীমন্ত। পারব মহারাজ। মা ভবানীর আশীর্ব্বাদ!

কেদার। হ্যাঁ, হ্যাঁ—শ্রীমন্ত বন্ধু! আমায় বাঁচাও! আমায় বাঁচাও! মোগলের দাসত্ব শৃঙ্খল থেকে আমায় অব্যাহতি দাও! মুক্তি দাও!

শ্রীমন্ত কেদারকে ছুরিকাঘাত করিল

কেদার। ওঃ—মা—ভবানী—সব—অন্ধকারে ঢেকে গেল—আলো—আলো—

মৃত্যু

রেজাক খাঁর প্রবেশ

রেজাক। একি! কে একাজ কর্‌লে?

শ্রীমন্ত। আমি!

রেজাক। তুই! আঃ—

শ্রীমন্ত। মানীর মান বাঁচিয়েছি! তাঁর মর্য্যাদা রক্ষা করেছি! কেউ জানবে না, কেউ বুঝবে না—কিন্তু ভগবান সাক্ষী!

রেজাক। কেন তুই এ কাজ কর্‌লি? এবার তোকে বাঁচাবে কে?

শ্রীমন্ত। কে বাঁচাবে? আমাকে বাঁচাবেন মা ভবানী! আমি পাগল—আমি পাগল

নিজের বক্ষে ছুরি বসাইল—মৃত্যু

মানসিংহের প্রবেশ

মান। একি! কে হত্যা করলে? কোন্ শয়তান?

রেজাক। শ্রীমন্ত

হস্ত দ্বারা শ্রীমন্তকে দেখাইয়া দিলেন

মান। ওঃ সেই পাগল,

রক্তাক্ত দেহে কার্ভালোর প্রবেশ

কার্ভালো। রাজা! রাজা! হামি আসিয়াছে আউর বোয় নেই, হামি আসিয়াছে!

হঠাৎ মানসিংহকে সম্মুখে দেখিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইলেন। তারপর কেদারের মৃতদেহের কাছে ছুটিয়া গেলেন

ও হোঃ! Deusa! Oh my God! রাজা! রাজা!

কাঁদিয়া ফেলিলেন

কার্ভালো কেদার প্রদত্ত বিজয়পতাকা দ্বারা কেদারের মৃতদেহ ঢাকিয়া দিলেন এবং কোমর হইতে তরবারি খুলিয়া প্রথমে নিজের কপালে ঠেকাইলেন, পরে তাহা কেদারের পদতলে রাখিয়া দিলেন

কার্ভালো। ব্যাস্! Finish!

মান। সাহেব!

কার্ভালো। কুছ্ ভাবনা করিবে না মোগল! হামিও Ready আছে। Come on!

বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইলেন

মান। তোমাদের হত্যা করতে ত আমরা আসি নি!

কার্ভালো। আলবৎ আসিয়াছে। হামার রাজাকে মারিয়াছে, আউর বলছে আসে নাই—হত্যা করিতে আসে নাই।

মান। তোমাকে আমরা হত্যা করব না সাহেব। অস্ত্র পরিত্যাগ কর।

কার্ভালো। What? (উত্তেজনা বসে পিস্তল বাহির করিতে গিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন) No, No, মোগল। হামি পর্তুগীজ আছে। রাজার নিমক খাইয়াছে, বেইমানী জানে না। রাজা মরিতে জানে,

আউর হামি জানে না? আলবৎ জানে! মোগলের হাতে হামি বন্দী হইবে না। কভি নেই—রাজা! রাজা! হামার রাজা!

নিজের বুকে গুলি করিলেন

Forgive me God! Good-bye Bengal!!

মৃত্যু

রেজাক। আশ্চর্য্য! বাঙলা জয় এভাবে সম্পূর্ণ হবে, এ আমি কল্পনাও করতে পারি না মহারাজ!

আলুলায়িতকেশা রত্না এবং অন্যান্য মেয়েদের প্রবেশ

রত্না। বাঙলা জয় এখনও সম্পূর্ণ হয় নি মোগল সেনাপতি!

মান। কে মা তোমরা?

রত্না। চিনতে পার্চ্ছ না কে আমরা? ভাল করে চেয়ে দেখ—ঠিক চিনতে পারবে! এ মরণ-যজ্ঞে আজ যারা প্রাণ দিয়েছে, আমরা তাদেরই পিতৃহারা কন্যা, ভ্রাতৃহারা ভগ্নী! তাদেরই পতিহারা স্ত্রী, পুত্রহারা জননী! বাঙলা শ্মশান করেছ! এখনও তোমাদের রক্ত পিপাসা মেটে নি? আমরাই বা বাকী থাকি কেন? এ মরণ যজ্ঞের পূর্ণাহুতি দাও!

রেজাক খাঁর সম্মুখে নতজানু হইয়া বসিল

রেজাক। তোমাদের হত্যা করতে আমরা আসি নি মা! আমরা এই প্রাসাদ-দুর্গ অধিকার করতে এসেছি, আমাদের পথ ছেড়ে দাও!

রত্না! তা হয় না মোগল সেনানী! আমাদের হত্যা না করে কিছুতেই তোমরা পুরী-প্রবেশ করতে পারবে না।

রেজাক। মহারাজ!

রত্না। (মানসিংহের সম্মুখে গিয়া) আপনিই রাজা মানসিংহ? বাঙ্গালার এই সর্ব্বনাশ কেন করলেন আপনি? হিন্দু হয়েও হিন্দুর সর্ব্বনাশ কেন করলেন মহারাজ?

রেজাক। মহারাজ?

মান। ফিরে চল, ফিরে চল, রেজাক খাঁ! বাঙ্গলা জয় আপাততঃ স্থগিত রইলো!

রেজাক। স্থগিত রইলো!

মান। আমিও মানুষ রেজাক খাঁ, এ বাধা অতিক্রম করবার শক্তি আমার নেই! সাহস আমার নেই!!

হাতের তরবারি ফেলিয়া দিলে

যবনিকা

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে শ্রীকুমারেশ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও শৈলেন প্রেস, ৪, সিমলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীতীর্থপদ রাণা কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সংগঠনকারিগণ

পরিচালক	ক্যালকাটা থিয়েটার্স
প্রযোজক	নরেশচন্দ্র মিত্র
স্বরশিল্পী	অমর বসু ও ধীরেন দাস
সঙ্গীত-শিক্ষক	রাধাচরণ ভট্টাচার্য্য
নৃত্য-পরিকল্পনা	নীহারবালা
দৃশ্যপট-পরিকল্পনা	পরেশ বসু (পটলবাবু)
মঞ্চাধ্যক্ষ	ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত
হারমোনিয়ম-বাদক	রাধাচরণ ভট্টাচার্য্য
পিয়ানো-বাদক	বনবিহারী পাল
বংশী-বাদক	নেপাল রায়
বেহালী-বাদক ও যান্ত্রিক	ধীরেন্দ্রনাথ দাস, ক্ষীরোদচন্দ্র গাঙ্গুলী ও প্রিয়লাল চৌধুরী
স্মারক	কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়
ঐ সহকারী	মণিগোপাল মুখোপাধ্যায়
আলোক-সম্পাতকারী	সুধীর সুর, শৈলেন দত্ত ও বলাই সাহা
এম্প্লিফায়ার মিউজিক	ডি, এন, মল্লিক
আহার্য্য সংগ্রাহক	সত্যচরণ মুখোপাধ্যায়
বেশকারিগণ	কুঞ্জলাল রায়, গোবিন্দ দাস ও ননীগোপাল গাঙ্গুলী

প্রথম অভিনয় রজনীর শিল্পী-পরিচয়

পাত্র

চাঁদ রায়	রবি রায়
কেদার রায়	অহীন্দ্র চৌধুরী
নারায়ণ রায়	কমল ঘোষ
মুকুট রায়	বিনয় মুখোপাধ্যায়
শ্রীমন্ত	নরেশ মিত্র
বিশ্বনাথ	গগন চট্টোপাধ্যায়
রত্নগভ	জীবন চট্টোপাধ্যায়
কাল্লু সর্দ্দার	মণি ঘোষ
ঈশা খাঁ	জহর গাঙ্গুলী
ফজলু খাঁ	সুবল ঘোষ
তাহের	গিরিজা মিত্র
কার্ভালো	ভূমেন রায়
মানসিংহ	সন্তোষ দাস
কিলমক্ খাঁ	খগেন দাস
রেজাক খাঁ	হরিধন মুখোপাধ্যায়
সাদি খাঁ	সুধাংশু মিত্র
ওসমাক্ খাঁ	বেচু সিংহ
অন্ধ বাউল	ধীরেন দাস
হকিম	দেবেন ভৌমিক

বালকবেশী শ্রীকৃষ্ণ	পারুলবালা (পরে)
	মুকুলবালা
গুপ্তচর	দেবেন ভৌমিক ও বিপিন বসু
পর্ত্তুগীজ সৈন্যদ্বয়	বিমল ঘোষ ও ফণী দাস
ভৃত্য	চিত্ত ভট্টাচায্য
গ্রামবাসিগণ	বনবিহারী পান, হরিধন মুখোপাধ্যায়, সুবল ঘোষ, মণি চক্রবর্ত্তী ও সুধাংশু মিত্র,
বৈষ্ণবগণ	বনবিহারী পান, অমূল্য হালদার, রাধা-চরণ ভট্টাচায্য, বিপিন দাস ও নিমাই চক্রবর্ত্তী
সৈন্যগণ	গোপাল ব্যানার্জ্জী, চিত্ত ভট্টাচার্য্য, কমল দাস, তারাপদ ঘোষ, বিপিন বসু, ধীরেন সরকার, সৌরেন দত্ত, নিমাই চক্রবর্ত্তী, শান্তি পাল ও প্রহ্লাদ চৌধুরী
ভিক্ষুকগণ	দেবেন্দ্র ভৌমিক, তারাপদ ঘোষ, সৌরেন দত্ত, ধীরেন সরকার, প্রহ্লাদ চৌধুরী ও বিপিন বসু
স্নানার্থিগণ	মণি চক্রবর্ত্তী, স্মৃতিশ ঘোষ ও বিমল গুহ

পাত্রী

সুনন্দা	মনোরমা
সোণা	নিরুপমা
রত্না	চারুবালা
মায়া	রেণুকা রায়
শান্তি	ছায়া দেবী
প্রধানা নর্ত্তকী ও বৈষ্ণবী	দুর্গাবতী
হরিদাসী	সুবাসিনী
বৃদ্ধা	কোহিনূরবালা
বাঁদীদ্বয়	বিদ্যুৎলতা ও রাজলক্ষ্মী (ককা)
নর্ত্তকীগণ	বিদ্যুৎলতা, মুকুলমালা, সুবাসিনী, বিভা, স্নেহলতা, নন্দরাণী দত্ত, ককা, নির্ম্মলাবালা, বীণা দাস, রাণী, পারুল, দুর্গা ও বুচকী
স্নানার্থিগণ	ঐ